কুরুক্ষেত্রে দশ দিন

কাব্য

শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

মুর্শিদাবাদ।

সৈদাবাদ,—হিতৈষী-প্রে:

১৩০৯।

হিতৈষী প্রেস।
শ্রীশশিভূষণ ঘোষ।

উৎসর্গ পত্র।

বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে একান্ত তৎপর
শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের
করকমলে।

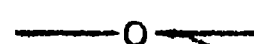
প্রশান্ত মুরতি স্বভাব সরল
কোমল হৃদয় কবির মত;
বিজ্ঞান জগতে উজ্জ্বল রতন
উন্নতি সাধন জীবন ব্রত।
বঙ্গভাষা রূপ বিশাল সাগর
ডুবিয়া ডুবিয়া হতেছ পার,
তুলিছ যতনে মণি মুক্তা হিরা
গাঁথিছ কতই নূতন হার!
নব আভাময় 'প্রকৃতি, বিজ্ঞান'
ভাষার লালিত্য জড়িত কিবা,
যেন ফোটা ফুল নিহার মাখিয়া
ধরেছে হৃদয়ে চাঁদের বিভা;
তোমার তরুতে নবীন উল্লাসে
ফুটিছে নিয়ত কুসুম দাম,
রবে চিরলেখা সাহিত্য কাননে
অমর অক্ষরে তোমার নাম।
আমি চিরদিন মুগ্ধ স্নেহে তব
জীবন জড়িত তোমার ঋণে,
দিনু উপহার, ক্ষুদ্র কাব্য-হার
ক্ষম দোষ যত আপন গুণে।

ইতি যতীন্দ্র।

'কুরুক্ষেত্রে দশ দিন'



প্রথম সর্গ



দ্বিযাম অতীত প্রায়, তমিস্রা রজনী,
নিস্তব্ধ ধরণীতল, কৌরব পাণ্ডবদল,
রণভূমি কুরুক্ষেত্র নিস্পন্দ এখন,
যার বক্ষে ভাগ্যদেবী করিবে নর্ত্তন।

নিভৃত কক্ষেতে একা করিয়া শয়ন,
আনন্দ সাগরে আজ, দেহ ঢালি কুরুরাজ,
মনোরম কল্পোদ্যান রচি শূন্যপথে,
ভ্রমিছেন তাহে হর্ষে বৃথা মনোরথে।

সেনাপতি গঙ্গাসুত, তাহে সমবেত
গজবাজি অগণন, রথ রথী বীরগণ,
ভাবিছেন নৃপ তাই হরিষ অন্তরে,
'পিতামহ কালিপ্রাতে পশিয়া সমরে

মুহূর্ত্তে নাশিবে সেই দর্পী ধনঞ্জয়ে,
বন্দি করি যুধিষ্ঠিরে, সহ দন্তী বৃকোদরে,
এ অনন্ত শোকজ্বালা নিবাবে আমার,
অশান্ত হৃদয়ে শান্তি উদিবে আবার।'

নৃপহৃদি মহার্ণবে চিন্তা তরঙ্গিত,
বিশাল সে চিন্তাবক্ষে, মকর জলধি কক্ষে
আচম্বিতে উঠে যথা তরঙ্গ ভেদিয়া,
ভয়ঙ্কর ক্রোধমূর্ত্তি উঠিল জাগিয়া!

স্মরিয়া ভীমের উক্তি রোষে শিহরিয়া
মুষ্টিবদ্ধ করি করে, জলদগম্ভীর স্বরে
কহিতে লাগিলা নৃপ কাঁপি থরথর—
"এই উরু ভগ্ন এস কর বৃকোদর,

বুঝিব তোমারে, মূঢ়, কালি মহারণে,
দেখিব কেমনে তুমি ত্যজিয়া সমর ভূমি
কোথায়, কাহার কাছে, করিবে গমন,
বসিয়া রয়েছে দেখ দুরন্ত শমন;

যদিও, জলধিতলে পশিস্ দুর্ম্মতি,
মনেতে জানিস্ স্থির, চূর্ণ হবে তোর শির,
রক্ষিতে নারিবে তাহে দেবগণ আদি,
আমি রাজা দুর্য্যোধন তোর প্রতিবাদী !

সন্ধি ! সন্ধি ! সখ্যভাব ! কভু নহে আর,
মনে যেন রহে তাহা প্রতিজ্ঞা আমার যাহা
'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী,
যতক্ষণ রক্তস্রোত বহিবে ধমনী।'

যুদ্ধ করি প্রাণপণে মিটাইব আশা,
-পিপাসু এ মম অসি তোমার হৃদয়ে পশি
মিটাবে শোণিত তৃষা, ঘুচিবে বিকার,
লভিবে অনন্ত শান্তি হৃদয় আমার।

সমরে অজেয়, বীর, অতুল বিক্রম,
অটল প্রতিজ্ঞা তরে খ্যাত নাম চরাচরে,
যে জন ভার্গবজয়ী ক্ষত্রিয়-তপন,
ধনঞ্জয়ে রণাঙ্গণে করিবে নিধন।

রথি-কুল-রত্নবীর শল্য, কৃপ, দ্রোণ,
অর্পিবে আমার করে, আনি রাজভেট তরে
নতমুখ যুধিষ্ঠিরে, বিজিতরতন,
তখন সমর সাধ হবে উদ্‌যাপন !

যে পাবক হৃদি মম দহে অহরহঃ
ডুবিলে হ্রদের জলে নিবে না, তবুও জ্বলে,
রণ-রক্তস্রোত বিনা নিবিবে কেমনে?
নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য কালি মহারণে।"

আশার ছলনে মুগ্ধ হৃদয় গগনে
উদিল সৌভাগ্য রবি, হাসিল মোহিনী ছবি,
ভবিষ্য আকাশ পট নির্ম্মল হইল,
চিন্তার তরঙ্গে নৃপ ভাসিয়া চলিল।

হেথা ভীষ্ম নিজ কক্ষে লভিছে বিরাম,
ক্রমশঃ বৃদ্ধের মনে, চিন্তাদেবী সঙ্গোপনে
ধীরে ধীরে তুলিতেছে প্রভাতের কথা,
খুলেন প্রকৃতি ধীরে ঊষামুখ যথা।

'কালি রণ, কাল রণ করিব কেমনে!
পুত্রাধিক ধর্ম্মসনে ভেটিব কেমনে রণে?
অর্জ্জুনে কেমনে আমি করিব প্রহার?
লক্ষ্মীপতি নারায়ণ সারথি যাহার।

কি করি, অশেষ জ্বালা অন্তরে আমার,
যদি নাহি ধনুঃ ধরি, দুর্য্যোধন ক্রোধ করি
নাশিবে আপন প্রাণ মুহূর্ত্তে এখন,
কি ক'রে বুঝাব আমি অবোধে তখনি!

ধীরে ধীরে চিন্তাস্রোতে নিদ্রা আবরিল,
স্বপ্নযোগে বীরবর হেরে দৃশ্য মনোহর,
রতনে খচিত চারু কনক আসনে
আসীনা রমণী এক বিষণ্ন বদনে।

কহ, দেবি শ্বেতভুজে! কে রমণী ওই?
হেরিয়া সে মূর্ত্তি কেন গাঙ্গেয় বিকল হেন?
বিস্তারি কহ, মা, দাসে, কহ, মা ভারতি,
বিশ্বরমে! কৃপা করি দাও গো শকতি।

কেমনে বর্ণিব আমি এ সব কাহিনী!
কি গুণে ভাষার জলে ডুবিব; মা, কোন্ বলে
তুলিব কুসুমদাম কাব্যের কাননে?
প্রজ্ঞাহীন পুত্র তব এ মর-ভবনে।

ভাবসূত্র, বাক্যপুষ্প, নাহি, মা, সম্বল,
কেমনে গাঁথিব হার? এ হৃদয় পারাবার
নীরস, কল্পনাসুধা সম্ভবে কেমনে?
যে নিধি জীবনীশক্তি কবির জীবনে!

তবে যদি দয়া কর এ দীনকিঙ্করে
ডুবিব জলধিতলে, তুলিব, মা, অবহেলে
রত্নরাজি, চারুহার রচিয়া যতনে
পরাইব কুতূহলে তোমার চরণে।

হেন সাধ্য নাহি কিন্তু, ভারতি, আমার,
গাঁথি আনি নব হারে, রত্নাকর তব বরে,
কালিদাস, কৃত্তিবাস, আর কবিগণ,
গাঁথিল যেমন হেম, শ্রীমধুসূদন।

কৃপা করি কহ, মাতঃ, অধম সন্তানে,
কেমনে মাতার সনে দেখা করি, ফুল্লমনে
গাঙ্গেয় লইল শিরে আশীষ বচন,
কহ, দেবি, এ দাসেরে যত বিবরণ।

কি ভাবিছে ভানুমতি শোকাকুল চিতে ?
শুনি ভীষ্ম সেনাপতি যুধিষ্ঠির ব্যস্তমতি
কেন বা আইলা একা গাঙ্গেয় সদনে ?
কি চিন্তা উদিছে আজি পাঞ্চালীর মনে ?

কি ভাবে বসিয়া পার্থ, বীর বৃকোদর ?
সুভদ্রা উত্তরা সনে কি ভাবিছে দুই জনে ?
কি চিন্তায় মগ্ন আজি চিন্তাহারী হরি ?
আর্জ্জুনি কহিছে কিবা প্রিয়া কর ধরি ?

কি চক্রে রাখেন কৃষ্ণ পাণ্ডব জীবন ?
পার্থে শিক্ষা দিতে হরি, যবে সুদর্শন ধরি
ভীষ্মবধ হেতু যান প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া,
অর্জ্জুন রোধিল কেন চরণ ধরিয়া ?

রণাঙ্গনে নিজ পণ করিয়া পালন,
বীরের আদর্শ ছবি, কৌরব-গৌরব-রবি
সায়ক শয়নে কেন মুদিলা নয়ন ?
গঙ্গা কি করিলা শুনি পুত্রের শয়ন ?

কৌরব শিবিরে সুপ্ত ভীষ্ম মহারথ,
নিদ্রাবেশে হেরে বীর, অচঞ্চল সুগম্ভীর
জননী বদন, রম্য, অপূর্ব্ব কথন,
স্নেহভরে পুত্রমুখে স্থাপিত নয়ন।

নীরবিন্দু স্থিরনেত্রে ভাসিয়া বেড়ায়,
নীলোৎপল-দলে জল করে যেন টলমল;
সুগঠিত বিম্বাধর স্পন্দিত সঘনে
বিষম স্নেহের ছায়া লক্ষিত বদনে।

ভ্রূলতা কম্পিত মৃদু, রক্তিম কপোল,
আলুথালু কেশপাশ, অবিন্যস্ত দেহবাস,
শিথিল সুগোল ভুজ, তনু স্পন্দহীন,
আকুল চিত্তের বেগ শোকেতে বিলীন।

নিরখি সতৃষ্ণনেত্রে তনয় বদন,
সম্বরি বিষাদনীর করি যত্নে চিত্ত স্থির,
কহিলা জাহ্নবী তবে ধীর-ভগ্নস্বরে
"প্রাণ কাঁদে বাছা মোর সদা তোর তরে ;

সায়াহ্নে কৈলাসে বসি ধ্যানেতে মগন,
হেনকালে মম দেহ যেন পরশিল কেহ,
নয়ন উন্মিলি আমি দেখিনু তখন,
দাঁড়ায়ে অদৃষ্টদেবী মলিন বদন।

জিজ্ঞাসিনু কেন, দেবি, সহসা এ ভাবে
উপনীতা মোর কাছে ? কিবা নিবেদন আছে
কহ ত্বরা, শুনিবারে বাসনা আমার,
ঘটিল কি অমঙ্গল ত্রিদিবে আবার ?

অদৃশ্যা হইলা দেবী ছলিয়া আমায় ;
দেখিনু সম্মুখে মম বিশাল বারিধি সম
ভীষণ সমরক্ষেত্র প্রশস্ত প্রাঙ্গণ,
সমবেত গজ, বাজি, রথী অগণন।

বাধিল তুমুল যুদ্ধ ভীম রণস্থলে ;
বাণের গর্জ্জন ঘন, ধূম, অগ্নি, উদ্গীরণ,
হত রথী, অশ্ব, গজ, বিচূর্ণ স্যন্দন,
ধাবিত শোণিত-নদী, বিকট দর্শন !

মুদিনু নয়ন ভয়ে থামিল আহব,
বিষাদে নিশ্বাস ফেলি, চাহিলাম আঁখি মেলি,
দেখিনু রথীন্দ্র এক ম্লান কলেবরে,
পড়িয়া মুদিতনেত্রে শরশয্যা'পরে।

সহসা সমরবাদ্য বাজিল আবার,
বিস্ময়ে দেখিনু হায়! স্মরি;বুক ফেটে যায়,
এককালে সপ্তরথী মিলিত হইয়া,
ধনুঃকরে মহাবেগে চলেছে ছুটিয়া।

ব্যূহমাঝে শূরসিংহ ধন্য শূরকুলে!
ষোড়শ বর্ষীয় যোধ, যুঝে হর্ষে বিনারোধ,
অগ্নিময় দশদিশ তীব্র শরানলে,
রণরঙ্গে সপ্তরথী ভঙ্গ দিয়া চলে।

গহন বিপিনে যথা ঘোর হুতাশন
তরু-গুল্ম-লতা নাশি মহাদম্ভে ছুটি আসি,
গরজে গম্ভীর নাদে শিখা উচ্চ করি,
নাদিল ভৈরবে যুবা ধনুঃ ঊর্দ্ধে ধরি।

ধাইল সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথ,
আবার বাজিল রণ খরশর বরিষণ,
প্রাণ ভয়ে রথিগণ রণে ভঙ্গ দিল,
অশনি নির্ঘোষে যুবা আবার নাদিল।

হেন মতে ছয়বার রণে পরাজিত
সপ্তরথী, যুক্তি করি কপট নিয়ম ধরি
লঙ্ঘিয়া রথীর প্রথা লাগিল চলিতে
ক্ষত্রকুলে, ছিছি, লাজ! অকীর্ত্তি মহীতে!

বূহদ্বারে সবিস্ময়ে দেখিনু চাহিয়া
অগ্নিমূর্ত্তি এক বীর শৈলসম রহে স্থির,
বিপক্ষ রথীন্দ্রকুল বৃথা যত্ন করে
ভেদিতে ব্যূহের মুখ, বালকের তরে।

কোদণ্ড টঙ্কার ঘন উঠিল আবার,
কেহ কাটে ধনুর্গুণ, কেহ ধনুঃ, কেহ তূণ,
চর্ম্ম, অসি, বর্ম্ম, অশ্ব, স্যন্দন, সারথি,
একে একে তীক্ষ্ণবাণে কাটে সপ্তরথী।

রিক্তহস্ত, ধরাপৃষ্ঠে, রক্তিম নয়ন,
বহে দেহে রক্তধারা, তবু শূর-কুল-তারা,
যুঝিয়া বিক্রমে হায়! অকালে পড়িল,
প্রভাতে পঙ্কজ যেন নয়ন মুদিল।

অধীর বিষম শোকে জনক তাহার
স্বর্ণরথে ধায় সেথা তনয় পতিত যেথা,
কাঁপিল ধরণী, ভয়ে নাদিল ভূচর,
ভূতলে নয়ন মুদি পড়িল খেচর।

মুহুর্ম্মুহুঃ ভীম ধনুঃ টঙ্কারি সরোষে,
কহিল বীরেন্দ্র ভাষ দেবদৈত্যনরত্রাস—
"ব্যূহমুখ রোধিল যে কোথায় সে এবে?
প্রতিজ্ঞা আমার কহি শুন রথী সবে,

"শুনহে বসুধা তুমি, শুনহে পাতাল,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা,   জীব, জন্তু, আছ যারা,
শুন স্বর্গ, শুন দেব, শুন জলনিধি,
সে পাষণ্ডে মহারণে না বিনাশি যদি

"না ধরিব অস্ত্র আর এ মহীমণ্ডলে,
না দেখাব মুখ ভবে,   অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে
ত্যজিব এ ছার প্রাণ"—তীক্ষ্ণ অসি করে
দংশিয়া অধর বীর ছুটিল সমরে।

আবার বাজিল রণ, টলিল বসুধা;
বধিরি শ্রবণ মূল   নাদিল সৈনিককুল,
ব্যূহ দ্বার-রোধকারী করিল শয়ন,
কোটি অশ্ব, নর, গজ, মুদিল নয়ন।

কণ্ঠে শূন্যগুণধনুঃ বসি এক রথী,
অরি তার অন্য বীর   অসি হস্তে কাটে শিরঃ;
আর এক বীরবরে দেখিনু পড়িয়া,
রথচক্র মহী তার লয়েছে গ্রাসিয়া।

আবার বীরেশ এক নখরে বিদারি
রিপুবক্ষ, তৃপ্তি তরে   উষ্ণ রক্ত পান করে;
অদূরে হ্রদের তীরে দেখি এক জন
রাজরথী, ভগ্ন উরু! মুদিছে নয়ন।

অন্তর্হিত লীলাভূমি, ভাঙ্গিল চমক্,
পুনঃ গাঢ় ধ্যানে পশি দেখিনু কৈলাসে বসি,
বহুসৈন্যসমাকীর্ণ কুরুক্ষেত্র ভূমি,
কুরুপক্ষে হইয়াছ সেনাপতি তুমি।

নারিনু তিষ্ঠিতে আর, আসিনু ছুটিয়া
কহিতে তোমারে ভাষ ত্যজ রণ-অভিলাষ
কৌরব পাণ্ডব তব উভয় সমান,
হেন যুদ্ধে ঘুচাইবে কেন নিজ মান ?

অমঙ্গল যদি পাছে, অশুভ স্মরণে,
ঘটে বাছা, পাপ রণে যুঝিয়া পাণ্ডব সনে,
অমরী, হৃদয় জ্বালা ভুলিব কেমনে!
নরকুল ভুলে যাহা লভিয়া মরণে।"

এত কহি নিরবিলা শৈলেন্দ্রনন্দিনী,
অনিমেষ নেত্র দ্বয় পুত্র মুখে চাহি রয়,
দুটি উষ্ণ অশ্রুবিন্দু, দুটি আঁখি দিয়া
দুখ ভরে পড়ে ধীরে কপোল বাহিয়া।

প্রণমি জননী পদে কহিলা গাঙ্গেয়—
"স্নেহতরে বৃথা ত্রাস, ত্যজ, মাতঃ, শোকোচ্ছ্বাস,
রুদ্রতেজপূর্ণতনুরুদ্রেন্দ্রগৃহিনী,
মহীতে শান্তনুজায়া, ভীষ্মের জননী,

দেবী তুমি, আজি কেন শোকেতে বিকল ?
ভাসাও বিস্মৃতি জলে স্বপ্ন তব, হৃদিতলে
জাগাও ভবেশ-জায়া ভবের খেলনা,
ভাবী শোক মিছে ভাবি কেনগো বিমনা ?

মাতা মম ত্রিপথগা, শান্তনু জনক,
নিজে বীর রণপ্রিয়, যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
রামজেতা, ক্ষত্রমণি, আমি দেবব্রত,
প্রাণভয়ে রণরঙ্গে হইব বিরত ?

করেছি অলঙ্ঘ্য পণ কৌরব সদনে,
দশ দিন যুঝি রণে, রক্ষিব সৈনিকগণে,
কক্ষচ্যুত হয় যদি চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,
প্রাবৃটে শুকায় যদি প্রস্রবিণী ধারা,

আমার এ পণ তবু না হবে অন্যথা ;
তবে যদি রিপুকাল বিস্তারে অশুভ জাল
সম্মুখে, তখনি আমি ত্যজিব সমর,
আমার প্রতিজ্ঞা এই খ্যাত চরাচর।

খেলিব অপূর্ব্ব খেলা সমর-প্রাঙ্গণে,
বিস্ময়ে ক্ষত্রিয়গণ দেখিবে ভীষ্মের রণ,
কহিবে অমর হেরি শরশিক্ষা মম,
'ধরাপরে ধন্যবীর ! শচীকান্ত সম'।

ভাগ্যদোষে যদি রণে জীবন হারাই,
শূর আমি, নাহি ডরি, জয়মাল্য শিরে পরি,
ক্ষত্রিয়-স্বরগে যাব চড়ি কীর্ত্তিরথে,
বীরবাঞ্ছা এক মাত্র এইগো জগতে।

তব কৃপাদৃষ্টি মাত, সম্বল আমার,
দিয়া মাত্র পদছায়া, আশীষগো ভবজায়া,
দাও আজ্ঞা, যাই রণে, জিনিব সমর,
পিতৃবাক্যে 'ইচ্ছামৃত্যু' লভিয়াছি বর।"

"আশীর্ব্বাদ করি, বাছা, রণজয়ী হও।"
রুদ্ধকণ্ঠে কহি ভাষ, ছাড়িয়া বিষাদ-শ্বাস,
নিরখি নয়ন ভরি তনয় বদন,
ধীরে ধীরে শৈল-সুতা করিল গমন।

দূরে গেল স্বপ্নজাল, নিদ্রার কুহক,
গাঙ্গেয় বিকলচিতে জননীরে নিরখিতে
চাহিল নয়ন মেলি, আঁধার শিবির
হেরিয়া মনের দুখে হইল অধীর।

নিশি শেষে অভিমন্যু ত্যজিয়া শয়ন,
সমরে বিদায় তরে, প্রেয়সী চিবুক ধরে,
কহে ধীর মধুস্বরে— "কেনলো সরলে,
বিষাদের ছায়া আজি এ মুখ কমলে ?

অর্জ্জুন তনয় আমি না ডরি সমর,
মম ধনু-শরজাল শত্রুহৃদে দিবে ত্রাস,
চমকিবে রিপুকুল হেরি ভুজবল,
প্রাণ তরে হবে সবে আতঙ্কে চঞ্চল।

অবিশ্রান্ত ক্ষিপ্রহস্তে শরবৃষ্টি করি,
প্রকাশিয়া সুকৌশল আঁধারিব রণস্থল,
ঘোর ঘনরাশি যথা আঁধারে অম্বর,
বিস্ময় মানিবে তাহে সুরাসুর নর।

মৃগেন্দ্র তাড়িত হয়ে যথা ফেরুপাল,
পলায় লাঙ্গুল তুলি, বিকীর্ণ করিয়া ধূলি,
ধনুঃ হস্তে কুরুফেরু পলাবে তেমন,
অভিমন্যু-সিংহ-রণে পশিবে যখন।

ভাবনা কি প্রিয়তমে! আসিব সত্বরে,
আবার এ চাঁদ মুখ চুমিয়া লভিব সুখ,
আবার তোমারে হৃদে করিয়া স্থাপন,
মূর্চ্ছাভাবে সচেতনে হেরিব স্বপন।

সাজে কি তোমারে, প্রিয়ে, সমরের ভয়?
হ'য়ে বীরপত্নী, কেন আজি প্রীতিশূন্য হেন?
অধরে না'িক হাঁসি, মলিন বয়ান,
ঝরিছে নয়নে নীর, একি অভিমান!

ছেড়ে দাও, শশীমুখি, উদিছে অরুণ।"
চাপিয়া হৃদয় জ্বালা কহিল বিরাটবালা—
"মাদকতা কি, হে নাথ, সমরের হেন?
নিঠুর তুমিছে বড়, প্রাণি নাশ কেন?

শান্তি নাই, জ্বলে বহ্নি জীবের জীবনে!
এই কি বীরত্ব তব? বিনাশি সতীর ধব
অনন্ত পাবকে দহ তাহার অন্তর!
বড় কীর্ত্তি লভে বীর করিয়া সমর!

ধন্য বীর! বীর হিয়া পাষাণে নির্ম্মিত,
আচ্ছা, নাথ, সত্য বল, রণমুখে যবে চল,
পড়ে কি উত্তরা ব'লে মনেতে তখন?
ভালবাস বুঝি ওহে নিকটে যখন!

নহিলে, আমায় ফেলে পারিতে না কভু
যাইতে সমরস্থলে, ভুলা'য়ে আমারে ছলে
পারিতে না, প্রাণনাথ, ঠেলিতে চরণে,
উদিত না ঘোর-আমা এ হৃদি গগনে।

কি কব, সন্তান গর্ভে করেছি ধারণ,
না হ'লে এখনি গিয়া নখরে বিদরি হিয়া,
ডুবিয়া সাগরে কিম্বা পশিয়া অনলে,
নিবাতাম হৃদি জ্বালা, দেখিত সকলে।

রণে যাবে? যাও, তাহে করি না বারণ,
কিন্তু ভেবে দেখ মনে, জ্ঞাতি, বন্ধু, পূজ্যসনে
দ্বন্দ করি, কিবা সুখ লভিবে সমরে?
অধর্ম্ম, ভীষণ পাপ, তুচ্ছ রাজ্যতরে!

সাবধানে যুঝো রণে, এ মিনতি পদে,
কাঁপে হিয়া নিরন্তর, কাঁপে সদা কলেবর,
হারাই, হারাই পাছে, এই ভয় মনে,
যে চাঁদে রেখেছি যত্নে হৃদয়-গগনে।"

এতেক কহিয়া সতী কাঁদিলা নীরবে
পতি-বুকে রাখি মাথা, জুড়ায়ে মরম ব্যথা—
প্রেমভরে ধরি বামা পতির বদন,
সাদরে অধর প্রান্তে করিল চুম্বন।

নানা মতে প্রবোধিয়া চারু উত্তরায়,
সমর কবচ পরি ধীরে চন্দ্রানন ধরি,
চুমিয়া সোহাগ ভরে প্রেয়সী অধর,
রণমুখে মহোল্লাসে গেলা বীরবর।

"রক্ষিবে তোমারে শম্ভু সমর প্রাঙ্গণে।"
বহু কষ্টে এই কথা বলি চারু স্নেহলতা
ভূতলে পড়িয়া, হায়! কাতর অন্তর,
চিন্তিলা অশেষ চিন্তা, কাঁদিলা বিস্তর।

পূর্ব্বাকাশে দিব্যরথে উদিল তপন,
বীরবৃন্দ ত্বরা করি চর্ম্ম বর্ম্ম দৃঢ় পরি,
অসি, ধনু, তূণ, শর, গদা, অস্ত্রবরে,
গুছায়ে লইয়া হর্ষে সাজিল সমরে।

দ্বিতীয় সর্গ।

উষাকালে হেমকান্তি অরুণে হেরিয়া।
তিরোহিত আজি দূরে সে গাঢ় তিমির,
ছিল যাহা বিরাজিত এত দিন ব্যাপী
আচ্ছন্ন করিয়া নৃপ বদন মণ্ডল ;
উৎকণ্ঠা রূপিনী নিশি পলাইল দূরে ;
গেল উড়ি চিন্তাধূম রণের বাতাসে ;
ভাতিল নবীন আভা নৃপতি বয়ানে,
মেঘমুক্ত শশী যেন উঠিল ফুটিয়া।

যে দুরন্ত হিংসানল জ্বলিয়া জ্বলিয়া
দহেছিল বাল্যাবধি রাজেন্দ্র অন্তর,
নির্ব্বাপিত হবে বুঝি এ কাল সমরে!
অথবা, ধরণি-ভার ঘুচিবে বলিয়া,

স্থাপিলা কি ধাতা হাসি নরেন্দ্র অধরে
দেখাতে দেবতা হর্ষ? কিম্বা, নৃপ বুঝি
রণানল প্রজ্বলিত হেরি আনন্দিত,
পতঙ্গ হরিষ যথা দীপালোক হেরে!

সাজিতেছে দেবব্রত, দ্রোণ, অশ্বত্থামা,
আর আর রথীগণ বীরমদে মাতি,
নাদিছে সৈনিকবৃন্দ অশনি নির্ঘোষে,
কহিছেন আশাদেবী নৃপতি শ্রবণে—
ভাবনা কি যুবরাজ! আজই সমরে
মজিবে পাণ্ডবকুল; হের, দেবব্রত
সাজিছে আহবে আজি সেনাপতি বেশে;
যদি না সমর ত্যজি পলায় পাণ্ডব,
হারাবে পরাণ সবে; অথবা সকলে
প্রাণভয়ে ভীত হয়ে আসিবে ছুটিয়া
লইতে আশ্রয় তব!'

তাই নৃপ আজি
মাতিয়া উন্মাদ-মদে ভ্রমিছেন বুঝি
ধীরপদ সঞ্চালনে শিবির দুয়ারে,
প্রতিজ্ঞা করিয়া মনে রঞ্জিতে শোণিতে
কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্র! অসংখ্য জীবন
আহুতি দিবার তরে সমর অনলে

বদ্ধপরিকর হয়ে আনন্দিত রাজা,
পাবে বুঝি বিনিময়ে বিজয় কেতন!

ক্ষণেক চিন্তার পর ধনুর্ব্বাণ করে
উতরি গাঙ্গেয় পাশে কহিল রাজন—
"লোহিত বরণে ভানু উদে উষাসহ,
চল ত্বরা রণাঙ্গণে, হে বীরপুঙ্গব!
রথীশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রমাঝে, ক্ষত্র-ইন্দু তুমি,
ভৃগুরাম পরাজিত তব বাহুবলে,
মনে দৃঢ় আশ মম, কহিনু তোমারে,
পাণ্ডবের পরাজয় নিশ্চয় সমরে।
দ্রোণ আদি বীরগণ সজ্জিত আহবে,
সমর মদেতে মাতি গজ, বাজিরাজি,
সজ্জিত হইয়ে কিবা আনন্দে নাচিছে,
অচল শ্রেণীর ন্যায় স্থির সৈন্যদল,
অপেক্ষা করিছে সবে তোমার নির্গম,
সাজি সেনাপতি বেশে, সেনা অগ্রভাগে
চল তাত, ভীম শঙ্খ বাজাও উল্লাসে
মাতায়ে বীরের হিয়া বিপুল পুলকে।"

সুযোধন বাক্য শুনি, শান্তনু তনয়
ধনুঃ করে বাহিরিলা শিবির হইতে।
সারথি সুন্দর রথ যোগাইল ত্বরা,
কেশরি বিক্রমে ভীষ্ম বসিলা তাহাতে।

শোভিল কিরীট শিরে, অঙ্গেতে কবচ,
পৃষ্ঠদেশে ভীম তূণ পূর্ণ তীক্ষ্ণ শরে ;
স্বর্ণরথচূর ঊর্দ্ধে চুম্বিল গগন,
বিজয়ে পতাকা তাহে খেলিল নাচিয়া।

চতুরঙ্গ সৈন্যবৃন্দে পশ্চাতে করিয়া,
ভীম-শঙ্খ ঘোরনাদে কাঁপায়ে বসুধা,
চলিতে লাগিল ভীষ্ম সমর সাগরে,
চলে ভগীরথ যেন গঙ্গারে লইয়া।

কৃপাচার্য্য, দুর্য্যোধন সহ শতভ্রাতা,
শল্য, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ভুরিশ্রবা আদি
ক্রমে ক্রমে উপনীত কুরুক্ষেত্র ভূমে,
দেখাতে অপূর্ব্ব দৃশ্য ধরণী ভিতরে।

হেথায় অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, বীর বৃকোদর,
যুধিষ্ঠির, সহদেব, শৈব, কাশীরাজ,
উত্তমৌজা, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, দ্রুপদ,
অভিমন্যু, যুধামন্যু, শিখণ্ডী, বিরাট,
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, কুন্তিভোজ আদি
সকলেই সমবেত কুরুক্ষেত্র মাঝে।

দুই মহা সৈন্য এবে সজ্জিত সমরে,
বিস্তীর্ণ সাগর সম, দাঁড়ায়ে দুধারে,

শোভে তাহে রথচূড়, অশ্ব, গজদেহ,
কেহ উচ্চ, কেহ নিম্ন, তরঙ্গ যেমতি।

মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্র-প্রশস্ত-প্রান্তর,
শ্যামল, ধবল কোথা, কোথাও অসম,
নর-পদ-চিহ্নে নহে এখন(ও) অঙ্কিত,
এখন(ও) রঞ্জিত নহে জীবরক্ত স্রোতে!
কুরুক্ষেত্র মহাক্ষেত্র এই সে প্রাঙ্গণ?
যেথায় ভারতভাগ্য কতবার, হায়!
ফিরিয়াছে ক্রমান্বয়ে মহা পরীক্ষায়,
ভীষণ ক্রীড়ার ভূমি, বহু তীর্থ স্থল!
সরস্বতী, দৃষদ্বতী, বহে ধীরি ধীরি,
দুই প্রান্তে, সুনির্ম্মল বারি বক্ষে করি,
এখন(ও) রক্তিম নহে এই অম্বুরাশি;
এখনও সুনির্ম্মল গগন মণ্ডল,
স্তম্ভিত বায়ুর বেগ, নিস্তব্ধ প্রান্তর,
নীরব বিহগ, ভীত ধরণী, কান্তার।

সহসা অম্বুজ ধ্বনি হইল তখন,
বাজিল দুন্দুভি, তুরি, পটহ, দামামা,
সৈন্যবৃন্দ মহোল্লাসে মাতি রণমদে,
করিল ভীষণ রব উলঙ্গিয়া অসি,
হ্রেষিল তুরগরাজি উৎসাহে চঞ্চল,
বৃংহিল বারণ উচ্চে শুণ্ড আস্ফালিয়া;

ভীম কোলাহল ক্ষণে ব্যোম সহ মিশি
কম্পিত করিল নভঃ সহ ভূমণ্ডল।

চলিতেছে দুই দল থমকে থমকে,
সঙ্কীর্ণ হতেছে ক্ষেত্র ক্রমশঃ ক্রমশঃ।
হেনকালে যুধিষ্ঠির হেরিয়া অদূরে
পিতামহে, পদব্রজে উতরিলা সেথা
যেথায় গাঙ্গেয় রথে সেনাপতি বেশে।
শোকাকুল ধর্ম্মরাজ ভাসি অশ্রুনীরে,
ভক্তিভরে প্রণমিয়া পিতামহ পদে,
দ্রোণ, কৃপাচার্য্যে বন্দি কহিলা কাতরে—
"পিতৃতুল্য তোমা সবে সমরে হেরিয়া
কাতর অন্তর মম, কাঁদিছে পরাণ
স্মরি পূর্ব্ব কথা, কেমনে, হা ধিক্ প্রাণে!
যুঝিবে পাণ্ডব আজি গুরুগণ সহ!
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য অজেয় সমরে,
মিছে কেন যুদ্ধ-আশ আমার অন্তরে?
যাইব সমর ত্যজি, পশিব কাননে।
আর যদি দয়া কর দীন যুধিষ্ঠিরে,
(সম-স্নেহপাত্র দেখ কৌরব পাণ্ডব)
কহ সবে নিজ নিজ নিধন বিধান।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা গাঙ্গেয়—
"চিরজয়ী হও রণে, বাছা ধর্ম্মরাজ,

বড় প্রীত হইনুরে তোর ব্যবহারে,
ধর্ম্ম লক্ষ্য করি, বৎস, কর মহারণ,
লভিবে অক্ষয় যশঃ, জিনিবে ধরণী,
তব বলে ধর্ম্মরাজ্য হইবে স্থাপিত ;
নিধন বিধান মোরা কহিব সময়ে।”
নত মুখে ধর্ম্ম গেলা নিজ রথোপরে।

দুই দলে মিশামিশি হইল অচিরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে যেন ক্ষুভিত অর্ণবে।
মৃগেন্দ্র বিক্রমে পার্থ পশিয়া সমরে
গাণ্ডীব উদ্যত করি কহিলা কেশবে—
“ক্ষণতরে, হে অচ্যুত, রোধি হয় বেগ,
উভসেনা মধ্যস্থলে তিষ্ঠ একবার,
হেরিব বারেক আমি বিপুল সেনানী।”
অর্জ্জুন বাক্যেতে হরি, অনিন্দ্য বিমান
রোধি কহিলা তখন, “হের, ধনঞ্জয়,
দুর্জ্জয় কৌরব সৈন্য তোমার সম্মুখে।”

নিরখি সেনানী মাঝে জ্ঞাতি, বন্ধু, পূজ্য,
বান্ধব সবারে, কাতর অন্তরে পার্থ
কহিল কেশবে—“হে কৃষ্ণ, হে সখে, হের,
অবসন্ন কলেবর, রোমাঞ্চিত ত্বক্,
বিকম্পিত দেহ মম, বিশুষ্ক বয়ান,

খসিয়া পড়িছে দেখ গাণ্ডীব সহসা,
জ্ঞাতি, বন্ধু, মিত্র, নাশি এ কাল সমরে
কি ফল লভিব আমি ? কহ হে শ্রীহরি ;
যদি বল 'জয় লাভ,' বিজয় কামনা
নাহি মোর, নাহি আশ রাজ্য সুখভোগে ;
কি কাজ সমরে ? হে গোবিন্দ জনার্দ্দন !
জীবনে কি ফল বল ? যাদের লাগিয়া
রাজ্যভোগ, সুখের কামনা, তারা আজি
সমবেত রণক্ষেত্রে সবে রণ আশে !
না ধরিব প্রহরণ স্বজনে নাশিতে
লভিতে ত্রিলোক রাজ্য, হে মাধব, তুচ্ছ
মহীতল লভিবারে চাহি না সংগ্রাম ;
দুর্য্যোধনে বধি রণে কিবা ফল, হায় !
এর চেয়ে শতবার পশিব কাননে।"
ধনুঃ শর দূরে ফেলি, ব্যথিত অন্তরে
রথোপরি ধনঞ্জয় পড়িল বসিয়া।

হেরিয়া পার্থের দশা এ হেন সময়ে,
করুণার্দ্রচিতে কৃষ্ণ কহিলা অর্জ্জুনে—
"সাজে কি তোমার মোহ এ হেন সঙ্কটে
গুড়াকেশ ? ছিছি ! অযোগ্য আর্য্যের ইহা,
স্বর্গগতি রোধকারী, অযশঃ পূরিত
হেন কাতরতা, হায় ! উচিত কি তব ?

দেবেন্দ্র বাসবে যেই তুষিল সংগ্রামে,
যাহার বিক্রমে তৃপ্ত দেব বিভাবসু :
এই কি গাণ্ডীবী সেই ? হায় রে কপাল !
নির্ব্বীর্য্য কাতর ভাব করি দূর এবে,
ধর ধনুঃ, বীরবর, কর মহারণ।"

শুনিয়া গোবিন্দ মুখে এ হেন বচন,
সুভদ্রাবিলাসী তবে কহিল আবার—
"পূজাস্পদ ভীষ্ম দ্রোণ, হে মধুসূদন !
বল না কেমনে রণে বিঁধিব তাদেরে,
শেল সম তীক্ষ্ণ শরে ? উপদেশ দানে
কৃতার্থ করহে মোরে, আমি শিষ্য তব।"

হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ উত্তরিলা তবে—
"নিরর্থক শোক কর কিসের কারণ
হে পার্থ ! পণ্ডিত তুমি কথায় কেবল,
মৃত বা জীবিত জন্য কেন বৃথা ক্ষোভ ?
কৌমার, যৌবন, জরা, অবস্থা দেহীর,
দেহান্তর একরূপ অবস্থা বিশেষ,
বিচারি এ সব তত্ত্ব, ধীমান মানব
অবিচল রহে সদা সুখ, দুঃখ, শোকে।
পরিব্যাপ্ত যে অব্যয় সমগ্র জগতে
কেহ না নাশিতে পারে সে সত্ব স্বরূপে।

আত্মা নাহি লন জন্ম, না হন পতিত
কভু মৃত্যুমুখে, বারম্বার জন্ম লভি
বৃদ্ধি নাহি তাঁর, তিনি নিত্য, তিনি অজ,
শাশ্বত পুরাণ, শরীর পতনে কভু
তাঁর নাশ নাই, পার্থ জানিয়া এ সব
কে কার বিনাশ বল পারয়ে সাধিতে ?
জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি যথা নব বস্ত্র পরে
নরগণ, দেহান্তরে আত্মা লভে দেহ
অভিনব রূপ ; অগ্নি, শস্ত্র, জল, বায়ু
দহিতে ছেদিতে নারে আর্দ্রিতে, শোষিতে।
নিত্য, স্থির, সর্ব্বব্যাপী, অচল, অনাদি,
আত্মা লভিতেছে বার বার জন্ম মৃত্যু
চিন্ত যদি, উচিত কি তব ক্ষোভ ? জন্মে
মৃত্যু সুনিশ্চয়, মরিলে জনম পুনঃ,
পরমাত্মা বিচরে সর্ব্বভূতে অমর,
অকারণ শোক তবে কেনহে অর্জ্জুন ?
সম্মুখ সমর করি, ক্ষত্র বীরগণ,
লভে ধর্ম্ম, পাপভাগী কেন হও তুমি
রণ অবহেলি ? অকীর্ত্তি ঘোষিবে ভবে
চির দিন, কি কহিবে দুর্য্যোধন আদি
বীরগণ ? কাপুরুষ কহিবে তোমারে ?
দিবে করতালি সবে উপহাসচ্ছলে ?
ছি ! ছি ! হেন অপবাদ কেমনে সহিবে ?

বীর তুমি, ক্ষত্রকুলে ক্ষত্রিয় ভূষণ!
সম্মুখ সমরে যদি ত্যজ দেহ তুমি,
হবে স্বর্গবাসী, যদি রণজয়ী হও,
সসাগরা ধরাপরে প্রভুত্ব লভিবে।
অতঃপর ধর ধনুঃ, উঠ বীরবর
জয়াজয় লাভালাভে দিয়া জলাঞ্জলি।
নিষ্কাম কর্ম্মের যোগ বিনাশ বর্জ্জিত,
বিচারি এ সব, পার্থ, কর কর্ম্ম তুমি
ফলাফলে লক্ষ্য নাহি করি, ফলাকাঙ্ক্ষী
হয় যেবা কর্ম্ম অনুষ্ঠানে, কৃপণ সে।”
কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সমাধি লক্ষণ
আত্মজ্ঞান, ধ্যানযোগ, সন্ন্যাস নিয়ম,
আর কত শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বর্ণিয়া বিস্তর,
কহিলা অর্জ্জুনে হরি নিজ বিবরণ—
“মহাবাহো হে অর্জ্জুন! কর্ম্মে রত আমি
নিরন্তর, মানবের উপদেশ তরে;
ক্ষিতি-অপ-তেজ-বায়ু-ব্যোম অহঙ্কার
মন-বুদ্ধি-অষ্টবিধ-প্রকৃতি-আমার;
পদার্থ সমূহ স্থিত অবলম্বি মোরে
সূত্রে মণি গাঁথা যথা; সত্ত্ব, রজস্তম,
বিকার আমার, কিন্তু বশীভূত নহি
আমি এ সকলে, মোরে জানিবে অব্যয়;
সর্ব্বভূতে বিরাজিত আমি পূজ্য সদা;

চৈতন্য বিশ্বের আমি, আমি নারায়ণ,
দিবাকর, শশধর, শঙ্কর, কুবের,
মরীচি মরুৎ মধ্যে, সামবেদ আমি,
ভূতের চেতনা আর মন ইন্দ্রিয়ের,
কার্ত্তিকেয়, বৃহস্পতি, আমিই পাবক,
সাগর জলধি মধ্যে, দেবেন্দ্র বাসব,
হিমালয় মহাচল, শবদে ওঁকার,
যজ্ঞ মধ্যে জপ আমি, মুনিশ্রেষ্ঠ ভৃগু,
বাসুকি সর্পের মধ্যে, বজ্র, কামধেনু,
অনন্ত, গরুড়, আর অর্য্যমা, বরুণ,
রাম, যম, গঙ্গা আমি, আমিই প্রহ্লাদ,
কেশরী মৃগের মধ্যে, আমি ঐরাবত,
অশ্বমধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, নরমধ্যে রাজা,
গায়ত্রী ছন্দের মধ্যে, আমিই বসন্ত
ঋতুরাজ, অক্ষরে ‘অ’, আমিই ঈশ্বর ;
পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয় ;
অসীম বিভূতি মোর, স্বল্প মাত্র সুধু
কহিনু তোমারে, পার্থ, সমগ্র জগৎ
একদেশ মাত্রে মম করিয়া ধারণ,
অবস্থিতি করিতেছি জানিও নিশ্চয়।”
আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনি কেশব মুখে
হৃষ্ট মনে কৃষ্ণে পার্থ জিজ্ঞাসিলা তবে—
“শুনিয়া তোমার তত্ত্ব পুলকিত আমি,

দূরে গেল মোহ মম, কিন্তু, হে গোবিন্দ,
যোগ্য বলি দয়া কর যদি এ অধীনে
দেখাও আমারে, প্রভো, তব ঐশরূপ।

পুরাতে অর্জ্জুন বাঞ্ছা, ইচ্ছাময় হরি,
সতত ভক্তের হিত, দয়ার সাগর,
ধরিলা অদ্ভুত রূপ বিশ্বব্যাপী দেহ ;—
ঊর্দ্ধে মিশাইল তনু, মুখ-নেত্র কত !
ঝকে তাহে তীব্র ছটা (কোথা রবিচ্ছটা) ;
বিদ্যমান তাহে অযুত আয়ুধপুঞ্জ,
গলে দোলে দিব্য মালা সর্ব্বাশ্চর্য্যময়,
স্থাবর, জঙ্গম, দেব, বিরাজিছে তাহে ;
অন্ত-মধ্য-আদি-শূন্য, অজ্ঞেয়, অপার,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের-কারণ স্বরূপ !
অনন্ত বিস্তৃত মুখ,—কত প্রাণি তাহে
প্রবেশিছে পলে পলে, পতঙ্গ যেমন
অগ্নিশিখামুখে ধায় মৃত্যুর কারণ ;
ভীষ্ম দ্রোণ আদি সবে প্রবেশি সে মুখে,
দন্তচাপে হইতেছে বিচূর্ণ মস্তক।

সবিস্ময়ে হেরি পার্থ সে ভীষণ রূপ
কহিলা অচ্যুতে—'হে বিষ্ণো ! বিশাল তব
এই বিশ্বরূপে বহু-বক্ত্র-নেত্র-উরু-
বাহু-দন্তোদর, হেরি চরণ অনন্ত,

ভয়াকুল জীবকুল, ভীত অতি আমি ;
হেরি তব নভোব্যাপী রূপ, বিস্ফারিত
মুখপুঞ্জ, বহ্নিসম-তেজস্বী প্রদীপ্ত-
বিশাল-অনন্ত নেত্র, ধৈর্য্যচ্যুত আমি,
প্রসীদ, হে জগন্নাথ, এ অধীন প্রতি ;
কহ সত্য করি, কে তুমি অব্যক্তরূপী,
প্রণিপাত করি, দেব, তোমার চরণে।'
কহিলেন ভগবান্ সম্বোধি অর্জ্জুনে—
"লোকক্ষয়কারী-কাল আমি হে কিরীটি,
দুর্য্যোধন আদি সবে বিনাশ কারণ
রত সদ্যঃ, দেখিলেত, নাশিয়া সে সবে
রাখিয়াছি বহু পূর্ব্বে, হেতুমাত্র তুমি ;
ধর ধনুঃ, ধনঞ্জয়, উঠ এইবার,
নাশি অরি, বীরবর, লভ যশোরাশি।"
অর্জ্জুন কহিলা তবে কাঁপিতে কাঁপিতে
"হে কৃষ্ণ ! হে সখে ! হে যাদব ! ক্ষম দাসে,
অনুচিত কহিয়াছি কত তোমা প্রতি
না জানি তোমার তত্ত্ব, হে অনন্ত রূপ !
তুমি ধর্ম্ম, তুমি স্বর্গ, তুমি আদিদেব,
বিরাজিত সর্ব্বভূতে তুমি নিরন্তর ;
অভিলষী আমি, প্রভো, হেরিতে তোমায়
গদা-চক্রপাণি-রূপে, নিবারি এ মায়া
ধর, নারায়ণ, পুনঃ চতুর্ভুজ রূপ।"

সৌম্যমূর্ত্তি ধরি, হরি তুষিলা অর্জ্জুনে।

ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ, শ্রদ্ধা, মোক্ষযোগ,
বিস্তারি বর্ণিয়া পরে কহিলা কেশব—
"সমুচিত যাহা হয়, কর, পার্থ, এবে।"

মোহ ত্যজি অলিম্পে পার্থ মহারথ,
দাপটে গাণ্ডীব ধরি কহিলা তখন—
"তোমা বিনে কা'র শক্তি, হে মধুসূদন
চক্রধারি! এ দুর্যোগে রক্ষে পাণ্ডবেরে,
কর কৃপা, রাখ মান, এ ঘোর সঙ্কটে,
তব কৃপাবলে, ওহে কংশনিসূদন,
আখণ্ডলে পরাজিতে পারি মহারণে,
দেবব্রত সেনাপতি কৌরবের আজি!
নহে ভীত তাহে কভু বীরের এ হিয়া;
যুঝিব সমরক্ষেত্রে ভৈরব বিক্রমে,
রোধিব গাঙ্গেয়ে অদ্য সম্মুখ সংগ্রামে,
মিটাইব রণতৃষা কৌরব শোণিতে,
পালিব প্রতিজ্ঞা মম, দেখিবে ধরণী,
বিজয় বিজয় লভি নিজ ভূজবলে
রাখিল অক্ষয় কীর্ত্তি কুরুক্ষেত্র রণে!
পাপী দুর্য্যোধনে বধি সহ ভ্রাতৃগণ,
ধরা ভার অপনীত করিবে পাণ্ডব,
গাণ্ডীবের ভীমনাদ উঠিয়া সঘনে

মাতাইবে সেনাবৃন্দে, চালাও বিমান
দ্রুতবেগে, হে অচ্যুত, দেখিব কেমনে
প্রাণ লয়ে অরিকুল ফিরে নিজালয়ে।

কপিধ্বজ রথ, আর কেশব সারথি,
অতিজব তুরঙ্গম, কার্ম্মুক গাণ্ডীব,
অক্ষয় তূনীর, তাহে নিজে মহারথ,
হেন ধনঞ্জয়ে কেবা পরাজিবে রণে!

অর্জ্জুন বচন শুনি পুলকিত মনে
চালাইলা রথ কৃষ্ণ, ঘন ঘোর রবে
চলিল স্যন্দন বেগে তড়িল্লতা যেন,
নিষ্পেষি অযুত সৈন্য ভীম নেমি চাপে।

হেথা বীর বৃকোদর, দুর্দ্দম সমরে,
কালান্তক যম যথা কাল দণ্ড হাতে,
গদা করে যুঝে ঘোর; পদভরে মহী
কাঁপিছে সঘনে ভয়ে, অশ্ব, রথী, গজ,
মুহুর্মুহু ধরাপৃষ্ঠে হতেছে পতিত;
প্রলয়ের মহাবাত, যবে আচম্বিতে
উপাড়য়ে মহীরুহ-হর্ম্ম্য-গিরিশ্রেণী,
হাহাকার উঠে যথা জীবের সে কালে,
কৌরব সৈন্যের মাঝে উঠিল তেমতি।

বজ্রপাণি, শচী, দেব, গন্ধর্ব্বনিকর
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ আইলা সকলে
সুদূর বিমান পথে নিজ নিজ রথে।
হেরিয়া অর্জ্জুনসুতে দুর্জ্জয় সমরে
হৃষ্টচিতে আখণ্ডল কহিলা শচীরে—
"পুলোমনন্দিনি! হের বিজয়-নন্দনে,
অসুর মাঝারে যেন জয়ন্ত দুর্ম্মদ!
ধন্য শিক্ষা বালকের! ধন্য বীরপণা!
কা'র অশ্ব, কা'র গজ, সারথি কাহার,
অবিশ্রান্ত পাড়িতেছে ভূধর পৃষ্ঠেতে!
ঝর্ ঝর্ ঝরে যথা নির্ঝরের জল,
অবিশ্রান্ত শরবৃষ্টি করিছে বালক!
ওই হের, দেবব্রতে করিয়া অস্থির
কাটিলা তাঁহার ধনুঃ নিশিত শায়কে।"

ধাইল শান্তনুসুত আর্জ্জুনি মুখেতে,
আরক্ত নয়নে বাণ বর্ষিলা গাঙ্গেয়;
নিমেষে সে শর রাশি করি খান্ খান্
অভিমন্যু ভীষ্মোপরি করিল সন্ধান।
দূর হতে ধনঞ্জয় করি নিরীক্ষণ
নিঃসহায় পুত্রবরে, রক্ষিতে তাহারে
ধাইল ভীষ্মের মুখে কপিধ্বজ রথে।

প্রিয়ারে সম্বোধি পুনঃ কহিলা বাসব—
"দেখ, প্রিয়ে, ধনঞ্জয় অপূর্ব্ব কৌশলে
শর বলে করি পথ, মর্দ্দিয়া কৌরবে,
চলিয়াছে বায়ুবেগে অভিমন্যু পাশে,
নিষাদ কবলগ্রস্ত শিশুরে হেরিয়া,
শার্দ্দূল যেমতি ধায় দূর বন হ'তে,
দলি গুল্মলতা বন, লঙ্ঘিয়া তটিনী।"

পিতামহে হেরি পার্থ, হয়ে দ্রবীভূত
কৃতজ্ঞতা ভক্তিরসে, কহিলা কাতরে,—
"বিধির নির্ব্বন্ধে আজ, সমর প্রাঙ্গনে
ভেট হ'ল তব সঙ্গে, কেমনে, হে তাত,
যুঝিবে অর্জ্জুন মূঢ় ? জগতে অজেয়
তুমি বীর রামজেতা! ও পদরাজীবে
নমে দাস ভক্তিভরে, আশীষ সাদরে,
কিন্তু হায়! রণসাজে হেরিয়া তোমারে
ব্যাকুল হৃদয় মম, কাতর অন্তর,
কেমনে হানিব অস্ত্র ও প্রবীণ দেহে ?"
এত কহি পার্থরথী কাঁদিলা নীরবে
স্মরিয়া কৈশোর কথা।

"ধন্য হে অর্জ্জুন,
ধন্য মাতা তব !!" কহিলা গাঙ্গেয় ধীরে;—

"সারথি তোমার কৃষ্ণ গোলোক-বিহারী,
জিনিয়াছ তুমি তায় দুরন্ত শমনে!
কি ভয় তোমার, বাছা, সামান্য এ রণে?
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আমি, যুঝ মম সাথে।"

আকর্ণ পূরিয়া ধনুঃ টঙ্কারি সজোরে,
দুই বীরে মহাক্রীড়া আরম্ভিল ত্বরা;
ভীষণ শায়কগুচ্ছ উঠিয়া শূন্যেতে—
ছাইল আকাশ-পথ ঘনাবলী যথা,
নিষ্প্রভ রবির কর হইল অচিরে।

ভীষ্মে ছাড়ি অভিমন্যু করিয়া প্রস্থান
ব্যতিব্যস্ত করে যত কৌরব বাহিনী।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির (চিরস্থির রণে)
করিল ভীষণ রণ মদ্ররাজ সহ।
বড় লজ্জা দিল আজি নকুল সুমতি
দুঃশাসনে, পরাজিয়া সম্মুখ সমরে।
দ্রোণ সহ ধৃষ্টদ্যুম্ন করিছে সংগ্রাম,
কভু কাছে, কভু দূরে, কভু বা অন্তরে,
দুই পক্ষীরাজ যেন যুঝিছে অম্বরে।
সমকক্ষ যে যাহার সে তাহার সহ
করিছে বিষম রণ; নিরস্ত্র, দুর্ব্বল,
শরণার্থী জনে ক্ষমি, ক্ষত্রবীরগণ,

যথারীতি রণপ্রথা করিল পালন।
রথীতে রথীতে আর মাতঙ্গে মাতঙ্গে,
পদাতি পদাতিসহ, যুঝিল বিক্রমে।
গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ হয় স্থানে স্থানে,
অশ্বারূঢ় বীরগণ বিদ্যুতের গতি—
আক্রমিছে ক্ষণে ক্ষণে বিপক্ষ সেনানী!
সমর অঙ্গন এবে সিক্ত রক্তস্রোতে,
অস্তাচলে দিনমণি রক্তিম বরণ,
প্রকটিত বৃক্ষচূড়ে রক্তবর্ণ আভা,
যেন বা দিনেশ রোষে আরক্ত নয়ন,
ছড়াইলা অগ্নিরাশি প্রকৃতির গায়;
অথবা শোণিত বর্ণ কুরুক্ষেত্র ভূমি
বিম্বিত প্রকৃতি অঙ্গে, ভাস্থর বয়ানে!

বীরবৃন্দ ভীমরোলে, অশ্ব হ্রেষারবে,
কম্পিত করিল ব্যোম; দামামা নিস্বন
উঠিল আকাশ-পথে জয়নাদ সহ।
দেবব্রত নাশি দশ সহস্র সেনানী,
ভীষণ অম্বুজধ্বনি করিলা পুলকে।
উত্থিত কৃপাণ, গদা, গুণবদ্ধ শর,
রহিল নিশ্চলরূপে ক্ষান্ত রণ জানি।

কৌরব পাণ্ডব দল ফিরিলা শিবিরে,
ধীরপদ সঞ্চালনে, ক্লান্ত কলেবরে।

তৃতীয় সর্গ

উপনীতা সন্ধ্যাদেবী দীপালোক করে,
একে একে তারাগুলি, চাহিল ঘোমটা তুলি,
ফুটিল মধুর হাসি বধূর অধরে।

কুরুসৈন্য হৃষ্টচিত্তে করিয়া শয়ন,
চিন্তার লহরী সঙ্গে, ভাসিতে ভাসিতে রঙ্গে,
নিদ্রাদেবী অঙ্কোপরি মুদিল নয়ন।

এখনও রণসাজে পাণ্ডব-নিকর
ভীম, পার্থ, যুধিষ্ঠির, অভিমন্যু আদি বীর,
সমরের ক্ষেদবার্ত্তা কহে পরস্পর।

জিজ্ঞাসিলা কেশবেরে রাজা যুধিষ্ঠির—
"কৃপা করি কহ হরি এ হেন দুর্জ্জয় অরি
কেমনে নাশিব মোরা? সহজে অস্থির

ভীষ্মের শরেতে সবে সমর প্রাঙ্গণে ;
দেখিলে ত নিজ চক্ষে, প্রহারি গদীয় পক্ষে,
দেবব্রত নিজ সৈন্য রক্ষিলা কেমনে!

অর্জ্জুনে উপেক্ষা করি, বৃদ্ধ পিতামহ
নিমিষে সন্ধান করি, বিনাশি অসংখ্য অরি,
সদর্পে ঘোষিলা জয় শঙ্খনাদ সহ!"

এত শুনি ভীম কহে আরক্ত নয়ন—
"ভ্রাতা যার বৃকোদর আর পার্থ ধনুর্দ্ধর,
সাজে কি তাহার মুখে এ হেন বচন?

হে অগ্রজ ধর্ম্মরাজ, কি ভয় সমরে?
অর্জ্জুন গাণ্ডিব করে যুঝে যদি ক্রোধভরে
সমর্থ নাশিতে অরি পলক ভিতরে।

তবে যে এখন (ও) অরি ভবে বিদ্যমান,
সে স্নধু ভীষ্মের তরে, যাঁহারে ভক্তির ভরে,
পূজি মোরা, হেরি তাঁরে পিতার সমান।

কি কব, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি,
নহে ধৈর্য্য উপেক্ষিয়া 'সভাস্থলে' ঝাঁপ দিয়া,
নিবাতাম হৃদিজ্বালা কৌরবে সংহারি।

নগর, কান্তার, নদী, গৃহ, সরোবর,
মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত সবে, বহ্নি-ধাতু মিশ্র যবে,
উগারে বিপুল বেগে আগ্নেয় ভূধর !

নয়নে অনল জ্বালি, যদি বৃকোদর
ছড়ায় পাবকরাশি, কৌরবে আতঙ্কে আসি,
অচিরে বিলুপ্ত হয় অরাতি-নিকর।

প্রতিজ্ঞা আমার যাহা জানত সকলে,
একা আমি রণাঙ্গনে শত ভ্রাতা দুর্য্যোধনে
বিনাশিব একে একে ভীম গদাবলে।”

মন্ত্রপূত বিষধর গরজে যেমতি,—
ভীমসেন সেই মত ছাড়ি শ্বাস অবিরত,
অচল নগেন্দ্র প্রায় ভীষণ মূরতি—

দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে, দংশিছে অধরে ;
কভু বা কৃষ্ণের পানে কভু চাহে অন্য পানে,
কথায় কহিতে নারে যে জ্বালা অন্তরে।

বুঝিয়া ভীমের ভাব কহে ধনঞ্জয়—
“অগ্রজ তোমার বাণী যথাযথ অনুমানি,
ধর্ম্মরাজ চিন্তিছেন অমূলক ভয় !”

অর্জ্জুনের বাক্য রোধি কহিলা শ্রীহরি—
"চিন্তা নাহি কর মনে, ধর্ম্মরাজ, কালি রণে,
বিরাট-নন্দন শঙ্খে সেনাপতি করি

অর্জ্জুন করিবে কুরুসৈন্যের নিধন।"
এত কহি যদুপতি, শঙ্খে করি সেনাপতি,
সাত্যকিরে করিলেন সারথ্যে বরণ।

পুত্র সেনাপতি শুনি হরষিত মনে,
সঙ্গে লয়ে নন্দনেরে, কৃতাঞ্জলি করি করে,
বিরাট করিল স্তব কেশব সদনে।

কহিলেন কৃষ্ণ তবে সম্ভাষি সবারে,—
"রণসাজ পরিহরি, সকলে ভোজন করি,
নিদ্রা হেতু যাও চলি যে যার শিবিরে ;

লাঘব করগে সবে সমরের শ্রমে,
সুনিদ্রায় ক্লান্তি দূরি, প্রভাতে কার্ম্মুক ধরি,
প্রবেশিতে হবে রণে দানব বিক্রমে।

হর্য্যক্ষ-দাপটে পশি অরাতি মাঝারে,
ভীম রবে মহোল্লাসে, শত্রুহৃদি পূরি ত্রাসে,
নাচিতে হইবে কালি তীক্ষ্ণ অসি করে।"

প্রণমি গোবিন্দ পদে করিল গমন,
বীরবৃন্দ হৃষ্ট হিয়া, পানাহার সমাধিয়া,
বিরামদায়িনী অঙ্কে মুদিল নয়ন।

হেথায় উত্তরা নিজ শয়ন আগারে,
আকুল পরাণে কাঁদে, হেরিবারে প্রাণচাঁদে,
বিরহিণী রাধা যথা নিকুঞ্জ মাঝারে!

মর্ম্মরিত পত্রশব্দে চমকে শিহরি,
বাতায়ন পথে গিয়া দেখে বালা নিরখিয়া
মনোদুখে বসে কভু পালঙ্ক উপরি।

অর্দ্ধমুক্ত করি দ্বার কভু বা নেহারে,
কভু সখি কর ধরি, কহে বালা "কৃপা করি
অবিলম্বে, ওলো সখি, বল না আমারে,

ক্ষান্ত রণ বহুক্ষণ সন্ধ্যা সমাগমে,
তবে কেন এতক্ষণ প্রাণকান্ত অদর্শন"
কহিতে কহিতে বালা কাঁদিলা মরমে।

সখিগণ প্রবোধিছে বিরাট বালারে,
এ হেন সময়ে আসি, উত্তরাবিলাসী হাসি,
উপনীত শীঘ্রগতি প্রেম-দরবারে।

প্রেমভরে আলিঙ্গিয়া সে স্নেহ পুতলি,
চুমিয়া পরম সুখে, বিরাট তনয়া মুখে,
অভিমন্যু প্রেয়সীরে অঙ্কে নিল তুলি।

আর্জ্জুনি কহিল পরে সম্বোধি প্রিয়ারে—
"পরশি এ চারু কায়, সব জ্বালা দূরে যায়,
সুখের তুফান বহে হৃদয় মাঝারে।

হেরিলে তোমার মুখে বুক ভরা হাসি,
লভি স্বরগের সুখ, পলায় যতেক দুখ,
অরুণ উদয়ে যথা অন্ধকার রাশি!

মনে হয় আলিঙ্গন কেন বা বাহিরে!
প্রাণের ভিতর, হায়! কেন নাহি বাহিরায়
শত বাহু, বাঁধি তাহে তোমারে অন্তরে!

প্রিয়তমে, চল যাই সুখের শয়নে।"
উত্তরা লাবণ্যহার, তুলি যত্নে দেহ ভার,
আবার পড়িল বসি পতির চরণে।

হায় মরি! ছিন্ন যেন দিব্য পারিজাত!
কেন গড়েছিলি ধাতা, এ হেন স্নেহের লতা?
হরিণী-গঞ্জন আঁখি যোগ্য অশ্রুপাত!

জগতের রূপরাশি গুছায়ে যতনে,
স্থাপিলা উত্তরা দেহে, কেন তবে, বিধি ওহে,
দহিছ অবলা হৃদি দুরন্ত আগুণে!

ওরে চারুবালা, কি দুঃখ জাগিছে বল
কচি বুকে, আহা মরি! বুঝি প্রকাশিতে নারি,
কথায় মনের ব্যথা কাঁদ অবিরল!

কতক্ষণে অশ্রুবারি সম্বরি কাতরে,
কহিলা বিরাটবালা চাপি যত্নে মনোজ্বালা—
"কি কাজ অমিয়পূর্ণ এ গিছে আদরে?

জেনেছি নিঠুর বড় তোমার হৃদয়,
সমরেতে ঝাঁপ দিয়া লভেছ পাষাণ হিয়া,
না হ'লে পারিতে কভু ভুলিতে আমায়

এতক্ষণ! ক্ষান্ত রণ সন্ধ্যা সমাগমে,
যামার্দ্ধ অতীত প্রায়, একাকিনী আমি তায়
বসিয়া রয়েছি হেথা, উত্তরা অধমে

গড়েছিল বিধি বুঝি কাঁদিবার তরে!"
নিরখিলা চন্দ্রাননী, ভাঙ্গা ভাঙ্গা মধুবাণী
ঢালিয়া নাথের কাণে কাতর অন্তরে।

"বৃথা গঞ্জ কেন মোরে? ওলো সুহাসিনি!"
এই কথা বলি পরে অভিমন্যু প্রীতিভরে
তুলি নিল অঙ্কোপরি উত্তরা নলিনী।

ধরিয়া চিবুকে স্নেহে কহিল আবার—
"দোষী নহি আমি, প্রিয়ে, সমরেতে ঝাঁপ দিয়ে
অনুতাপে দগ্ধ এবে হৃদয় সবার।

যুক্তিতরে সেই হেতু হয়ে সমবেত
ছিলাম বসিয়া সবে, কালি রণে কিবা হবে
এই আলোচনা লাগি রাত্রি হ'ল এত;

মান ত্যজ, সুবদনি, এ সব বিচারি।"
শুনিয়া পতির কথা, ভুলিয়া হৃদয় ব্যথা,
কহিল উত্তরা তবে—"আমিহে তোমারি,

সতীর জীবন পতি একমাত্র জানি,
চল যাই শয্যা'পরে, আলিঙ্গিয়া সমাদরে
সমরের ক্লান্তি তব দূরিব এখনি।"

রসিক দম্পতি মুখে হাসি দেখা দিল,
ছুটি মুখে পাশাপাশি, ছুটি মুখে সুধা হাসি,
এক বৃন্তে যেন ছুটি কুসুম ফুটিল।

ভাসিল নবীন প্রাণে প্রেমের হিল্লোল,
কভু ঘন আলিঙ্গন, কভু চুম বরিষণ,
প্রাণে প্রাণে মাথামাথি বহিল কল্লোল।

সুভদ্রা নন্দন শ্রান্ত, নিদ্রিত ক্ষণেকে,
অভিমন্যু-হৃদিলতা, তরুদেহে যেন লতা,
জড়ায়ে পতিরে, সুপ্ত গাঁথি বুকে বুকে।



চতুর্থ সর্গ।

প্রভাত সমীর লুটিয়া সুরভি
বহে ধীরি ধীরি কাঁপায়ে প্রাণ।
ফুটন্ত কুসুমে বসি অলিকুল
পরিমল পিয়ে করিছে গান॥
উষারে সম্ভাষি গাছে গাছে পাখী
সুমধুর সুরে তুলিছে তান।
আকাশের গায় নক্ষত্র নিকর
একে একে একে হতেছে ম্লান॥
তালে তালে তালে চারু ঊর্ম্মি-মালা
সরসী বক্ষেতে নাচিয়া যায়।
কুমুদিনী সতী নাথের বিরহে
কাতরে পড়েছে ঢলিয়া তায়॥
আবার কেমন স্বচ্ছ সরোবরে
খুলি রূপডালি কমল ফোটে।
কত মধুকর মধু লুটিবারে
গুন্ গুন্ করি পুলকে ছোটে॥
পাতায় পাতায় নিশির শিশির
টোপে টোপে কিবা ঝরিয়া পড়ে।

দুর্ব্বাদলোপরি মুকুতার মত
নিহারের বিন্দু কি শোভা ধরে!
বাঁধি বুকে বুকে ফুল ডালা ধরি
সুচারু লতিকা দুলিয়া যায়।
মধুর দোলন মৃদুল পবনে!
ভ্রমরার মন আকুল তায়॥
লইয়ে গোপাল যতেক রাখাল
চলেছে গোঠেতে গাইয়ে গান।
আর্য্য দ্বিজগণ বেদ উচ্চারিয়া
জাহ্নবী সলিলে করিছে স্নান॥
জীবকুল আদি প্রফুল্ল অন্তরে
ধায় ইতস্ততঃ আপন কাজে।
প্রভাতের কাড়া দেবী দেবালয়ে
শঙ্খ ঘণ্টা সহ মধুর বাজে॥
লইতে আশ্রয় গুহার ভিতরে
রজনীর শেষে ভানুর ত্রাসে।
জগতের যত অন্ধকার রাশি
ভয়াকুল হ'য়ে ছুটিয়া আসে।
পূরব গগনে সোণার বরণ
ভানুর বিমান প্রকাশে ঘটা।
বসিলা তাহাতে দেব দিবাকর
স্বর্ণতার সম অতুল ছটা!

অচল বাহিয়া ঝরিছে নিঝর
বাল-ভানু-ছটা খেলিছে তায়,
যেন মুক্তাফল কত রাশি রাশি
খসিয়া পড়িছে তটিনী গায়!
লইয়ে সে সবে ধাইছে তটিনী
রাখিতে লুকায়ে সাগর কোলে!
বুক-ভরা ধন কুড়ায়ে কুড়ায়ে
তরঙ্গিণী দেহ আনন্দে দোলে!
সুদূর শূন্যেতে অরুণে লইয়া
এক চক্র কিবা আদিত্য রথ!
তাঁহারে দেখাতে কুরুক্ষেত্র রণ
অবাধে চলেছে বাহিয়া পথ।

দিড়িম্ দিড়িম্ দিম্ বাজিল আবার!
আবার কাঁপিল ধরা, ধরি মূর্ত্তি ভয়ঙ্করা,
টলিল সমর স্থল, নাচিল সৈনিক দল,
ধৈর্য্যচ্যুতি, উদ্বিগ্নতা, হইল সবার।

শঙ্খধ্বনি, জয়রব, উঠিল ক্ষণেকে,
বারণের বজ্রহ্রাদ সহ বাজি হ্রেষানাদ,
শুনিয়া ভীরুর হিয়া কাঁপিল চমকে।

সেনাপতি শঙ্খবীর করে হুহুঙ্কার,
পুলকে পাণ্ডব সব করিছে ভীষণ রব,
শুনিয়া সে কোলাহল, কেশরি-শার্দ্দূল দল,
পলায় লাঙ্গুল তুলি ছাড়িয়া কান্তার।

কৌরব সৈন্যের মাঝে উঠে কোলাহল,
বীরবৃন্দ-পদ-চাপে ধরণী তরাসে কাঁপে,
বিশ্বচরাচর ডরে করে টলমল।

মুহূর্ত্তেকে দুই দলে হ'ল সংঘর্ষণ,
কুরুপাণ্ডুসৈন্যদল, ছাইল সমর স্থল,
চক্র ভল্ল প্রক্ষেপণ, দুই দলে হয় রণ,
ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন হইল গগন।

বিরাট তনয় ক্ষণে করি ঘোর রণ,
ভীষ্মের শরেতে ক্ষত হইলেন মূর্চ্ছাগত,
সাত্যকি লইয়া তাঁরে করে পলায়ন।

হেথায় অর্জ্জুন ভ্রমে অরাতির দলে,
কেরুপালে যেন হরি; সদর্পে গাণ্ডীব ধরি
অশ্ব গজ রথীগণে পতঙ্গ বিচারি মনে
নাশিছে, দেখিয়া ভীত কৌরব সকলে।

কুরুসৈন্য বিচলিত বিজয় প্রতাপে,
হেরি তাহা দুর্য্যোধন লয়ে সেনা লক্ষ জন,
সাহস করিয়া ধান গাণ্ডীবী সমীপে!

মুষল, মুদ্গর, শেল, অর্জ্জুন উপরে,
এককালে বরিষণ করে কুরুসৈন্যগণ,
যেন উল্কা রাশি রাশি পরাণ আতঙ্কে ত্রাসি
উজলিয়া দশদিশি ছুটিছে অম্বরে।

ক্ষিপ্রহস্তে পার্থরথী সে সব নিবারি,
সন্ধানি অযুত বাণ কোদণ্ডে দিলেন টান,
পলাইল শত্রুদল সহিতে না পারি।

সেনাভঙ্গ হেরি ভীষ্ম ক্রোধেতে অধীর,
অর্জ্জুন সম্মুখে যান, কার্ম্মুকে জুড়িয়া বাণ,
"এই তব বীরপণা, অসাক্ষাতে মার সেনা?
ধর ধনুঃ, ধনুর্দ্ধর, হও দেখি স্থির?"

এত কহি গঙ্গাসুত এড়িলেন বাণ,
দিব্য শর শূন্যে ধায় গ্রহ যেন ক্ষিপ্ত প্রায়,
অর্দ্ধপথে পার্থ তাহা করে খান্ খান্।

দিব্য অস্ত্র এড়ে পুনঃ গঙ্গার কুমার,
যেন বারিধারা ঘন, হয় অস্ত্র বরিষণ,
অস্ত্রে অস্ত্র রোধে পার্থ সমরে দুর্ব্বার!

যোঝে ভীম ভীমসেন বিপুল বিক্রমে
সহ দুর্য্যোধন বীর উভয়েই রণে স্থির ;
অশ্বথামা প্রাণপণে যুঝে অভিমন্যু সনে,
বালকের সাথে বীর যুঝিছে সম্ভ্রমে।

শল্যরাজ সনে যুঝি উত্তর পড়িল,
হেরিয়া তনয় মুখ বিরাট পাইল দুখ,
যোধবৃন্দ সবিস্ময়ে প্রমাদ গণিল।

চেতন লভিয়া শঙ্খ আইল ত্বরিতে,
করিল কঠোর রণ নাশি সেনা অগণন ;
হেরি তাহা দ্রোণ গুরু কহে—"কেন, ওরে ভীরু !
আসিয়াছ পুনরায় সমরে পশিতে ?

লজ্জা নাহি পায় চিতে করিতে সমর ?
নিঃসহায় সৈন্যদল, তাই বুঝি এত বল !
কাপুরুষ কার্য্যে, হায় ! দহেনা অন্তর ?

এত অহঙ্কার তোর বিরাট নন্দন !
বুঝিবরে তোর বল, সমরের সুকৌশল,
শিখ নাই রণপ্রথা কেন অস্ত্র ধর বৃথা ?
সমর প্রাঙ্গণ ত্যজি কর পলায়ন !"

"পরিচয় পাবে গুরু ধর ধনুর্ব্বাণ।"
কহিয়া বিরাট সুত, যত্নে করি মন্ত্রপূত,
দ্রোণোপরি শত বাণ করিলা সন্ধাণ!

দ্রোণাচার্য্য শীঘ্র হস্তে ধরি শরাসন,
শূন্যমার্গে খান্ খান্ করিলা যতেক বাণ;
বিরাট তনয় হর্ষে অবিরল শর বর্ষে
আবরি নয়ন পথ ছাইয়া গগন।

শঙ্খের প্রতাপ গুরু করি দরশন,
ব্রহ্ম অস্ত্র সন্ধানিয়া বিঁধিলা শঙ্খের হিয়া,
বিষম আঘাতে বীর ত্যজিল জীবন।

দ্রোণপুত্র, শল্য, কৃপ, সমরে অতুল,
পাঞ্চাল-পুত্রের সনে যুঝিছে প্রফুল্ল মনে
অন্যায় সমর হেরি, অভিমন্যু ত্বরা করি
বাণে বাণে শত্রুগণে করিল বিকল।

সুভদ্রানন্দনে হেরি ধাইল লক্ষ্মণ,
অভিমন্যু হস্তোপরি নিমেষে সন্ধান করি
ধনুকের মুষ্টিদেশ করিল ছেদন।

লঘুহস্তে অভিমন্যু অন্য চাপ নিল,
শরাসনে দিয়া টান, এড়ে পঞ্চশত বাণ,
লক্ষ্মণ কাতর তায় হেরি দুর্যোধন ধায়,
আর আর নৃপকুল পশ্চাতে চলিল।

শৌর্য্য-বীর্য্য-সুসম্পন্ন অর্জ্জুন তনয়
শূরগণে পরিবৃত তবু নহে ত্রস্তচিত,
যুঝিছে বালক যেন কৃতান্ত দুর্জ্জয়!

রথিগণে সমাকীর্ণ হেরিয়া কুমারে,
ধনঞ্জয় ধায় সেথা অভিমন্যু স্থির যেথা,
প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রে রক্ষিতে সমর ক্ষেত্রে,
ঘূর্ণিত নয়ন পার্থ দংশিয়া অধরে।

রৌদ্রমূর্ত্তি ধনঞ্জয় সমর প্রাঙ্গণে
ছেদিতেছে ঊর্দ্ধকর, যোধবৃন্দ ধৃত শর,
অসি, গদা, প্রাস, তূণ, চক্র, শরাসনে।

কেহ না ধাইতে পারে অর্জ্জুন সাক্ষাতে,
যে জন সম্মুখে ধায়, ত্বরা যমালয় পায়,
পরিঘ, মুদ্গর, চর্ম্ম, তোমর, কবচ, বর্ম্ম,
পরশ্বধ, ভিন্দিপাল, বিকীর্ণ ভূমিতে।

কালান্তক যম সম অর্জ্জুনে নেহারি
পলায় কৌরব-দল ত্যজিয়া সমর স্থল,
মহা-শঙ্খধ্বনি করে বাসুদেব হরি।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভীষ্মবীর আচার্য্যে কহিল—
"অর্জ্জুন অজেয় আজ, যুদ্ধে আর নাহি কাজ,
ওহে হের, যোধগণ ভয়ে করে পলায়ন,
অবহায় সৈন্যদলে উচিত হইল।"

দিবাকর অস্তাচলে হইল মগন,
কৌরব পাণ্ডব দল পরিহরি রণস্থল,
শিবিরের অভিমুখে করিল গমন।

রজনীর অন্ধকার ছাইল ভুবন
শিবাগণ কুতূহলে আইল সমরাস্থলে,
হেরিয়া অসঙ্খ্য শব করিল আনন্দে রব,
মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে কাঁপিল গগন।

সুষুপ্ত ধরণী এবে নিশার যতনে,
মাঝে মাঝে শিবা রব, ঝিঁঝিটের ঝিঁঝি রব,
সিংহ ব্যাঘ্র গরজন, পবনের সন্ সন্,
নিস্তব্ধতা হরিতেছে, হায়, অকারণে।

জাগে মাত্র তারারাজি সুদূর গগনে,
সরসী বক্ষেতে জাগে কুমুদিনী অনুরাগে,
পেচক বাদুর ভ্রমে খাদ্য অন্বেষণে।

যুবক যুবতী আর হত্যাকারী নর,
তস্কর জাগিছে সুধু আর কলঙ্কিনী বধূ,
বিরহিনী জাগে কোথা ব্যথিত অন্তর।

ঈর্ষা-বিষে জর্জ্জরিত দগ্ধ কলেবর
দুর্য্যোধন জাগে ক্ষণে, ক্ষণে ভাবে ক্ষুণ্ণ মনে,
কুঞ্চিত ভুরুর রেখা ললাটে থাকিয়ে লেখা,
ব্যক্ত করে নৃপতির অশান্ত অন্তর।

পঞ্চম সর্গ।

নিদ্রাদেবী ধীরি ধীরি ত্যজিয়া অবনী
চির সখি নিশি সাথে চলিল ত্রিদিবে,
বিরসবদনা চিন্তা সহ স্মৃতি সখি,
ছাইতে মানব মন উতরে মরতে ;
লুকাইল বনচর নিবিড় কাননে,
ভয়ে ভীত যারা সন্ধ্যা উষার আগমে ;
বিহঙ্গ ত্যজিয়া নীড় উড়িল বিমানে
ঢালিয়া মধুর তান আকাশের গায় ;
লুটিতে সুরস মধু বঁধু অলিকুল
গুঞ্জরিল ফুলে ফুলে মাতি হর্ষামোদে ;
ললিত ললনা কাছে মদমত্ত নর,
সুধামাখা মৃদু কথা, যথা প্রেমভরে
লুটিতে যৌবন মধু, কহে চিত্তবেগে।
কুসুমের কাছে গিয়া পবনা রুষিয়া
তাড়াইতে অলিকুলে, আরম্ভিল রণ,
কাঁপিল কুসুম বঁধু সমীরণ ভয়ে
দুষ্ট অলি তবু নাহি ছাড়িল প্রসূনে।
ক্রোধেতে অধীর হয়ে মলয় তখন
চলিল বিটপি-পাশে, পল্লব-নিকর

হেলে দুলে গায়ে গায়ে ঢলিয়া সোহাগে
মৃদুভাষে পরস্পরে কহিল পুলকে—
'আসিয়াছে প্রাণকান্ত নাচ সখি দল।'
উষাসহ হাসি হাসি উদিল তপন,
চম্পক কনকরূপে, স্বর্ণের আভা
খেলিল সোহাগভরে, ক্ষণেকের তরে।
ধীরে ধীরে সূর্য্যারণ চলিতে লাগিল,
আলোকে পূরিল বিশ্ব, আনন্দিত সবে।
কুরু পিতামহ বৃদ্ধ জয়াকাঙ্ক্ষী হ'য়ে
রচিলা অপূর্ব্ব ব্যুহ 'গারুড়' নামেতে—
তুণ্ডস্থলে দেবব্রত রহিলা আপনি ;
কৃতবর্ম্মা, দ্রোণাচার্য্য রচে চক্ষুদ্বয়,
অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্ত, কৈকেয়,
রহিলেন সাবধানে রচিয়া মস্তক ;
ভুরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত বীর,
জয়দ্রথ সহ সিন্ধু, সৌবীর মদ্রক
গরুড়ের গ্রীবাদেশ করিল নির্ম্মাণ ;
সহোদরগণ সহ রাজা দুর্য্যোধন
গরুড়ের পৃষ্ঠদেশ করিলা আশ্রয় ;
অবন্তি দেশীয় বিন্দ, অনুবিন্দ, শক্
শূরসেন দেশবাসী সৈনিক, কাম্বোজ
পুচ্ছদেশ নিরমিয়া রহে অবস্থিত ;

বাম পক্ষ রচে মণ্ডু, বিকুঞ্জ কারুষ ;
দক্ষিণ পক্ষেতে রহে মাগধ কালিঙ্গ।

হেরিয়া বিপক্ষ ব্যূহ সব্যসাচি দেব,
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাথে গিয়া পাণ্ডব ভিতরে,
রচিলা দারুণ ব্যূহ অর্দ্ধচন্দ্র নামে—
দক্ষিণে রহিল ভীম সহ নৃপগণ ;
বিরাট, দ্রুপদ, নীল, চেদী, কাশীরাজ,
মহারথ ধৃষ্টকেতু, সুধীর করুষ,
পর পর রহে সবে ভীমের পশ্চাতে ;
ধৃষ্টদ্যুম্ন, প্রভদ্রক্‌, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল,
সহ রাজা যুধিষ্ঠির রহে মধ্যস্থলে ;
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু বীর,
ইরাবাণ, ঘটোৎকচ, কৈকেয় সকল
বাম অর্দ্ধবৃত্ত রেখা করিয়া পূরণ
অর্জ্জুন পশ্চাতে স্থির প্রাচীর সদৃশ ;
পার্থ রহে বাম পক্ষে সহ জনার্দ্দন।

বাজিল দুন্দুভি, তুরী, পটহ, দামামা,
উঠিল সৈনিক রব, গগন বিদারি।
জীবকুল ভয়াকুল প্রমাদ গণিল।
বারিধারা প্রায় তীক্ষ্ণ অস্ত্র বরিষণে
ভগ্ন পংক্তি হয় যত কৌরব পাণ্ডব।

ধূলিরাশি, অস্ত্রপুঞ্জ উঠিয়া বিমানে
আচ্ছাদিল দিবাকরে রোধিয়া গোচর,
সহসা তিমির যেন ভাস্করে গ্রাসিল।
কে কোথা যুঝিছে কিছু দেখা নাহি যায়।
দ্রুঘণ, মুষল, ধ্বজ, তোমর, কার্ম্মুক,
পরিস্তোম, মাল্যদাম, কুণপ, অঙ্কুশ,
চিত্রিত করিল কিবা সমর প্রাঙ্গণ।
মৃত দন্তি, হয়, নর,—শোণিত কর্দ্দমে
অগম্য হইল শীঘ্র ঘোর রণস্থল!

ক্ষণপরে ক্ষিতিতল সিক্ত রক্তস্রোতে,
শমতা পাইল ধুলি,—নির্ম্মল চৌদিক।

হেরিয়া অর্জ্জুনে রণে পার্থিব-নিকর
শত শত রথী সহ আক্রমিল তারে;
হেরিলে শার্দ্দূলে যথা কিরাত নিকর
ঘেরে তারে এককালে তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে;
অথবা ভুজঙ্গে কভু, ভীষণ দংশক!
পাইলে প্রশস্ত ভূমে, মানব যেমতি
দণ্ড করে ক্রোধ ভরে আক্রমে তাহারে।
ফাল্গুন উপরে পড়ে মূষল, মুদ্গর,
তীক্ষ্ণ শর, গদা, প্রাস, পরিঘ, তোমর;
প্রলয়ের কালে যথা ঝরে উল্কারাশি।

পার্থরথী লঘুহস্তে, দিব্য অস্ত্র বলে,
ছেদিয়া বিপক্ষ অস্ত্র, তীক্ষ্ণ শরজালে,
আচ্ছাদিল নৃপবর্গে অদ্ভূত কৌশলে।
নৃপগণ শোভে সেই অস্ত্রপুঞ্জ মাঝে,
লঘু-ঘন-পুঞ্জাবৃত তারারাজি যথা।
গন্ধর্ব্ব, দানব, দেব, পিশাচ, রাক্ষস,
'সাধু, সাধু' বলি সবে বাখানে অর্জ্জুনে
হিড়িম্বানন্দন যেন কালান্তক যম
ছুটিছে চৌদিকে রোষে প্রহারি সবারে।
সুভদ্রানন্দন নাশে অযুত সেনানী ;
ভীমসেন ঊর্দ্ধ হস্তে গদা উত্তোলিয়া
পূর্ব্বাপর নাহি হেরি করিছে প্রহার,
গজ-বাজি-রথী'পরে বিপুল বিক্রমে।
এত দেখি দ্রোণ, ভীষ্ম, সহ দুর্য্যোধন
আসিল ত্বরিতে সবে ভীমের সম্মুখে।
হাসিতে হাসিতে ভীম করিল সন্ধান
তীক্ষ্ণ এক দিব্য শর দুর্য্যোধনোপরে ;
ধাইয়া সে খরশর পবন বেগেতে
সুযোধন বক্ষোপরি পড়িল সহসা ;
মূর্চ্ছিত হইল রাজা রথের উপরে,
সারথি লইয়া তাঁরে করিল প্রস্থান।
ভাস্কর-সদৃশ তেজে যুঝিছে অর্জ্জুন,
কেহ না তিষ্ঠিতে পারে তাঁহার সম্মুখে।

দ্রোণ, ভীষ্ম বর্ত্তমান, তবু সৈন্যদল
পলায় চৌদিকে বেগে না চাহি পশ্চাতে।
দুর্য্যোধন রণে পশি চেতন লভিয়া,
দেখিল সৈন্যের দশা ; ভীষ্ম পাশে গিয়া
কহিল কাতরে—"সেনাপতি বর্ত্তমানে,
কহ, পিতামহ, কেমনে পলায় সেনা
ত্যজিয়া আহব ? বাধা নাহি দাও তুমি ?
জানি আমি সুনিশ্চয়, পাণ্ডব ভিতরে
নাহিক এ হেন যোধ, নিবারে তোমায়
রণে ; দ্রোণ, অশ্বত্থামা অজেয় সংগ্রামে।
ক্ষমিছ নিশ্চয় তুমি পাণ্ডবনিকরে ;
এই কি উচিত তব, হে বীর কেশরি ?
কেন তবে না কহিলে সমাগম কালে ?
'পাণ্ডব সাত্যকি সহ না যুঝিব আমি,'
তা'হলে কর্ণের সহ পরামর্শ করি,
সিদ্ধান্ত নিশ্চয় এক করিতাম আমি।"
শুনি দুর্য্যোধন মুখে এ হেন বচন,
আরক্ত নয়নে ভীষ্ম কহিলা তখন—
"হে রাজন্, বহুবার বলেছি তোমারে,
সবাসব দেবগণ সমরে পশিলে,
জিনিতে না পারে এই পাণ্ডবনিকরে ;
কি ছার মানব সাধ্য জিনে ধনঞ্জয়ে !
যাও,, বাছা, সৈন্যবৃন্দে কর উত্তেজিত,

যথা সাধ্য এই বৃদ্ধ যুঝিবে সমরে,
তাহাতে সংশয় মাত্র করিও না তুমি।"
এত কহি ভীষ্ম রথী, রথিবৃন্দ সহ,
ধাইল পবনবেগে পাণ্ডব উপরে ;
বাধিল তুমুল যুদ্ধ অপূর্ব্ব দর্শন !
অসির ঝঞ্ঝনি আর ধনুর টঙ্কার,
মুহুর্ম্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি সহ জয়নাদ
মাতাইয়ে রণাঙ্গন স্পর্শিল গগন।
'তিষ্ঠ, আছি, স্থির হও, যেওনা, পলাও,'
সর্ব্বস্থলে এইরূপ উঠিল নিনাদ।
হস্ত, পদ, ছিন্ন মুণ্ড যায় গড়াগড়ি ;
রুধির-বাহিনী-ঘোরা স্রোতোস্বতী-নদী
উত্থিত হইয়া সেথা বহিল বেগেতে।
গিরিশৃঙ্গ রূপে শোভে মাতঙ্গ শরীর
আবরি সমর স্থল ; 'বধ,' 'বধ,' ধ্বনি
সহ ভীম আর্ত্তনাদ উঠিছে সতত ;
পাণ্ডব সেনানী আর না পারে তিষ্ঠিতে,
বলিয়া বলিয়া ভীষ্ম করিছে প্রহার।
ক্রুদ্ধচিতে কৃষ্ণ তবে কহিলা অর্জ্জুনে—
"শর সঞ্চালন, পার্থ, কর ভীষ্মোপরে,
ওই হের, সৈন্য তব পলায় চৌদিকে,
ওই দেখ, রথীগণ ভয়েতে বিহ্বল,
মহারথ দেবব্রত নাশিছে সেনানী

মৃগেন্দ্র বিনাশে যথা ক্ষুদ্র মৃগযুথে।"
হেন মতে অভিহিত হয়ে ধনঞ্জয়,
কহিলা কেশবে রথ লইতে সত্বরে,
শান্তনুনন্দন যেথা যুঝে বীরদাপে।
ভীষ্ম অগ্রে উপনীত হ'য়ে পার্থরথী,
ছেদিল গাঙ্গেয় ধনুঃ তীক্ষ্ণ শর বলে;
নিমিষে লইল ভীষ্ম অন্য শরাসন,
অর্জ্জুন ছেদিল তাহা পলক ভিতরে।
'সাধু, সাধু,' বলি ভীষ্ম, কহিল অর্জ্জুনে
করিতে কঠোর রণ প্রকাশি বিক্রম।
অন্য দিব্য শরাসন তুলিয়া তখন
শররাশি বরষিয়া শান্তনু তনয়
বিঁধিলা অচ্যুতে আর তৃতীয় পাণ্ডবে।
ক্ষত গাত্র বৃষ যথা শোভিল দুজনে।
যুধিষ্ঠির পক্ষ সেনা না পারে তিষ্ঠিতে,
ভীষ্মের শরেতে ক্ষত যত রাজগণ,
কর্ত্তব্যবিমূঢ় পার্থ পিতামহ রণে।
মৃদু যুদ্ধ অর্জ্জুনের নেহারি কেশব,
রোষকষায়িত নেত্রে, কহিলা গম্ভীরে—
"কাজ নাই, পার্থ, আর তোমার সমরে,
রাজগণ, যাও সবে ফিরিয়া ভবনে,
আমিই বধিব আজ দেবব্রতে, রণে।"
চক্রধারী লম্ফ দিয়া অবতরি ভূমে

চলিল ভীষ্মের মুখে ; কাঁপিল মেদিনী
থরথরে, বীরবপুঃ শোভিল সুন্দর,
সেনানী সাগরে যেন ভাসিল মৈনাক !
ঊর্দ্ধ হস্তে ঘুরে কশা, রোষে কাঁপে তনু,
ধক্ ধক্ ধকে জলে নয়নে অনল ;
বিশ্ববিনাশন মূর্ত্তি হেরিয়া কৃষ্ণের
যুক্তকরে ভীষ্মদেব কহিলা অচ্যুতে—
"হে দেবেশ, জগন্নাথ, প্রণমি চরণে ;
বড় প্রীত ভীষ্ম আজি এ সুখ মরণে।
হে গোবিন্দ ! গদাধর ! তুমি লোকপতি,
বুঝিবে তোমার সনে ভীষ্ম নন্দমতি।
এস, এস, বধ মোরে, বিলম্বে কি ফল ?
তব হাতে মৃত্যু হ'লে হইবে মঙ্গল।
ত্রিলোকে ঘুষিবে, প্রভো, আমার বিক্রম,
স্পর্শিতে নারিবে মোরে কালান্তক যম।"
ধনুঃ শর দূরে ফেলি কৃতাঞ্জলি করি,
প্রণাম করিলা ভীষ্ম কৃষ্ণের চরণে।
ধনঞ্জয় শীঘ্রগতি ছাড়িয়া বিমান
ছুটিয়া কৃষ্ণের পাছে, ধরিলা চরণ।
দশম পাদেতে হরি হইয়া কর্ষিত
কাঁপিতে লাগিলা ক্রোধে আরক্ত নয়ন।
কাতরে কহিল পার্থ—'পাণ্ডব-ভরসা !
সম্বরণ কর শীঘ্র সংহার মুরতি,

কলঙ্কিত কর কেন নিজের গৌরব ?
মাতঙ্গ দন্দ্বে কি কভু মশকের সনে ?
কেশরী কোথায় কবে সম্ভাষে শৃগালে
যুদ্ধহেতু ? সমকক্ষ কে তোমার, সখে ?
শপথ করিয়া, প্রভো, কহিনু তোমারে,
পবন প্রতাপে পশি অরাতি সাগরে
উদ্বেলিত করি, দেখ, সমগ্র কৌরবে।'
পার্থের প্রতিজ্ঞা শুনি, হরষিত মনে
রথোপরি উঠিলেন দেব নারায়ণ।
অর্জ্জুন টঙ্কার দিল ভীম শরাসনে,
বিশাল গাণ্ডীব ধ্বনি ছুটিল চৌদিকে ;
কাঁপিল কৌরব হিয়া বিপুল তরাসে
অকালে প্রলয় ভাবি। অবিরল ধারে
গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত বাণে ছাইল আকাশ।
ঝরিছে অগণ্য অস্ত্র কৌরব উপরে,
শিলাবৃষ্টি হয় যেন বরিষার কালে।
ভীষ্ম আদি বীরগণ, অস্ত্রের প্রভাবে
নিবারে গাণ্ডীবি শর, পরম যতনে।
এত দেখি ধনঞ্জয় ক্রোধেতে অধীর ;
সুবিশাল বাহুদ্বয়ে কর্ষিয়া কার্ম্মুক
ভীষণ মাহেন্দ্র অস্ত্র করে প্রাদুর্ভূত।
ধূমকেতু সম সেই অস্ত্র আভাময়
উঠিয়া আকাশ পথে গরজে গভীর ;

হেন সাধ্য নাহি কার কৌরব ভিতরে
নিবারে সে অস্ত্রবরে ; ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে
বিষম ইন্দ্রের অস্ত্র অগ্নি বরষিয়া।
বিনষ্ট হইল কুরু-অশ্ব-গজরথী
দলে দলে, সৈন্যকুল পলায় তরাসে।
হেরিয়া অর্জ্জুন বীর্য্য, অস্ত্রের প্রভাব,
দিনমণি অস্তাচলে দিবা অবসানে.
দেবব্রত করিলেন সৈন্য অবহার।
কৌরব পাণ্ডবগণ ফিরিল শিবিরে।

শৃগাল কুক্কুর দল আসে পালে পালে
রণস্থলে ; মুমূর্ষুর উঠে আর্ত্তনাদ
স্থানে স্থানে, মর্ম্মভেদী ; কেহ সকাতরে
কেহ—'পিতা, মাতা, ভ্রাতা, প্রেয়সী আমার,
দেখে যাও একবার এই অভাগারে' ;
আবার কোথাও কেহ কহে ক্রোধভরে—
'পামর ! বধিলি মোরে, তাহে ক্ষতি নাই,
কিন্তু এ ভীষণ তাপ রহিলরে মনে
চিরকাল, না হেরিনু পতন তোমার ;
এই মর্ম্মস্থলে জ্বলে রাবণের চিতা,
নিবিবে না, কভু তাহা, সাগর সলিলে,
বিনা তোর রক্ত-স্রোতে সিক্ত নাহি হ'লে।'

কোথাও মাতঙ্গ দেহ পর্ব্বত প্রমাণ
পড়িয়া রয়েছে, হায়! অশ্ব, নর দেহ,
বিচ্ছিন্ন মস্তক হ'য়ে যায় গড়াগড়ি;
ছিন্ন-নর-শির লয়ে শৃগাল কুকুর
গেণ্ডুয়া খেলিছে সবে পরম কৌতুকে।

ষষ্ঠ সর্গ

যামিনী পোহায় হেরি শয্যা পরিহরি,
সাজিল কৌরব দল ধনুর্ব্বাণ ধরি,
জাতক্রোধ ভীষ্ম আসি কহে ক্রোধভরে—
"ব্যালব্যূহ নিরমিয়া আকুলি পাণ্ডব হিয়া,
রণরঙ্গে মত্ত হয়ে চলহে সমরে।

শঙ্খ ধ্বনি রণনাদে মাতাও ভুবন,
প্রতিধ্বনি ক্রোড়ে লয়ে বহুক পবন।
পদভরে বসুন্ধরা কাঁপুক সঘনে,
কাঁপুক জলধিজল কাঁপুক সমর স্থল,
কাঁপুক পাণ্ডব হিয়া চিন্তিয়া মরণে।"

চলেছে কৌরব সেনা ভীষণ সমরে,
বেগবতী নদী যেন ধাইছে সাগরে ;
সেনাপতি ধনঞ্জয় করি নিরীক্ষণ
সহসা বিপক্ষ ব্যূহ, ত্বরা মাধবের সহ
নিজ পক্ষে ব্যালব্যূহ করিল সৃজন।

শল্য, কৃপ, দ্রোণাচার্য্য সহ দুর্য্যোধন
অর্জ্জুন উপরে করে শর সঞ্চালন ;
সর্ব্ব-অস্ত্র-পারদর্শী অর্জ্জুন নন্দন
দ্রোণাচার্য্যে হেরি রণে যুদ্ধ আসে তার সনে
পিতার নিকটে শীঘ্র করিল গমন।

সুভদ্রা তনয় আর পার্থ ধনুর্দ্ধর,
অবিরল ধারে বর্ষে সুশাণিত শর।
দুর্য্যোধন, দ্রোণ, শল্য, কৃপাচার্য্য বীর
যুঝিতেছে প্রাণপণে পার্থ অভিমন্যু সনে
বিষম বিপক্ষ শরে হইয়া অধীর।

সেনাপতি ভীষ্ম তাহা করিয়া দর্শন,
অর্জ্জুন সমীপে ত্বরা করিল গমন।
ভূরিশ্রবা, অশ্বথামা চলিল পশ্চাতে,
চিত্রসেন, দুর্ম্মর্ষণ, সত্যব্রত, দুঃশাসন,
ধাইল সকলে বেগে অর্জ্জুনে নাশিতে।

কুরুক্ষেত্রে দশ দিন।

বাধিল তুমুল রণ কৌরব পাণ্ডবে,
পূরিল সমগ্র ধরা ভীষণ আরবে।
ধনুর টঙ্কার আর বানের গর্জ্জন
শঙ্খ ভেরী গজহ্রাদ, সৈনিকের জয়নাদ,
উঠিল স্বরগ পথে ভেদিয়া গগন।

কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ হেরিবার তরে,
আসিলেন দেবগণ বিমান উপরে;
সুনীল গবাক্ষ খুলি আকাশের গায়
দেখেন পার্থের রণ তার শর-সঞ্চালন,
অশ্ব-গজ নর-দেহ লুণ্ঠিত ধরায়!

দ্বিতীয় পাণ্ডব আর হিড়িম্বা তনয়,
ভ্রমিছে সমরে যেন কৃতান্ত দুর্জ্জয়,
অগণিত কুরুসৈন্য করিয়া নিধন।
ভগদত্ত, দুর্য্যোধন, না পারে সহিতে রণ,
ভয়াকুল যোধবৃন্দ করে পলায়ন।

রাক্ষসেন্দ্র ভীমাত্মজ অজেয় সমরে,
বিনাশি অসংখ্য সেনা সিংহনাদ করে।
দিবাকর অস্তাচলে হইল মগন,
"পাণ্ডবেরা জয়ী আজ, আর যুদ্ধে নাহি কাজ"
এই কথা বলি ভীষ্ম করিল গমন

শিবিরের অভিমুখে শ্রান্ত কলেবরে,
হারায়ে অযুত যোধ চতুর্থ সমরে।
সৈন্য অবতার করি পাণ্ডুপুত্রগণ
দর্পহারি হরি সঙ্গে হাসিতে হাসিতে রঙ্গে
ধীরে ধীরে শিবিরেতে করিল গমন।

নিশাকালে দুর্য্যোধন শোকাকুল চিতে
ভীষ্মের শিবির মুখে চলিতে লাগিল।
জতুগৃহে অগ্নি দান করিয়া যে দিন,
নিষ্কণ্টক ভাবি রাজ্য, মিত্রগণসহ
সুখের হিল্লোলে ভাসি, প্রমোদ উদ্যানে
আনিলে নর্ত্তকীবৃন্দ অপ্সরি-নিন্দিত;
কিন্নরীর বিম্বাধরে সুমধুর হাসি,
অপনীত করি তব চিত্তের বিকার
বিমোহিল মন তব, সেই অধ'মূলে
বিষাক্ত-অমৃত পান করিয়া পুলকে,
মাতিলে মদন মদে উন্মত্ত হইয়া;
হরিণী নয়ন কোণে বিলোল কটাক্ষ
চুরি করি প্রাণ তব তুষিল তোমারে;
ঘুঙ্ঘূরের মৃদু বোলে, সুমধুর তানে,
(কোকিল কাকলি তুচ্ছ করে যে সঙ্গীত

কুরুক্ষেত্রে দশ দিন।

অমিয় বর্ষণ করি শ্রবণ বিবরে
মোহিত করিল তোমা, উচ্চ কুচোপরে
চিকনি কাঁচলি আঁটি সেই বামাদল,
পয়োধর আধছায়া দেখায়ে তোমায়
বাড়াইল কাম ক্ষুধা তোমার অন্তরে ;
সুঠাম নিতম্বে পড়ি সুবর্ণ মেখলা
নাচিল সোহাগ ভরে নর্ত্তকীর সহ,
হেরিয়া কোটির ভঙ্গি আপনা ভুলিয়া
নাচাইলে তালে তালে তোমার উরস ;
বেণু বীণা মন্দিরার অদ্ভুত মিলনে
শিক্ষিত সুযন্ত্রী দল, সেই গৃহমাঝে—
যেথায় শোভিত যত বিলাসের ছবি,
ঝালরে মুকুতা পাঁতি দুলিয়া দুলিয়া
চুরি করি তারা কান্তি, ধাঁধিয়া নয়ন,
সুবর্ণ দীপের সেই উর্জ্জল আলোকে
ঝকিত চঞ্চলভাবে ক্ষণপ্রভা যথা ;
মখমলে বিমণ্ডিত যেই গৃহতল,
বক্ষে করি বহুমূল্য শয্যা উপাধান,
কাঞ্চনের কারুকার্য্যে বিচিত্রিত যাহা,
আলিঙ্গিত সমাদরে তোমা সবাকার,—
বিনোদিল চিত্ত তব মধুর বাজনে ;
সুখের শয়নে বসি মিত্রগণ সহ
অলসে বিভোর হয়ে শিথিল শরীরে

ভুলিয়া জগৎ, হায়! উপবিষ্ট ছিলে!
ভাব নাই এ যন্ত্রণা ঘটিবে তোমার!
সেই দিন এই দিন চিন্ত একবার!
রে প্রমত্ত দুর্য্যোধন! কঠোর নিয়তি
ভ্রমিতেছে চক্রাকারে, জান না কি তাহা?
চাহিতে উচিত ছিল ভবিষ্যত পানে;
যে চিত্তে দম্ভের জ্যোতি ভাতিত উল্লাসে,
আজি কেন সেই চিতে নিরাশার ছায়া?
এই কি সে দুর্য্যোধন, দর্পের পুতলি?
অশ্বপৃষ্ঠে নতশিরে যেতেছ চলিয়া!

ধীরে ধীরে দুর্য্যোধন বিমর্ষ বদনে,
উপনীত মন্ত্রিসহ ভীষ্মের সদনে।
বন্দিয়া গাঙ্গেয় পদ কহিলা রাজন
"আমার সন্দেহ, তাত, করুন ভঞ্জন।
দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, অজেয় আহবে,
ভুরিশ্রবা, ভগদত্ত মহারথ সবে,
ত্রিলোক-বিখ্যাত তুমি মহা ধনুর্দ্ধর,
বাসব সহিতে নারে তোমার সমর,
পাণ্ডবেরা পদে পদে, তবুও কেমনে,
জয়যুক্ত হইতেছে, কাহার যতনে?
যাহার আশ্রয়ে জয়ী পাণ্ডুপুত্রগণ,
কহ পিত, দয়া করি তার বিবরণ।"

ভীষ্ম কহিলেন—“ওহে বাছা দুর্য্যোধন,
মন দিয়া শুন তবে আমার বচন।
সন্ধি হেতু বহুবার কহিয়াছি আমি,
এখনও বলিতেছি সন্ধি কর তুমি ;
সন্ধিই আমার মতে উচিত তোমার,
সন্ধিতে মঙ্গল তব, মঙ্গল ধরার।
সখ্যতা পাণ্ডব সনে করিয়া স্থাপিত,
বান্ধবগণেরে তুমি কর আনন্দিত।
মুক্তকণ্ঠে নিবারণ করিলেও আমি,
পাণ্ডবের অপমান করিয়াছ তুমি।
হে রাজন্! তার ফল ভুঞ্জিছ এক্ষণে,
নাহিক নিস্তার তব সখ্যতা বিহনে।
পাণ্ডব অবধ্য ইহা জানিও নিশ্চয়,
কুরুক্ষেত্র রণে হবে পাণ্ডবের জয়।
যাঁহার সাহায্যে জয় লভিছে পাণ্ডব,
জানিবে তাঁহারে তুমি সচিব মাধব।
নররূপে নারায়ণ আসিয়া ধরায়,
ধর্ম্ম তরে হয়েছেন পাণ্ডব সহায়।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ জানিও রাজন্,
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শাস্ত্রের বচন।
পাণ্ডব কৃষ্ণের সহ যুঝিতে সমরে,
মুনিগণ নিবারণ করিল তোমারে।
তথাপি, কি মতিভ্রম ঘটিল তোমার,

অগ্রাহ্য করিলে দম্ভে বচন সবার।
অর্জ্জুন কৃষ্ণের দ্বেষ করিয়া রাজন্!
মহা পাপ-পঙ্কে তুমি হ'য়েছ মগন।
বাসুদেব বার্ত্তা কিছু করিয়া শ্রবণ,
সন্ধি তরে তাঁর কাছে করহে গমন।
অব্যক্ত পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ বিবরণ,
নারদ ব্যাসের মুখে করেছি শ্রবণ।
দেবের দেবতা কৃষ্ণ অচ্যুত অব্যয়,
সমগ্র জগৎ নাশে নাহি তাঁর লয়।
জলেতে শুইয়া হরি সৃজেন ভূধর,
তাঁহার বিকার মাত্র বিশ্ব-চরাচর।
মহামনা বাসুদেব প্রভু নারায়ণ,
অগ্নি, বায়ু, বাণী, বেদ, করেন সৃজন।
তিনি কর্ত্তা তিনি কার্য্য জন্ম মৃত্যু প্রাণ'
ভবিষ্য নিয়ম তাঁর ভূত বর্ত্তমান।
তাঁহার নিয়মে চলে যত গ্রহগণ,
আকাশ করিছে তাঁর আদেশ পালন।
ঊষা, সন্ধ্যা, দিক্ আর স্থাবর জঙ্গম,
প্রাণপণে পালিতেছে তাঁহার নিয়ম।
সকলের শ্রেষ্ঠ হরি তিনি পিতা মাতা,
তিনিই পরম গুরু তিনিই বিধাতা।
বদন হইতে বিপ্র করেন সৃজন,
বাহুদ্বয় হ'তে লভে জন্ম ক্ষত্রগণ,

বৈশ্য লভিলেক জন্ম উরুদ্বয় হ'তে,
শূদ্রের জনম স্থান তাঁহার পদেতে।
হৃষীকেশ বলি তাঁরে ডাকে মুনিগণ,
যুধিষ্ঠির লইয়াছে তাঁহার শরণ;
প্রণিধান করি বাছা আমার বচন,
তুমিও কৃষ্ণের পায় লওগে শরণ।"
এত কহি দেবব্রত করিল শয়ন,
দুর্য্যোধন নিজ কক্ষে করিল গমন।
শয্যায় শুইয়া রাজা ভাবে মনে মনে,
এ হেন সময়ে সন্ধি করিব কেমনে!
জগতে বিখ্যাত আমি মানি দুর্য্যোধন,
সঙ্কটে পড়িয়া লব কৃষ্ণের শরণ!
পাণ্ডব সহিত সন্ধি কভু নাহি হবে,
অকীর্ত্তি ঘোষিবে মোর চিরদিন ভবে।
যদি মৃত্যু সুনিশ্চয় এ কাল সমরে,
কাপুরুষ নহি তবু জীবনের তরে।
যাক্ প্রাণ, হ'ক্ কৃষ্ণ পাণ্ডব সহায়,
সমরে মরিয়া কীর্ত্তি রাখিব ধরায়;
আমার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় দেখুক ধরণী,
'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।'
এতেক চিন্তিয়া মানি রাজা দুর্য্যোধন।
ক্ষুব্ধচিতে বিভাবরী করিল যাপন।

সপ্তম সর্গ।

প্রভাত হইল উদিল তপন,
দুই পক্ষে হয় রণ আয়োজন।
চলে দুই দল সমর প্রাঙ্গণে,
ক্রোধ-বিকম্পিত আরক্ত নয়নে,
ভেটিতে সমরে অরাতি দলে।

শ্যেন-ব্যূহস্থিত পাণ্ডব নিকর,
শোভয়ে যেমতি বিস্তৃত ভূধর।
হেরিয়া অদূরে দুর্জ্জয় পাণ্ডব,
লইয়া ত্বরিতে বিপুল কৌরব,
গাঙ্গেয় রচিল মকর ব্যূহ।

শ্রেষ্ঠ রথিগণে হয়ে সমাবৃত,
রক্ষিছে কৌরবে ভীষ্ম দৈবব্রত,
বিশাল উরস, সুবিস্তৃত তনু,
মুখ-কান্তি যেন প্রভাতের ভানু,
পৃষ্ঠে ধনু তূণ কোটিতে অসি

শ্যেন ব্যূহমুখে সমরে অটল,
গদা হস্তে স্থির ভীম মহাবল।
নয়নে শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর,
মস্তকে সাত্যকি রহিলেন স্থির,
গ্রীবাদেশে রহে গাণ্ডীবধারী।

বামপক্ষে রহে পাঞ্চাল দ্রুপদ,
না ডরে যাহারা আপন বিপদ।
অক্ষৌহিনী সেনা সহ যুধিষ্ঠির,
বীরেন্দ্র-কেশরী অভিমন্যু বীর,
সদর্পে রক্ষিছে দক্ষিণ পাখা।

শায়ক ফলকে ভানুর কিরণ,
ঝক্ঝকে ঝকি ঝলসে নয়ন।
সুবর্ণ কিরীটে প্রভাকর আভা—
পড়িয়া ধরেছে অতুল বিভা,
তারকার জ্যোতি নিশীথে যথা।

বাজিল দুন্দুভি, টলিল মেদিনী,
উন্মত্ত পাণ্ডব কৌরব বাহিনী।
কাঁপে দুই দল ক্রোধাবিষ্ট চিতে,
অপেক্ষা করিয়া সমর সঙ্কেতে,
শৃঙ্খলে আবদ্ধ মৃগেন্দ্র যথা।

শত শত শঙ্খ উঠিল বাজিয়া,
সৈনিক হৃদয় উঠিল কাঁপিয়া,
উত্থিত হইল ভীম কোলাহল,
ছুটিল কৌরব পাণ্ডব সকল
তরঙ্গ নিকটে তরঙ্গ যথা।

শর সঞ্চালনে হইয়া সত্বর,
ভীষ্মের সম্মুখে গেল বৃকোদর,
গাঙ্গেয় তখন ধনু আকর্ষিয়া,
অরাতি হৃদয় আতঙ্কে পুরিয়া,
মোহিত করিল পাণ্ডবগণে।

ধনঞ্জয় পরে হয়ে ত্বরমান,
গাণ্ডীব হেলায়ে ভীষ্মমুখে যান;
অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শর অগণন,
ক্ষিপ্ত উল্কা প্রায় হয় বরিষণ,
হেরি চমকিত কৌরব দল।

আখণ্ডল করে যেমন ধনুক,
অথবা যেমন মদন কার্ম্মুক,
সুবর্ণ গাণ্ডীব ধনঞ্জয় হাতে,
আহা কিবা শোভে অতুল আভাতে!
আকাশে যেমন বিজলী হাসি।

গাঙ্গেয় ধনুক মণ্ডল আকারে,
ঘুরিয়া চৌদিকে শর বৃষ্টি করে ;
অস্ত্রপুঞ্জ ধায় উগরি অনল,
বিষম আঘাতে করিয়া বিকল,
কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ে অজেয় রণে।

কৃষ্ণের যাতনা বুঝিয়া অন্তরে,
মহাক্রোধে পার্থ প্রবৃত্ত সমরে,
বাছি বাছি লয়ে দিব্য প্রহরণ,
ক্ষিপ্রহস্তে পার্থ করিছে ক্ষেপণ,
কৌরব সেনানী অধীর তাহে।

আঁধার গগন, আঁধার অবনী,
স্বপক্ষ বিপক্ষ চেনে এই শুনি,
'কে তুমি, যেওনা, আছি, থাক মার ;'
গজ বাজি নাদ, অস্ত্রের ঝঙ্কার,
দুন্দুভি, শঙ্খের নিস্বন উঠে।

অবিরল ধারে শর বরিষণ,
দুর্গম করিল সমর প্রাঙ্গণ,
মৃত দন্তি, নর, লুণ্ঠিত ধরায়,
রথচূড়, অশ্ব, গড়াগড়ি যায়,
জীব রক্তস্রোতে তটিনী বহে।

রৌদ্রমূর্ত্তি পার্থ সমরে ঘুরিছে,
সায়কে চপলা পুলকে খেলিছে,
তপন আপন ভবনে চলিছে,
পূরব গগন তিমিরে গ্রাসিছে,
হেরিয়া গাঙ্গেয় চলে শিবিরে।

বীর বৃকোদর সমরে দুর্ব্বার,
কাঁপায়ে গগন ছাড়ে হুহুঙ্কার;
পদভরে ধরা সভয়ে টলিল,
পাণ্ডবনিকর শিবিরে ফিরিল,
নাশিয়া অসংখ্য বিপক্ষ অরি।

অষ্টম সর্গ

-*-

সুনীল আকাশ গায় ধীরে ধীরে নেচে যায়,
তারারত্ন শর্ব্বরী-ভূষণ,
স্বচ্ছ সরোবর জলে ঊর্ম্মিসহ তালে তালে,
প্রতিবিম্ব করিছে নর্ত্তন।
হেমন্তের সুখবায় পরশি যুবতী কায়
মিটাইছে জীবনের আশ।
গোলাপ, কামিনি, বেলা, ছড়াইয়ে রূপ ডালা
সমীরণে বিলাইছে বাস॥

কোকিল মধুর তানে অমৃত ঢালিছে কাণে
প্রাণ চুরি করিছে পাপিয়া।
লতিকা লতিকা সনে বাঁধি দোঁহা প্রাণে প্রাণে,
বায়ু-অঙ্কে খেলিছে দুলিয়া।
কার্ত্তিকী-পঞ্চমী-শশী রয়েছে গগনে বসি,
প্রহরেক নিশীথ সময়ে;
কুমুদিনী ফুল্লমনে খেলে নৈশ-সমীরণে
প্রাণনাথে সুদূরে হেরিয়ে।
হর্ম্ম্য তলে সখি সনে হতাশ ব্যাকুল মনে
ভানুমতি রয়েছে বসিয়ে,
শুকায়েছে দেহভার, অঙ্গে নাহি অলঙ্কার,
পরিধেয় পড়িছে খসিয়ে।
করতলে ন্যস্ত শির, নয়নে বহিছে নীর,
রুক্ষকেশ খেলিছে বাতাসে;
বয়ান বিশুষ্ক প্রায় কালিমা পড়েছে তায়,
আঁখিযুগে নিদ্রা নাহি আসে।
শ্বাস ছাড়ি ক্ষণ পরে ধরি যত্নে সখি করে
ভানুমতি কহিতে লাগিল—
"বল ওলো প্রাণসখি! সত্য করি বল দেখি,
হৃদে মোর কে বাজ হানিল?
কত চারু চিত্র আঁকা এই হর্ম্ম্য অট্টালিকা
কেন বল বাড়ায় যাতনা?

ওই ফুল তরুরাজি নব কিশলয়ে সাজি
প্রাণে মম দিতেছে বেদনা।
সখিরে, ভূষণ মালা দেয় মাত্র প্রাণে জ্বালা
তাই বলে ত্যজেছি সকল;
খুলেছি চিকণী বেণী খুলেছি কণ্ঠের মণি
আঁখি জল করেছি সম্বল।
এই যে সুন্দর কায়া ত্যজেছি ইহার মায়া,
চিন্তানল গর্জ্জিছে অন্তরে,
নয়নেরে করি স্থির বলেছি বহিতে নীর,
শোকছায়া পুষেছি অধরে।
মনে হয় ওলো সখি, এখনি গরল ভখি
এ জীবন করি বিসর্জ্জন;
কিন্তু পুনঃ হয় মনে দেখা হবে পুত্র সনে,
প্রাণনাথে করিব দর্শন।
লক্ষ্মণ পিতার সনে গিয়েছে দুরন্ত রণে,
পুত্রস্নেহ কেমনে ভুলিব!
হায়, সখি, পুত্র মায়া বিষম স্নেহের ছায়া!
পুনঃ কবে তনয়ে হেরিব!
কত দিনে পুনর্ব্বার, হবে কি সে দিন আর?
পূর্ণ শশী উদিবে গগনে!
দুরন্ত সমর শ্রান্ত রণজয়ী প্রাণকান্ত,
হাসি হাসি ফিরিবে ভবনে!

না সখি, মিছে এ আশা! চাতকের এ পিপাসা
মিটিবে না এ জীবনে কভু।
ধরি যত্নে কর তাঁর নিবারিছি কতবার,
নারি বাক্য ঠেলিলেন প্রভু।
সন্ধি তরে কতবার ধরেছি চরণ তাঁর,
কিন্তু তাহা বিফল হয়েছে,
সখিরে, আমার মন কাঁদে তাই অনুক্ষণ
বুঝি মোর কপাল ভেঙ্গেছে!
দুর্জ্জয় পাণ্ডব সহ যুঝিতেছে পিতামহ,
বৃথা শ্রম হতেছে কেবল;
কেশব সহায় যার, কিসের অভাব তার?
পাণ্ডবেরা সমরে অটল।
তারা হারা আঁখি যথা মণিহারা ফণি তথা
পক্ষিশূন্য যেমন পিঞ্জর,
সেইরূপ নাথ বিনে সুধু তাঁর অদর্শনে,
প্রাণশূন্য হয়েছে অন্তর।
তাই, সখি, শূন্য প্রাণে নিরখি আকাশ পানে,
হৃদাকাশ মলিন হতাশে,
এ জ্বালা যদিও ছাই নিদ্রায় ভুলিতে চাই,
নয়নেতে নিদ্রা নাহি আসে।
জতুগৃহ নিরমিয়া ধন্যরে কৌরব হিয়া!
পাণ্ডবের লাঞ্ছনা করিলে!

কাল দ্যূতক্রিড়া ছলে শকুনির কুকৌশলে
পাণ্ডবের সর্ব্বস্ব হরিলে!
সখি, কত দিন আর ভুগিব যাতনা ভার!
পূর্ব্বস্মৃতি উদিছে অন্তরে;
অধর্ম্মে কৌরব পুষ্ট, ধর্ম্মই পাণ্ডব ইষ্ট,
জয়াকাঙ্ক্ষা করি না সমরে।

দ্রৌপদী-নিগ্রহ কালে সমবেত সভাস্থলে
ভীমের প্রতিজ্ঞা পড়ে মনে,
পড়ে মনে কি প্রকারে প্রতিজ্ঞা পালন তরে
পাণ্ডবেরা নিবসিল বনে!

ভীমের বচন, হায়! স্মরি বুক ফেটে যায়,
পড়ে মনে অর্জ্জুন বিক্রম,
গোধন উদ্ধার কালে একা পার্থ বাহুবলে
ভাঙ্গিললো কৌরব সম্ভ্রম!
সারথি যাহার হরি, ডরে কি সে কুরু অরি?
ধনঞ্জয় ডরে না অমরে!
অক্ষয় তুণীর আর গাণ্ডীব অভেদ্য যার
সেই বীর জিনিবে সমরে।

পাণ্ডবের কৃতদাস, হইয়ে করিব বাস;
হা অদৃষ্ট! এই কি বিচার?
এ দেশ ছাড়িয়া যাব, বন ফল মূল খাব
না পড়িব শৃঙ্খল লোহার!

রাজরাণী ছিল যেই, ভিখারিণী হবে সেই !
এ বারতা কাহারে কহিব !
এই জীবনের শেষ, আগে সুখ পরে ক্লেশ,
ওলো সখি, কেমনে সহিব ?
স্নেহ, মায়া তেয়াগিয়া, পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়া,
চিতানলে এখনি পশিব,
ডুবিব সাগর জলে, কিম্বা ফাঁসি দিয়া গলে,
এ পরাণ এখনি ত্যজিব।"

এত কহি ভানুমতি, হ'য়ে অতি ক্ষুণ্ণমতি
দ্রুতগতি উঠিয়া পলায়,
পদ্মা সখি চমকিয়া চকিতে নিকটে গিয়া,
পদ ধরি নিবারে তাহায়।
চিত্রিত পুতলি যথা ভানুমতি স্থির তথা,
পদতলে সখি পদ্মাবতী ;
মরমে জাগিছে ব্যথা, মুখেতে নাহিক কথা,
মন দু'খে কাঁদে ভানুমতি,
গান্ধারি বিকল চিত্তে, সরলারে প্রবোধিতে,
অবিলম্বে সেথায় আসিল,
অঙ্কেতে বধূরে তুলি মুছায়ে অঙ্গের ধূলি,
স্নেহভরে আনন চুমিল।
ধৈর্য্য ধরি ক্ষণপরে গান্ধারি কাতর স্বরে
কহে "কেন জীবনে হতাশ ?

রুক্ষকেশ ক্ষীণ কান্তি, হৃদয়ে নাহিক শান্তি,
পরিধানে কেন জীর্ণবাস ?
'পূর্ণ শশী নিরূপম কোথা ভানুমতি মম ?
কোথা মাগো রেখেছ তাহারে ?
মুখচন্দ্র হেরি তার ঘুচাব যাতনা ভার,
প্রেয়সীরে দেখাও আমারে।'
দুর্য্যোধন এলে ঘরে কি ব'লে বুঝাব তারে,
ওই কথা যখন সুধিবে ;
গৃহলক্ষ্মী তুমি বধূ, ভুলি কুরু স্নেহমধু—
এ জীবন কেমনে ত্যজিবে ?
দৈবাধীন যত নর, দৈবাধীন চরাচর,
তাই বলি বধূরে আমার,
অদৃষ্ট অপেক্ষা করি, বহু যত্নে ধৈর্য্য ধরি,
চিত্ত স্থির করগো তোমার।
অজ্ঞেয় অদৃষ্ট ফল কেমনে জানিবি বল,
মানবের বিচিত্র সকল,
তোমাদের এ বিভব, অস্থায়ী, অসার সব,
সার মাত্র ঈশ্বর কেবল।
তাঁহার পদেতে মন কর বাছা সমর্পণ,
শান্তি লাভ হইবে ত্বরায়,
পলাবে যতেক দুখ, হৃদয়ে উদিবে সুখ,
ভুলে যাবে যাতনা, মায়ায়।"

এই কথা বলি পরে, গান্ধারি যতন করে
বধূক্রোড়ে করিল শয়ন,
সখি পদ্মাবতী হেথা, চাপিয়া মনের ব্যথা,
কক্ষান্তরে করিল গমন।

নবম সর্গ।

প্রভাত হইল নিশি,
উজলিয়া দশদিশি,
কৌরব পাণ্ডব দল সাজিল সমরে ;
ভীষণ দুন্দুভি শব্দ
ভুবন করিয়া স্তব্ধ,
ধায় ঊর্দ্ধে, চারিদিকে, নাচিয়া অম্বরে।
শূন্যপথে দেবগণ
হেরিতে অদ্ভুত রণ
নিজ নিজ রথোপরি আসিয়া বসিল.
চমকিল চরাচর,
কাঁপে ধরা থরথর
শার্দ্দূল চকিত প্রাণে বিবরে পশিল।
সেনাপতি পিতামহ,
রচিলেন ক্রৌঞ্চ ব্যূহ,
পাণ্ডব মকর ব্যূহ করিল গঠন,

অশ্ব গজ শঙ্খনাদ
সৈনিকের ভীমনাদ
আলোড়ি সমরক্ষেত্র স্পর্শিল গগন।

ক্ষণতরে স্তব্ধ সব,
আবার উঠিল রব,
দুই দলে পরস্পরে করিল প্রহার ;

চক্র, ভল্ল, প্রক্ষেড়ণ,
খড়্গশর বরিষণ,
অস্ত্রপুঞ্জ ধায় শূন্যে ভীষণ আকার।

ভীমসেন ত্বরা করি
দৃঢ় শরাসন ধরি
দ্রোণের সম্মুখে গিয়া আরম্ভিল রণ ;

দাপটে কার্ম্মুক ধরি
দ্রোণাচার্য্য লক্ষ করি,
নয় বাণ ভীম বক্ষে করিল বর্ষণ।

বৃকোদর ক্রোধভরে,
তীক্ষ্ণ এক দিব্য শরে
দ্রোণের সারথিরে নিল যম ঘর ;

সারথি বিহীন রথ,
বাহিল বিপথ-পথ,
ব্যূহভেদ তরে ভীম হইল সত্বর।

ভীমবল বৃকোদর,
কোদণ্ডে যুড়িয়া শর
প্রহারি বিপক্ষ দলে করিল বিকল,

বিপক্ষ চমুর মাঝে,
একা ভীমসেন যোঝে
হেরিয়া অরাতিবৃন্দ ভয়েতে বিহ্বল।

ধনুর্দ্ধর মহাবল
শচীকান্ত আখণ্ডল
নির্ভয় হৃদয়ে যেন দানব সমরে,

কিম্বা মৃগযুথে হেরি,
সহর্ষে নিনাদ করি
কেশরী ভ্রমিছে যেন শিকারের তরে,

অথবা যেমন ভানু
প্রকাশিয়া রৌদ্রতনু
গ্রহগণে পরিবৃত প্রলয়ের কালে,

সেইরূপ বীরবর
ভীমবল বৃকোদর
ধনুঃকরে শোভমান অরাতির দলে।

ভীমসেনে হেরি রণে
দুর্য্যোধন ক্ষুব্ধমনে,
সম্বোধি ক্ষত্রিয়গণে কহিতে লাগিল—

"বীরবৃন্দ আজি রণে
যুঝে সবে প্রাণপণে,
হের ভীম যম সম সমরে পশিল,
বাত্যাহত গুল্ম প্রায়,
সকলে নিধন পায়,
ওই হের, ধ্বজ, হস্তী ধরায় লুণ্ঠিত;
ওই দেখ অশ্বগণ,
রথী, গজ অগণন
পলে পলে মৃত্যুমুখে হতেছে পতিত
যাও সবে ত্বরা করি,
নিবার দুর্জ্জয় অরি,
তোমাদের সাথে আমি করিব গমন।
এত কহি দুর্য্যোধন,
সহ রথী অগণন,
বৃকোদরে অবিলম্বে করিল বেষ্টন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন, ব্যস্তচিতে
ভীমসেনে নিরখিতে,
বিশোক সারথি পাশে আসি উত্তরিল;
শূন্যরথ দেখি গিয়া
করতলে চাপি হিয়া,
সারথিরে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল,

এ কি হ'ল অকস্মাৎ
বিনামেঘে বজ্রাঘাত!
রথ শূন্য করি কোথা গেল সহচর!

প্রাণসম প্রিয়তম,
কোথা ভীমসেন মম?
বিশোক! কোথায় বল সখা বৃকোদর?"

বাষ্পাকুল নেত্র দ্বয়
ধৃষ্টদ্যুম্ন চাহি রয়;
কৃতাঞ্জলিপুটে পরে বিশোক কহিল—

"মহাবল রথীবর
গদাহস্তে বৃকোদর
একাকী কৌরব ব্যূহে প্রবেশ করিল,

গমন করিতে মোরে,
কহিল সুপ্রিয় স্বরে,
'সারথে! এ স্থানে তিষ্ঠ ক্ষণেকের তরে

যাহারা আমার নাশ
করিয়াছে অভিলাষ,
তাদেরে নিপাত করি ফিরিব সত্বরে।'

এই কথা উচ্চারিয়া
ভীম গদা উত্তোলিয়া
প্রভু মম কুরুগণে করিছে অস্থির।"

শুনিয়া বিশোক বাণি
সথাক্লেশ অনুমানি,
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীম লাগি হইল অধীর।

শব রাশি, ভগ্নরথে
ভীমের চিহ্নিত পথে,
পৃষ্ণ-নন্দন ত্বরা চলিতে লাগিল;

মৃত অশ্ব, গজ, নর,
ছিন্ন নৃপ কলেবর,
সবিস্ময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন কতই হেরিল।

বহু দূর গিয়া পরে,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, সথাবরে
নিরখিল যম সম গদাহস্তে স্থির,

শরাঘাতে অঙ্গক্ষত,
মাতঙ্গ দন্তদলিত
গিরি অঙ্গ করে যেন বমন রুধির!

ধৃষ্টদ্যুম্ন কাছে গিয়া,
ভীমসেনে আলিঙ্গিয়া,
আপনার রথোপরি উঠায়ে লইল;

পৃষ্ণ-নন্দন ধীর,
সহ বৃকোদর বীর,
মধ্যাহ্ন-তপন যথা ভীষণ হইল।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ,
আর আর রথিগণ,
এক কালে বহু অস্ত্র করিল বর্ষণ,

ধৃষ্টদ্যুম্ন সুকৌশলে,
প্রমোহন অস্ত্র বলে
অরাতির প্রজ্ঞাশক্তি করিল হরণ।

চিত্রিত পুত্তলি যথা,
কৌরব নিশ্চল সেথা,
সবিস্ময়ে দ্রোণাচার্য্য বিপদ ভাবিল,

দ্রুতগতি সেথা গিয়া,
প্রজ্ঞাঅস্ত্র সন্ধানিয়া,
মোহনাস্ত্র নিরাকৃত অচীরে করিল।

হেথা ভীমে বহুক্ষণ
নাহি করি দরশন,
যুধিষ্ঠির মনে মনে চিন্তিল বিপদ ;

ক্ষণে করি চিত্ত স্থির
প্রেরিল দ্বাদশ বীর
অভিমন্যু আদি করি কেকয় দ্রুপদ

চলিল দ্বাদশ রথী
যেন বিদ্যুতের গতি
সূচি মুখ ব্যূহ করি কুরু চমূ ভেদি,

ভীম ভয়ে ভীত সব
কুরুসৈন্য করে রব,
দ্বাদশ পাণ্ডব চলে অরি মুণ্ড ছেদি।

বাধিল তুমুল রণ,
তীক্ষ্ণ অস্ত্র অগণন,
নির্ঝরের জল যথা অবিরল ঝরে,

পাণ্ডবের শর বৃষ্টি,
যেন বিনাশিছে সৃষ্টি,
টলমল করে ধরা শশঙ্কিত ডরে।

হেথায় ভীষ্মের সঙ্গে
অর্জ্জুন সমর রঙ্গে,
ইন্দ্রচাপ তুল্য ভীম গাণ্ডীব ধরিয়া

নাচিছে দানব দাপে,
কৌরব আতঙ্কে কাঁপে,
কুরুসৈন্য ধায় বেগে সমর ত্যজিয়া।

লোহিত বরণ কায়
দিনমণি অস্ত যায়,
হেনকালে হেরে ভীম নৃপ দুর্য্যোধনে,

সম্বোধিয়া নৃপবরে
কহে ভীম, ভীমস্বরে—
"গান্ধারিতনয় আজি যুঝ মোর সনে,

বহুকাল আকাঙ্ক্ষিত
দিন আজি উপস্থিত,
ত্য'জ না সমর, আজি তোমারে বধিব,

কুন্তি জননীর তাপ,
দ্রৌপদীর মনস্তাপ,
বনবাসজাত ক্লেশ আজই দূরিব।

হয়ে গর্ব্বে হতজ্ঞান,
পাণ্ডবের অপমান
করেছিলে তার ফল ভুঞ্জ এইবার,

বিদারি হৃদয় যন্ত্রে
কর্ণ সৌবলের মন্ত্রে
কি লাঞ্ছনা করেছিলে পাণ্ডব সবার!

সন্ধি তরে কৃষ্ণ যান
করেছিলে অপমান,
উলুক প্রমুখ কত কটুক্তি সহেছি!

বান্ধবগণের সনে
বিনাশিয়ে তোরে রণে,
সে জ্বালার প্রতিশোধ মনস্থ করেছি।"

এত কহি ভীমবল,
আলোড়ি সমর স্থল,
চারি দিকে শরবৃষ্টি করিতে লাগিল,

দুর্য্যোধন ত্বরা করি
সদর্পে কার্ম্মুক ধরি,
সুকৌশলে শরবলে শর নিবারিল।

শূন্য মার্গ বাণাচ্ছন্ন,
অন্ধকার অপরাহ্ন,
এইরূপে দুই দণ্ড হয় ঘোর রণ,

বাণেতে বাণেতে ভিন্ন
কুরুরাজ ধ্বজ ছিন্ন,
সহসা ভূধর পৃষ্ঠ করিল চুম্বন।

না হেরি নৃপের রথ,
হয়ে ভগ্ন মনোরথ
দুর্য্যোধন-সৈন্যগণ করে পলায়ন;

পশ্চাতে অর্জ্জুন ধায়,
দুঃসহ পবন প্রায়,
অগ্রে সৈন্য ধূম সম করিছে গমন;

কিম্বা সূর্য্যোদয় কালে,
যেমন, কোয়াসা জালে
অরুণ কিরণ দূর করে আচম্বিতে,

পার্থ তেজে সেই মত,
পলায় কৌরব যত,
না জিজ্ঞাসে কেহ কারে, না চাহে পশ্চাতে।

ভীমশরে হয়ে ক্ষত,
সুযোধন মূর্চ্ছাগত,
সারথি লইয়া তারে করে পলায়ন ;
রক্ত-সিক্ত কলেবর,
ভীষ্ম আদি ধনুর্দ্ধর
সন্ধ্যা হেরি, শিবিরেতে করিল গমন।

দশম সর্গ।

দিবা দ্বিপ্রহর পাণ্ডব শিবিরে
দ্রৌপদী সুভদ্রা আর উত্তরা বসিয়া,
ভাবিছে সকলে, এ দুরন্ত রণে,
পাণ্ডব জিনিবে কবে, কেমন করিয়া।
দ্রৌপদীর মুখে, প্রতিহিংসা ছায়া
রক্তিম বরণে স্পষ্ট খেলিয়া বেড়ায়,
স্বভাব-সরলা উত্তরা নলিনী
করতলে রাখি শির, নিরখিছে তায়,
সুভদ্রা নয়নে খেলিছে ভরসা,
জানে সে মনেতে, কৃষ্ণ সহায় থাকিতে
ধরাধামে হেন বীর নাহি কেহ,
সম্মুখ সমরে শক্ত পাণ্ডবে নাশিতে।

ললাট হইতে সরায়ে কুন্তল,
ছাড়িয়া নিশ্বাস দীর্ঘ, ক্ষণকাল পরে,
কহিলা পাঞ্চালী,—"সুভদ্রা ভগিনি!
হবে না কি ধ্বংস কুরু এ কাল সমরে?
হায় রে বিধাতঃ, হায় রে কপাল!
কৌরব পাপের শাস্তি হবে না কি আর
দুষ্ট দুঃশাসনে বধিয়া সমরে,
বৃকোদর! অপনীত কর দুঃখ ভার।
সেই নরাধম পূর্ণ সভাস্থলে
একবস্ত্রা রজঃস্বলা আমারে লইয়া,
ছি ছি! কি বলিব ভগিনি আমার
নিগ্রহ করিল কত, এ কেশ কর্ষিয়া!
সেই হতে বেণী রয়েছে এমনি
বৃকোদর! তব বাক্যে ত্যজেছি কবর,
প্রতিজ্ঞা তোমার, ভুল না, ভুল না,
দুঃশাসনে বিনাশিতে হ'ও হে সত্বর!
পাষণ্ড শোণিতে হস্ত প্রক্ষালিয়া
এই মুক্তবেণী কবে দিবেহে বাঁধিয়া,
স্মরি পূর্ব্ব জ্বালা, ফাটে হৃদিতল,
নয়ন রক্তিম দেখ কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
পাপী দুর্য্যোধন যেই উরু'পরে

মহা দর্পে বসাইতে চাহিল আমারে,
ভীম গদাঘাতে ভাঙ্গি সেই উরু,
বৃকোদর! রণস্থলে বধিও তাহারে!
শুনলো, সুভদ্রা, বনে বনে ভ্রমি
দ্বাদশ বৎসর ক্লেশ নিরবে সয়েছি,
তার পর, হায়! এক বর্ষ কাল
অজ্ঞাতে বসতি করি গোপনে ভ্রমেছি।
আবার যখন, জান ত সকলি,
চেয়েছিনু মোরা সুধু ক্ষুদ্র পঞ্চ গ্রাম,
দুর্য্যোধন বলে 'বিনা যুদ্ধে নাহি
সূচ্যগ্র মেদিনী দিব করিতে বিশ্রাম।'
রাজা যুধিষ্ঠির এখন ভিখারী,
চণ্ডাল ভুঞ্জিছে এই বিপুল ধরণী!
হায় রে অদৃষ্ট! এই কি বিচার?
রাজরাণী আমি, হায়! আজি ভিখারিণী!
দুর্য্যোধন বসে হস্তিনা আসনে
যুধিষ্ঠির পতি মম ভ্রমে বনে বনে!
দানব হইল স্বর্গ অধিপতি,
আখণ্ডল ভ্রমিতেছে কাননে কাননে!
দেখ লো সুভদ্রা, উত্তরা বয়ান,
চিন্তাছবি নাচিতেছে বাছার নয়নে,

ভাবিয়া ভাবিয়া কাতরা সরলা,
কালিমা পড়েছে দেখ সোণার বরণে!

ধরিয়া সোহাগে বধূর বদন,
কহিব নাথেরে, তিনি আসিলে ফিরিয়া—

'দেখ দেখ নাথ, সোণার কমল
অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যেতেছে ঝরিয়া।'
"কব বৃকোদরে ধিক্কারি তাহারে,
নাহি কি সামর্থ তার বিশাল ভুজেতে!
কব ধনঞ্জয়ে ত্যজিতে গাণ্ডীব,
ধর্ম্মরাজে কব পুনঃ পশিতে বনেতে;
যুদ্ধকার্য্য নহে ব্যবসা তাহার,
ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে বলিব,
আমরাও সবে হয়ে তপস্বিনী,
বনে বনে ভ্রমি, শেষে জীবন ত্যজিব।"
নিরব দ্রৌপদী কাতর অন্তরে,
কহিল সুভদ্রা তবে মৃদুমধু স্বরে—
অচীরে কৌরব ডুবিবে তিমিরে,
পাণ্ডব সহায় কৃষ্ণ যখন সমরে।
নিশি শেষে কালি, দেখেছি স্বপন,
বিজয়ী পাণ্ডব হর্ষে ফিরিল ভবনে,
কিন্তু কি বলিব, দিদিলো আমার,
হেরিনু বহিতে নীর নাথের নয়নে;

কাতর অন্তরে সুধাইনু তাঁরে,
(সতত পতির দুঃখে এ দাসী কাতরা)
সমর বিজয়ী সুভদ্রাবিলাসি !
লভিয়াছ বাহুবলে এ বিপুল ধরা,
তবে কেন নীর বহিছে নয়নে ?
কহ, নাথ, কেন আজি মলিন বদন ?
ছল ছল আঁখি কহিলা প্রাণেশ—

(পরদুঃখে দুঃখী সদা হৃদয় রতন)
'সত্য প্রিয়তমে, জিনেছি সমর,
সসাগরা ধরা আজি আয়ত্ব আমার,
কিন্তু পাপ রণে, হায় ! কব কারে !
পাইয়াছি অনুতাপ, যাতনা অপার,
বীর শূন্য হ'ল সোণার ভারত,
জ্ঞাতি বন্ধু মিত্র কত ত্যজিল জীবন,
শূন্য হ'ল কত জননীর কোল
কেঁদে সারা হ'ল কত কুরঙ্গ নয়ন,
কত পুত্র, হায় ! হ'ল পিতৃহীন,
হারাইল কত পিতা নয়নের মণি
সোদর ত্যজিয়া গেল কত জন,
কাঁদে হাহারবে কত সুশীলা ভগিনী,
রাজ্যলোভ মদে উন্মত্ত হইয়া—
হারায়েছি প্রাণ সম কত শত জনে,

প্রাণ চেয়ে প্রিয় অমূল্য রতন—'
আবার বহিল নীর নাথের নয়নে ;
'প্রাণ চেয়ে প্রিয়, অমূল্য রতন'
কি হ'য়েছে, বল নাথ, ঘুচাও ভাবনা,—

কহিয়া যেমন ধরিব চরণ
ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন, হায়! বাড়িল যাতনা,
কি যে হবে তাই ভেবেই আকুল,
শান্তি নাই মনে, দিদি, ব্যাকুল অন্তর,
কবে যে থামিবে সমর তুফান,
নিষ্কণ্টক হবে কবে পাণ্ডব নিকর।
পঞ্চ পুত্র তব, অভি বাছা মম
দুধের বালক সবে করিছে সমর!
ফেটে যায় বুক স্মরিলে সে সব,
সবারে কুশলে যেন রেখো হে ঈশ্বর।

দ্বিতীয় পাণ্ডব সমরে অটল,
অভির জনক যিনি অদ্বিতীয় রণে,
পিতা হ'তে শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধগুণ রথী
বাছা মোর, যুঝে সবে ; তবু যে কেমনে
এত দিন ধরি যুঝিছে কৌরব
না পারি বুঝিতে কিছু, কত দিন আর
প্রচ্ছন্ন রহিবে অদৃষ্টের ফল,
কত দিনে শুকাইবে নয়ন আসার।

কবে যে উদিবে সৌভাগ্য তপন
তিমির শর্ব্বরী কবে হইবে প্রভাত।
পাণ্ডবের কবে হবে সুখোদয়,
পাপ কুরুবংশ কবে হইবে নিপাত!
জয় লক্ষ্মী কবে পাণ্ডবে ভজিবে?
দুঃখ অবসানে সুখ কবে যে লভিব!

দয়াময় প্রভু কর নেত্রপাত,
কত দিন এই ভাবে যাতনা সহিব?
যদি ধর্ম্ম থাকে, কহিনু নিশ্চয়,
অচিরে সুখের আলো পাণ্ডব উপরে
সুধাময় হাসে ভাতিবে নিশ্চয়!

নিশ্চয় ভাসিব মোরা সুখের সাগরে।
সুভদ্রার মুখে শুনিয়া বচন
উত্তরা সুষমা চারু প্রকৃতির ছবি,
কচিবুকে রাখি সুকোমল কর
কহিল "বলমা কবে সে সৌভাগ্য রবি
উদিবে গগণে, যাহার কিরণে
স্বাধীন ভাবেতে মোরা, বিপুল পুলকে
ভ্রমিব, খেলিব, নাচিব, গাইব;
হাসিবে সুখদা আশা সে রবি আলোকে;
কবে থেমে যাবে রণ রণ রব!
কুসুম কাননে ভ্রমি তুলি ফুলকুল,

গাঁথিব কবে যে মন মত হার !
বল ওমা, বল কবে, ভ্রমরা আকুল
আসিবে ছুটিয়া ? তাড়িয়ে তাদের
ফুটন্ত কুসুমগুলি, মিছে ক্রোধ ভরে
কেড়ে লব জোরে ? তরুমূলে কবে
বিছাব আঁচল আমি আকুল অন্তরে ;
বল ওমা, কবে মিটিবে সমর ?
ওগুলো লাগে না ভাল, কত লোক মরে !
মা, তোর স্বপন হউক সফল,
রণ জয় করি যেন আসে সবে ঘরে !

শঙ্কর মস্তকে দিব অর্ঘ্য কালি,
কহিব তাঁহার পদে মিনতি করিয়া,
দাও শান্তি, শিব, এই রণানল
নিবাও, নিবাও, ত্বরা অধর্ম্ম দমিয়া।

তোর স্বপনের শেষ কথা গুলো
বড়ই চিন্তিত, ওমা, করেছে আমায়,
জনক ফিরিয়া আসিলে শিবিরে
সমরের বিবরণ সুধাব তাঁহায়।
ওরে বিধি ! দেখ, দারুণ যাতনা—
বালিকা উত্তরা কহে কত মত কথা,
হেনকালে এক হৈমবতী নামে
চির অনুগতা সখি দ্রুত আসি সেথা,

কহে তীব্রস্বরে— "ওমা, একি জ্বালা!
দিন নাই, ক্ষণ নাই, বসি তিন জনে,
কি যে সব বলে! কিছু নাহি বুঝি,
হাগা কি হ'য়েছে বল, তোমাদের মনে?

দেখ আঁখি মেলি গেছে অস্ত ভানু
উঁকি মারে অন্ধকার বসি তরু শিরে,
সন্ধ্যা আসে ছুটি উঠে তারাদল
এখনি পাণ্ডবগণ ফিরিবে শিবিরে;
যুদ্ধ করে তারা ক্লান্তদেহ সবে
তাদের লাগিয়া কিছু কর আয়োজন,
কি যে হ'ল সব, নাহি বাহ্যজ্ঞান,
সারাদিন যেন সব ধ্যানেতে মগন!
তাহাদের রণ বুঝিবে তাহারা,
তোমাদের এত কেন মাথা ব্যথা বল?
মেয়েদের কাজ কর মন দিয়া,
কোথা কি রাখিব সব দেখাইবে চল।
শুনি সখি বাণী, হেরি সন্ধ্যাকাল,
দ্রৌপদী উত্তরা আর সুভদ্রা তখন,
উঠি ব্যস্তমতি দ্রুত পাদক্ষেপে,
নিজ নিজ কর্ম্মে সবে করিল গমন।

একাদশ সর্গ।



কাতরে বিহগ উঠিল ডাকিয়া
　　যামিনী সখির লাগি ;
রাজা দুর্য্যোধন শুনিয়া সে রব
　　উঠিল সহসা জাগি !
হেলাইয়া তনু দেখিল রাজন
　　সম্যক বেদনা তায়,
ধীরে ধীরে ধীরে শয্যা পরিহরি
　　দুর্ব্বল কম্পিত পায়,
চলিল নৃপতি পিতামহ পাশে
　　ব্যাকুল, চিন্তিত মনে ;
হ'য়ে উপনীত গাঙ্গেয় সকাশে
　　বন্দি তার শ্রীচরণে,
কহিল কাতরে,— একি পিতামহ,
　　পাণ্ডব লভিছে জয়,
নিষ্পীড়িত মম বিপুল সেনানী
　　নিত্যই পেতেছে ক্ষয় !
দুর্ভেদ্য মকর ব্যূহেতে প্রবেশি
　　ভীমসেন যম সম;
শরজালে শশঙ্কিত করিয়া সবারে
　　কবচ ভেদিল মম ;

স্মরিয়া তাহারে এখনও দেখ
কম্পিত হৃদয়তল,
কিরূপে নিধন হবে, কহ তাত,
বৃকোদর মহাবল ?”
সুযোধন বাণী শুনিয়া গাঙ্গেয়
সহাস্যে রাজনে কয়—
“শুন, মহারাজ, আজিকে সমরে
ঘুচাব তোমার ভয় ;
তব জয় লাগি করি প্রাণপণ
যুঝিব সমরে আমি,
দ্রোণ, কৃপ আদি শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর
হবে মম অনুগামী ;
কিন্তু এক কথা শুন হে নৃপতি,
পাণ্ডব অজেয় রণে,
সচীবপ্রমুখ পাণ্ডব সক্ষম
যুঝিতে দেবতা সনে।
তথাপি রাজন, তব হিত লাগি
করিব দেহের ক্ষয়,
যা হয় হইবে, পাণ্ডবের জয়
নহিলে আমার জয়।”
এত কহি ভীষ্ম বিশল্য-করণী
নরেন্দ্রে করিল দান,

অপনীত শল্য হইল রাজার
করিয়া ঔষধ পান
প্রফুল্ল অন্তরে মানি দুর্য্যোধন
আদেশিল সৈন্যগণে,
করিয়া ত্বরায় যুদ্ধ আয়োজন
প্রবেশিতে ঘোর রণে।
রথ, অশ্ব, গজ, পদাতিনিকর,
সমর মাতঙ্গরাজি,
নৃপ, রথিগণ, শোভিল সুন্দর
বিবিধ বরণে সাজি।

অশ্ব, গজ, নর রথ চালিত নিয়মক্রমে
ধীরে ধীরে কুরুক্ষেত্র ভূমে,
উদ্ধৃত ধূলির জাল ঊর্দ্ধে বালার্কে গ্রাসিল,
ভানু যেন আচ্ছাদিত ধূমে!
তপন কিরণে ফলি ঝকিতেছে অস্ত্ররাশি
নভঃ মাঝে দামিনী যেমন;
সমুদ্র মন্থনে যথা সত্যযুগে ভীমনাদ
কুরুক্ষেত্রে উঠিল তেমন।
মুকুট-দর্পণে সূর্য্য দেখিল নিজের ছবি
খেলে রঙ্গে নৃপগণ শিরে,
দুন্দুভির ভীমনাদ তরঙ্গিত ব্যোমসহ
প্রবেশিল পাণ্ডুর শিবিরে।

অভিমন্যু হেথা শুনিয়া সে রব
কহিল উত্তরা আঁচল ধরি—
"দেখেছ, প্রেয়সি, উদেছে তপন,
দুয়ারে গর্জ্জিছে দুর্জ্জয় অরি।
রাখ তব বীন্, সাঙ্গ কর গীত,
সাজাও আমারে সমর সাজে,
শুন কাণ দিয়া অশনি নিনাদে
সাজ সাজ বলি পটহ বাজে।"

কহিল উত্তরা—"হায়রে কপাল!
বীণার ঝঙ্কার, আমার গান
লাগিলনা ভাল? দিম্ দিম্ দিম্
দুন্দুভি নিনাদ মজালে প্রাণ!

অরসিক তুমি, ফেলে দিলে ছুঁড়ি
বিনাটি আমার এমন করে।
যেতে ত দিব না সমরে তোমায়,
রোধিব তোমার চরণ ধরে;
থাক্ ওরে বীন, থাক্রে বাঁশরী,
ধরিব এবার নাথের পায়,
দেখিব কেমন ঠেলিয়া আমারে,
সমর প্রাঙ্গনে প্রাণেশ যায়।
ধরিল চরণ চারু স্নেহলতা
বর্ষিল তাহাতে নয়ন নীর,

যেন বিষ্ণুপদে চঞ্চলা জাহ্নবী
শীতল ভাবিয়া রহিল স্থির!
কি কর উত্তরা, কহে বীরবর,
"দাওলো আমায় ত্বরায় ছাড়ি,
এ কি এ, কাঁদ যে! হরিণনয়নে
বহে কি কখন বিষাদ বারি?
হৃদয় মহিষি! কাঁদলে অমনি
সমরের কথা কহিনু যেই!
হায়রে ললনা! বল্ দেখি মোরে
কাঁদিবার বুঝি সময় এই?

দূর ছাই, সুধু কেঁদেই আকুল,
ভাবনা কিছুই নাহিক মনে।
বল দেখি মোরে, হয়ে ক্ষত্রবীর
কেমনে রহিব তোমার সনে?
স্ত্রৈণ বলি মোরে ডাকিবে সকলে
যদি না এখন সমরে যাই,
বীরপত্নী তুমি, কেমনে বল না
হেন অপবাদ সহিবে ছাই!
গোবিন্দ মাতুল, সুভদ্রা জননী,
ধনঞ্জয় বীর জনক মম,
উত্তরা প্রেয়সী লাবণ্যের হার,
কেবা আছে বল আমার সম!

বীরেন্দ্র কুমার, নিজে মহারথ,
রণরঙ্গে আমি বিরত হব!!
"কোথা ছিলে অভি?" সুধিলে জনক,
'ছিনু অন্তঃপুরে' কেমনে কব?
ওই দেখ, প্রিয়ে, পাণ্ডবনিকর
চলিয়াছে সবে সমর মুখে,
আমিও এখনি তাঁহাদের সনে
যোগ দিব গিয়া পরম সুখে।"
আত্মহারা হয়ে উত্তরা তখন
ঊর্দ্ধ মুখে চায় পতির পানে,
অজ্ঞাতে তাহার, অভিমন্যু বীর
ধীরে ধীরে নিজ চরণ টানে।

খুলিল চরণ,—তখন ত্বরায়
চর্ম্ম বর্ম্ম দৃঢ় আঁটিয়া দেহে,
লয়ে শর তূণ, ধনুক করেতে
চাহি প্রিয়া পানে কহিল স্নেহে–
"আসি তবে প্রিয়ে।" চলিল বীরেন্দ্র,
তাড়াতাড়ি গিয়া জননী পাশে
কহে বীরবর,—জননি, আমার
নমে দাস পায় বিজয় আশে।"
নমে অভিমন্যু সুভদ্রার পদে
জয়ন্ত যেমতি শচীর পায়,

জননী অমনি শিরস্ত্রাণ লয়ে
স্নেহময় অর্ঘ্য দিলেন তায়।
সাদরে ক্রোড়েতে তনয়ে লইয়া
কহিল সুভদ্রা সোহাগ করে—
"ধন্য মাতা তব, বাছা অভি তোর,
লভিয়াছি হেন তনয়বরে!"
চাহি পুত্র মুখ, (স্নেহের আকর)
গলিল মায়ের কোমল প্রাণ,
দুই হাতে ধরি তনয় বদন,
স্নেহমাখা চুম্ করেন দান।
পূর্ণেন্দু-প্রতীম কুমারের মুখ
অতৃপ্ত নয়নে নেহারি পুনঃ,
চুমিয়া আবার কহিল সুভদ্রা—
"অভিরে, আমার বচন শুন।

"বীরপত্নী আমি, বাছা, বীরের জননী,
ভ্রাতা মম বাসুদেব বীরচূড়ামণি;
রণাঙ্গণে যাবে তুমি করিনা বারণ,
যাও রণে, সাধ বাছা, শত্রুর নিধন;
তবে এক কথা, আমি জননী তোমার,
স্নেহভরে ভীত তাই অন্তর আমার,
কোমল বয়স্ক তুই, তাই তোরে বলি,
রণাঙ্গনে যত খেলা ভীষণ সকলি;

সতর্ক রহিবে সদা, থেকো পিতা কাছে,
কি জানি কি ঘটে রণে, কত বিঘ্ন আছে।
'যে আজ্ঞা' বলিয়া বীর চলিল সমরে,
সারথি সজ্জিত রথ আনিল সত্বরে।
চলিল সুঠাম রথ অব্যক্তগতিতে,
ফেলিয়া পশ্চাতে বায়ু, নিন্দিয়া তাড়িতে।
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে উপনীত ক্ষণে।
মিলিল অর্জ্জুন সুত অর্জ্জুনের সনে॥

শোভিছে অদূরে, ভীষণ সাগর সম
ভীষণ মণ্ডলব্যূহ গাঙ্গেয় রচিত,
তরঙ্গিত তাহে কত উচ্চ রথচূড়,
বিশাল মাতঙ্গ দেহ; ঘুরিছে পদাতি
চক্রাকারে চারিভিতে ক্ষুদ্র উর্ম্মি যথা;
কনক মুকুট শোভে নৃপগণ শিরে,
সূর্য্যাকর খেলে তাহে ধাঁধিয়া নয়ন;
রোষিত ভুজঙ্গ যথা উর্দ্ধগত ফণা,
শোভিছে ধনুর অগ্র ঈষৎ বঙ্কিম;
বাজিছে দুন্দুভি, ভুরি, পটহ, দামামা,
নাচিতেছে বাজি-রাজি আনন্দে মাতিয়া;
ব্যূহবদ্ধ কুরুগণ সঘনে গর্জ্জিছে,
সাগর কল্লোল যথা প্রলয়ের কালে।

যুধিষ্ঠির দূর হতে করি নিরীক্ষণ
দারুণ মণ্ডলব্যূহ রচিলা গাঙ্গেয়,
নিজ পক্ষে বজ্রব্যূহ করিল নির্ম্মাণ।

বসিয়া সঞ্জয় পার্শ্বে ধৃতরাষ্ট্র রাজা
শুনিছে অনষ্ট মনে সমর বারতা।
লভিয়া জ্ঞানের চক্ষু সুধীর সঞ্জয়
প্রত্যক্ষ করিছে রণ, দেবের আদেশে।
কহিলেন দূরদর্শী সম্বোধি রাজনে,—

'শুন তবে, মহারাজ! শুন মন দিয়া,
কুলক্ষয়কারী এই সমর বারতা,
দেখিতেছি যাহা যাহা বর্ণিব তোমায়।
কুরুক্ষেত্রে সমবেত রিপু দুই দল
ওই চলিতেছে বেগে; শুন মন দিয়া
কে কাহার সনে যুদ্ধে হয় অগ্রসর।
দ্রোণাচার্য্য আক্রমিল মৎস্য মহারাজে,
অশ্বথামা শিখণ্ডীরে করিল প্রহার,
দ্রুপদের সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন,
নকুল শল্যের সনে, হার্দ্দিক্য সহিত,
যুঝে বীর বৃকোদর, ধনঞ্জয় প্রতি
সমবেত রাজগণ হইল ধাবিত।
ঘটোৎকচ ভগদত্তে করিছে সংগ্রাম

মদমত্ত দন্তী যেন ; অভিমন্যু সনে
চিত্রসেন দুর্ম্মর্ষণ আরম্ভিল রণ।
এইরূপে সর্ব্বস্থলে হয় ঘোর রণ।
মহারাজ ! পার্থ শিক্ষা কতই অদ্ভুত !
নিমিষে জিনিল ওই নৃপতি মণ্ডলে !

শুন যাহা কহে পার্থ সম্বোধি অচ্যুতে ;
'দেখ সখে, পিতামহ ব্যূহ নিরমিয়া
অসংখ্য বীরের সহ স্থির ওইখানে,
চল ত্বরা করি সেথা, এ সব মশক
নাশি কিবা ফল বল ?' আস্ফালি গাণ্ডীব,
ইন্দ্র অস্ত্র সন্ধানিয়া, বীর ধনঞ্জয়,
ভূপালগণেরে বিদ্ধ করিল অচীরে ;
দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, দেব, মানিল বিস্ময় !
অনিল ক্ষুভিত যথা বিস্তৃত অর্ণব
ছিন্ন ভিন্ন হয় তথা বিশাল কৌরব।

সারথি নক্ষত্রবেগে চালাইল রথ,
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিতে করিতে।
হেরিয়া অর্জ্জুন মূর্ত্তি, ভীষ্ম বীরমণি,
মহারথগণ সহ ভেটিল বিজয়ে।
বাজিল তুমুল রণ ; অহো মহারাজ,
দ্রোণাচার্য্য অগ্নিমূর্ত্তি নাশে পলে পলে
পাণ্ডবপক্ষীয় বীরে ; শিখণ্ডী সহিত

অশ্বত্থামা প্রাণপণে করিছে সংগ্রাম।
ওই শিখণ্ডীর অশ্ব সারথি পড়িল!
লম্ফ ছাড়ি বীরবর অবতরি ভূমে,
অসি চর্ম্ম ধরি করে ভ্রমিতে লাগিল।
সাত্যকি সহিত যুঝি বীর অলম্বুষ
পলাইছে ভয়ে দূরে! এ কি হ'ল হায়!
ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনে পরাজিল রণে!
ক্রোধভরে হাস্য করি বীর বৃকোদর
পরাজিল অবহেলে কৃতবর্ম্মা শূরে;
দণ্ডপাণি যম যেন, ধন্য ভীমসেন!
মহাসার আরম্ভিল কৌরব ভিতরে।'
শোকার্ত্ত হৃদয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র কয়—
"হে সঞ্জয়! ভাগ্য মম নিতান্ত কঠোর)
ভীষণ তরঙ্গাঘাতে নদীকূল যথা,
ক্ষয় প্রাপ্ত দিনে দিনে কুরুকুল হায়।
সঞ্জয়, দৈবই সব, বল তার পর।"
"তার পর?" আরম্ভিল দূরদর্শী পুনঃ,
"এইবার দিনমণি পূর্ব্ব অর্দ্ধ ছাড়ি,
পশ্চিমার্দ্ধ পথে রথ করিল চালিত।
অহো! এ কি দৃশ্য? কি ভীষণ দৃশ্য, হায়!
যুগান্ত কালীন যথা তীব্র হুতাশন
প্রজ্বলিত হয় বেগে নাশিতে ভূধর,

যুধিষ্ঠির মহারোষে প্রদীপ্ত তেমতি!
হেরি তাহা দেবগণ গণিছে প্রমাদ।
প্রশমিত করি রোষ ধীর ধর্ম্মরাজ
এড়িল নিশিত বাণ শ্রুতায়ু উপরে;
সারথি সহিত অশ্ব চুমিল ধরণি,
শ্রুতায়ু পরাণ লয়ে পলাইব দূরে।

নিষ্কোশিত অসি করে কৃপ চেকিতান
করিছে অদ্ভুত ক্রীড়া, লাখে লাখে লাখে,
ঘুরে অসি অবিরত, খেলিছে বিজুলি
তাহে ধাঁধিয়া নয়ন; ঘুরে বীর দ্বয়,
কভু কাছে, কভু দূরে, কভু বা অন্তরে,
আক্রমিছে দোঁহে দোঁহা বিপুল বিক্রমে;
পরিশ্রান্ত দুই জনে ক্ষণকাল পরে,
পরিল ভূধর অঙ্গে হইয়া মূর্চ্ছিত।

করকর্ষ চেকিতানে লইয়া রথেতে,
শকুনি কৃপেরে লয়ে করিল প্রস্থান।

চিত্রসেন, দুর্ম্মর্ষণ বিকর্ণে লইয়া,
খেলিতেছে অভিমন্যু বিপুল পুলকে;
ধন্য শিক্ষা বালকের! কেন না হইবে;
জনকের গুণাবলী তনয়ে লক্ষিত,
মৃগেন্দ্র শাবক ধরে মৃগেন্দ্রবিক্রম;
সুভদ্রা জননী যার বিজয় জনক,

কেন না হইবে তার হেন পরাক্রম ?
পুত্তলি লইয়া যথা খেলা করে শিশু,
ওই বীরত্রয় সহ খেলিছে আর্জ্জুনি।
তাহা দেখি সেনাপতি ভীষ্ম মহারথ
চালাইল রথ শীঘ্র অভিমন্যুমুখে।

বাধিল বিষম যুদ্ধ আর্জ্জুনি সহিত।
ও কি, মহারাজ! শত কুরুরথী সহ
যুঝিছে আর্জ্জুনি একা অপূর্ব্ব কৌশলে!
ওই ধায় ধনঞ্জয় রক্ষিতে কুমারে!

শিখণ্ডী চলেছে পাছে আর নৃপগণ
রক্ষিতে অর্জ্জুন পৃষ্ঠ সমর প্রাঙ্গণে।
এইবার, মহারাজ, কি হয় সমরে!
একত্র মিলিত এবে বীরেন্দ্র সকল;
শিখণ্ডী শান্তনু সুতে করিছে প্রহার,
কাপুরুষ নপুংশক ভাবিয়া মনেতে
শিখণ্ডীরে ঘৃণা করি, ধাইল গাঙ্গেয়,
যেথায় কিরীটি স্থির কপিধ্বজ রথে।
দেবব্রতে হেরি পার্থ পুরিল সন্ধান;
ভীষ্ম হস্তে ভীম ধনুঃ ঘুরে অবিরত,
শায়কে চপলা খেলে থমকে থমকে।
ধায় অস্ত্র শূন্য মার্গে গরজি গম্ভীরে,
খণ্ড মুণ্ড সহ পুনঃ পড়িছে ধরায়;

দেবদৈত্যনরত্রাস এ হেন সমর
কেমনে কহিব আমি? কহ হে রাজন!
বহিছে রুধির নদী, ভাসমান তাহে
ছিন্ন দেহ, ভিন্ন বর্ম্ম, অশ্ব, রথ গজ।
ধূলিতে বাণেতে এবে আঁধার চৌদিক,
নিশ্চল বায়ুর বেগ সমর প্রাঙ্গণে,
ভানুমান অস্তাচলে করিল গমন,
কিছু না দেখিতে আর পেতেছি রাজন!
ওই যে শঙ্খের ধ্বনি উঠিল আবার,
পাণ্ডব কৌরব দল ফিরিছে শিবিরে
অতিক্রমি প্রবাহিত রুধিরের নদী।"
সঞ্জয়ের মুখে শুনি সমর বারতা,
বসিলেন মৌনভাবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা।

দ্বাদশ সর্গ।

প্রভাতে আবার উঠে কলরব,
সমরে চলেছে কৌরব পাণ্ডব,
কাঁপিছে বিপুল ধরা বীর-পদ-ভরে
শৃঙ্গাটক ব্যূহ রচে যুধিষ্ঠির,
মহা ব্যূহ রচে গাঙ্গেয় সুধীর,

কৌরব পাণ্ডব সেনা হেরে পরস্পরে,
শঙ্খধ্বনি শুনি ধনুর্ব্বাণ করে,
প্রবৃত্ত সকলে ভীষণ সমরে।

ভুজঙ্গ সদৃশ শর ধায় অবিরত;
গিরিশৃঙ্গ সম গদা হয় নিপতিত।
সমরে গাঙ্গেয় যেন কালান্তক যম,
রোধিতে তাহারে কেহ নহেক সক্ষম।

মহাবল ধনুর্দ্ধর এক মাত্র বৃকোদর
সাহস করিয়া স্থির ভীষ্মের সমরে।
ভীষ্মকে রক্ষিতে রণে, সোদরগণের সনে,
দুর্য্যোধন অবিরল শরবৃষ্টি করে।

ভীষ্মের সারথী পাইল নিধন,
রথ লয়ে অশ্ব করিল গমন,
অবসর লভি ভীম হইল সত্বর।
বহ্বাশী সুনাভ আর পঙ্কজন,
ভীমের বাণেতে পাইল নিধন,
ভয়াকুল দুর্য্যোধন কাঁপে থর থর।
সাত ভ্রাতা হত দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
ভীষ্মের সমীপে শীঘ্র করিল গমন।

শুনিয়া নৃপতি বাণি তার দুঃখ অনুমানি
ভীম মুখে দেবব্রত করিল গমন।
ভীম ভীষ্মে মহারণ, নানা অস্ত্র বরিষণ,
রণস্থলে প্রতিহত হইল পবন।

তবু রণজয়ী ভীম মহাবল,
দিব্য শরে সবে করিছে বিকল।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ রাজা যুধিষ্ঠির,
ভীমের বিপদ হেরি হইল অধীর।
চলিল সকলে মিলি ভীমেরে রক্ষিতে,
বাধিল তুমুল যুদ্ধ অদ্ভুত দেখিতে।
অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য, ভগদত্ত বীর,
বাণাঘাতে বৃকোদরে করিল অস্থির।

কিরীটি গাণ্ডীব করে, ব্যাকুল ভীমের তরে,
কহিল কেশবে—"চল দাদার নিকটে,
যত কুরু রথীগণ, ওই স্থলে করে রণ,
পড়েছে অগ্রজ আজি বিষম সঙ্কটে।"

মহারথ ধনঞ্জয় আসিয়া সত্বরে,
ধরি শরাসন রোষে শরবৃষ্টি করে।
অস্ত্রপুঞ্জ, ধূলিজাল, ছাইল গগন;
পরাণ চমকে শুনি বাণের গর্জ্জন,

মহা কোলাহলে যেন ফাটিছে গগন,
এইরূপে প্রহরেক হয় ঘোর রণ।
অনন্তর দিনপতি গেলা অস্তাচলে,
শিবিরের অভিমুখে ফিরিল সকলে।
নক্ষত্র ভূষিত গগন মণ্ডল,
জল, স্থল, ব্যোম নিস্তব্ধ সকল,
নিরব বিহগ ভয়েতে বিহ্বল,
কৌরব শিবিরে শোকেতে বিকল,
রাজা দুর্য্যোধন রয়েছে বসি।

কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনির সনে,
মন্ত্রণায় রত; "কি হবে এ রণে,
কহ কর্ণ সখা," কহিল রাজন,
"কেন পাণ্ডবেরে করে না নিধন,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ সমরে পশি?"

দিন দিন মম সেনাবলক্ষয়,
কিরূপে হইবে আমাদের জয়?
'পাণ্ডব অবধ্য' পিতামহ কয়,
মনেতে আমার উদিছে সংশয়,
প্রবঞ্চিত বুঝি হইব রণে!

কহিল রাধেয় অহঙ্কারে তবে—
"বৃথা শোক করি কিবা ফল হবে?

শুন নৃপবর, আমার বচন,
যদি রণ ত্যজে শান্তনুনন্দন,
বিনাশিব আমি পাণ্ডবগণে।

প্রতিজ্ঞা আমার শুন, হে রাজন,
আমি শত্রুনাশ করিব সাধন,
ভীষ্ম কার্য্য নয় অরাতি নিধন,
জয় পরাজয়ে নাহি তাঁর মন,
সতত পাণ্ডবে করেন স্নেহ ;

গাঙ্গেয় সমীপে যাও মহাশয়,
অস্ত্র ত্যাগ তরে কর অনুনয়,
যবে পিতামহ ত্যজিবেন রণ,
আমি যবে রণে করিব গমন,
পাণ্ডবে রক্ষিতে নারিবে কেহ !"

কর্ণ বাক্য শুনি রাজা দুর্য্যোধন,
ভীষ্মের শিবিরে করিল গমন,
হয়ে উপনীত গাঙ্গেয় সদনে,
প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণে,
কহিল রাজন কাতর স্বরে—

"শুন পিতামহ দাসের বচন,
পাণ্ডবে নাশিতে করগো যতন ;

তব বাহুবল হইলে আশ্রয়,
দেবাসুরে পারি করিতে বিজয়,
ভাবি কি কখন পাণ্ডব তরে ?

পাঞ্চাল, কেকয়, আর যোধগণে,
পাণ্ডব নিকরে,—বিনাশিয়া রণে,
হও সত্যবাদী, উদ্ধার কৌরবে,
বাসব যেমন বিনাশি দানবে,
উদ্ধার করিল অমরগণে ;

আর যদি তাত, মমতার তরে,
ক্ষম তুমি রণে পাণ্ডবনিকরে,
যুদ্ধ হেতু কর্ণে দাও অনুমতি,
তা হ'লে প্রভাতে কর্ণ মহামতি
নাশিবে পাণ্ডবে বান্ধব সনে।

দুর্যোধন বাক্যে ভীষ্ম মহাবলী,
ভুজঙ্গ সদৃশ কোপানলে জ্বলি
ছাড়িয়া নিশ্বাস ঘনে ঘনে ঘনে,
কহিল সরোষে—"সমর আগুনে
এ ছাড় জীবন তোমার তরে।

আহুতি দিতেছি, তবু এ কি কথা ?
কেন বাক্যানলে দহ মোরে বৃথা ?

বাতুল কর্ণের শুনো না বচন,
পাণ্ডব অজেয়, জেনো হে রাজন,
নহে কেহ স্থির অর্জ্জুন শরে

যখন খাণ্ডবে পরাজি বাসবে,
অর্জ্জুন অগ্নির তৃপ্তি করিল সাধন,
দেখ বিচারিয়া দেখ হে রাজন,
পার্থ বিক্রমের এই দিব্য নিদর্শন !
গন্ধর্ব্বেরা যবে বল প্রকাশিয়া
অবাধে তোমারে দেখ করিল হরণ,
শত ভ্রাতা তব, আর কর্ণ সখা,
করিল সকলে যবে ভয়ে পলায়ন ;
একাকী অর্জ্জুন নিজ ভুজবলে
করিল উদ্ধার তব করি ঘোর রণ,
দেখ বিচারিয়া, দেখ, হে রাজন !
পার্থ বিক্রমের এই দিব্য নিদর্শন।
বিরাট নগরে গো-গৃহে আবার
একাকী অর্জ্জুন আসি আক্রমিল যবে,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা,
শত ভ্রাতা দুর্য্যোধন, যুঝেছিল সবে !
অবাধে অর্জ্জুন পরাজি সবারে
একে একে করেছিল বসন গ্রহণ,

দেখ নরপাল ভাবি দেখ মনে
পার্থ বিক্রমের এই দিব্য নিদর্শন।
সমরে অর্জ্জুন তুষিয়া শঙ্করে
পাশুপত মহা অস্ত্র করে'ছে গ্রহণ,
এক রথে পার্থ ইন্দ্রের অজেয়
নিবাত কবচগণে করে'ছে নিধন,
তুষ্ট দেবগণ দিয়াছেন তারে
কত অস্ত্র, কেবা তাহা করিবে বর্ণন!
দেখ বিচারিয়া দেখ হে রাজন
পার্থ বিক্রমের এই দিব্য নিদর্শন!
শঙ্খ চক্রধারি গোবিন্দ রক্ষক
হেন ধনঞ্জয় কেবা পরাজিবে রণে?
তথাপি প্রভাতে করি প্রাণপণ
দেখিবে যুঝিব আমি কিরীটীর সনে।
শিখণ্ডী ব্যতীত সোমক পাঞ্চালে
প্রেরিব সবারে কালি শমন সদন,
সুখে নিদ্রা যাও, বাছা দুর্য্যোধন,
করিব তোমার কালি আনন্দবর্দ্ধন।"
কহিল নৃপতি ভীষ্মে সম্বোধিয়া,
"শিখণ্ডীর সনে কেন না করিবে রণ?
সেও কি অবধ্য? কিম্বা অন্যমত
শুনিতে বাসনা মম তার বিবরণ।"

"রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভ্রাতারে
পালিনু প্রতিজ্ঞা মম ;
শুনিলাম এক দিন হ'য়ে স্বয়ম্বরা
সরোজ কুসুম সম
আছে তিন চারু কন্যা কাশীর রাজার।"
গাঙ্গেয় কহিল তবে,
"বিচীত্রবীর্য্যের হেরি পরিণয় কাল,
ভাবিনু হরিতে হবে
অম্বালিকা, অম্বা, আর অম্বিকা কুসুমে
প্রকাশি বাহুর বল,
বীর্য্য শুল্কা সবে শুনি একেশ্বরে আমি
চলিনু সমর স্থল।

আহূত নরেন্দ্রগণে কহিলাম আমি—
'গাঙ্গেয় হরিছে বলে
কাশীরাজ কন্যাত্রয়ে, উদ্ধার তোমরা
বলি মোরে রণস্থলে।'
পরাজি নৃপতিবর্গে রথ পৃষ্ঠে আনি
কাশীরাজ-সুতাগণে ;
করিলাম আয়োজন পরিণয় লাগি
কনিষ্ঠ ভ্রাতার সনে।

এত দেখি জ্যেষ্ঠা অম্বা সলজ্জ হইয়া
কহিল বিযুক্ত করে—

"শাল্বরাজে মনে মনে করেছি বরণ
তিনিও আমার তরে
প্রতীক্ষা করেন সদা এই সে কারণ
আমায় ছাড়িয়া দাও,
হে ভীষ্ম, শাস্ত্রজ্ঞ তুমি কোন্ বিধি মতে—
আমারে রাখিতে চাও ?"

মগ আজ্ঞা পেয়ে কাশীরাজ-বালা
সঙ্গেতে লইয়া ব্রাহ্মণগণে,
সৌভরাজ লাগি মন্থর গমনে
চলিতে লাগিল অনন্য মনে।
হ'য়ে উপনীতা শাল্বরাজ পুরে
সম্ভ্রমে রাজার নিকটে গিয়া
কহিল ললনা,—"ওহে মহাবাহো !
তুষিব তোমারে যে ধন দিয়া
আনিয়াছি তাহা, বরমাল্য লয়ে
এ ভক্তা বালারে বরণ কর।"
হাসিয়া তখন কহিল নৃপতি—
"বৃথা আশা তুমি হৃদয়ে ধর !
হে বরবর্ণিনি ! অন্যপূর্ব্বা তুমি,
ভার্য্যারূপে তোমা কেমনে লব ?
গাঙ্গেয় যখন হরিল তোমারে
উদে'ছিল প্রীতি হৃদয়ে তব ;

অন্যপূর্ব্বা তুমি, বল কোন্ জন
স্বগৃহে তোমারে লইতে পারে ?
যে জন হরে'ছে বাহুবলে তোমা
বরণ করগে হরষে তারে।"
"অন্যপূর্ব্বা আমি ? কি কহ রাজন,"
কহিল ললনা গম্ভীর স্বরে,—
"অন্যপূর্ব্বা আমি ? যদি ইহা হয়,
অম্বা নিজ প্রাণ বৃথাই ধরে ;
তোমার লাগিয়া ভাবি নিশি দিন
অন্যবর আমি ভাবি না কভু,
মস্তক ছুঁইয়া করিনু শপথ,
সাদরে আমারে ভজুন প্রভু !"
তথাপি নৃপতি হইয়া কুপিত
অন্যপূর্ব্বা বলি—ত্যজিল তারে,
কুসুমে গঠিত বালিকা হৃদয়
আর কত ব্যথা সহিতে পারে !
কাঁদিয়া তখন ধীরে ধীরে ধীরে
নগর ত্যজিয়া চলিল বালা,"
আহা মরি !
কোথা বরমালা দুলিবে গলেতে,
জ্বলিল হৃদয়ে অনল মালা।
জীবনের সুখ, বঞ্চিতা তাহাতে—
মিটিল না আশ জগতে তব !

পাইলে না ভালবাসা ? হায় মরি !
ত্যজিল তোমার হৃদয় ধব !
কি করিবে তবে ? ভ্রমিবে কাননে ?
ঝরিয়ে যাইবে তপন তাপে,
যৌবন-কুসুম শুকাবে অকালে,
এ যাতনা তব কাহার শাপে ?
"চলিল ললনা, ঘুরিল নয়ন
ভাতিল বয়ানে অপূর্ব্ব ছায়া,
জ্বলিল পরাণে তীব্র হুতাশন,
কাঁপিল কুন্তল, কাপিল কায়া !
ধীরে ধীরে আসি তাপস আশ্রমে
দু'খের কাহিনী কহিল বালা,

তাপসেরা তবে কহিল তাহারে
জুড়াতে তাহার প্রাণের জ্বালা—
"যাও বালা তুমি—জামদগ্ন্য পাশে
কহগে তাহারে তোমার কথা,
মহাবল রাম দয়ার সাগর
অচীরে ঘুচাবে মরম ব্যথা ;
হে হোত্রবাহণ ! মাতামহ তুমি
এ ললনা তব রক্ষিতা বটে,
কন্থালয়ে যাও ভার্গব নিকটে,
সঙ্গে গেলে যদি সুবিধা ঘটে !"

রাম পাশে আসি মাতামহ সনে
কহিল ভাগিনী কাতর স্বরে—
"হে ঋষি সত্তম! নিমগ্না শোকেতে
অবলা বালিকা পু'ড়িয়া মরে,
রক্ষা কর প্রভু;" ধ্যানস্থ ভার্গব
বিস্ময়ে চাহিয়া বালিকা পানে
কহিল গম্ভীরে—'কি মাগ ললনা,
কি শোক জাগিছে তোমার প্রাণে?
অম্বা পিতামহ কহিল তখন—
'কাশীরাজ-সুতা, দৌহিত্রী আমার
এই যে ললনা করিছে ক্রন্দন
শুন কৃপা করি কাহিনী ইহার।'
ভার্গবে তখন বৃত্তান্ত নিবেদি—
জামদাগ্ন পদ ধরিল বালা;
ভৃগু শ্রেষ্ঠ রাম কহিল তখন
জুড়াতে অবলা হৃদয় জালা—
"সুমধ্যমে! তব উদ্দেশ্য মহৎ
অবশ্য ঘুচাব তোমার ব্যথা,
ভীষ্মের সদনে প্রেরিব সন্দেশ—
গাঙ্গেয় শুনিবে আমার কথা।"
কাঁপিতে কাঁপিতে কাশীরাজ-সুতা—
কহিল আবার করুণ স্বরে—

"মহাব্রত মম বিপদের মূল
এ যাতনা মম ভীষ্মের তরে;
হে ভৃগু শার্দ্দুল! ভীষ্ম বৈরী মম
রণ রঙ্গে ভেট তাহার সনে,
বিনাশ তাহারে, পুরন্দর যথা
বৃত্রে বিনাশিল সম্মুখ রণে।

এ প্রতিজ্ঞা তব ব্রাহ্মণ সমক্ষে
বিদিত জগতে শুনেছে সবে,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র মাঝে
ব্রহ্মদেষ্টা যেই হইবে ভবে,
সমগ্র ক্ষত্রিয়ে পরাজিবে যেই
বিনাশিবে তুমি সম্মুখ রণে,
কহেছিলে আর রাখিবে বিপদে
শরণার্থী আর ভয়ার্ত্ত জনে।

কুরুকুল ধুরন্ধর ভীষ্মও হ'য়েছে
বিজয়ী ক্ষত্রিয় রণে,
হে ভৃগুনন্দন রাম! ধনুর্ব্বাণ ধরি—
যুদ্ধ কর তার সনে;
আমিও শরণাগত পদেতে তোমার
রক্ষা যোগ্য আমি প্রভু,
এ ক্ষুদ্র মিনতি, হায়! তব পদযুগে
হয় কি নিষ্ফল কভু?"

সঙ্গে ল'য়ে বিপ্রগণে কাশীরাজ সুতা সনে
সরস্বতী তীরে রাম নিবিষ্ট হইয়া,
আমারে ডাকিয়া পরে কহিল গম্ভীর স্বরে—
'স্পৃহাহীন হ'য়ে তুমি কেমন করিয়া
হরেছিলে এ ললনা ? পুনঃ পাতি কি ছলনা
ত্যজিলে ইহারে বল, কিসের লাগিয়া ?
তব স্পর্শ দোষ তরে এই রাজ পুত্রীবরে
ত্যজিয়াছে শাল্বরাজ সন্দেহ করিয়া
দূর কর অন্য ভাব, স্বধর্ম্ম করুক লাভ
এ কুমারী, প্রতিগ্রহ কর এ বালারে।'

'অসম্ভব, হে ভার্গব ! তোমার প্রয়াস সব'
কহিলাম আমি—'বৃথা সেধো'না আমারে,
ভয়, দয়া, অর্থলোভ, আমার চিত্তের ক্ষোভ
পারিবে না প্রশমিতে, শুনহে ব্রাহ্মণ !'
মোর প্রতি হ'য়ে বাম পর্য্যাকুল নেত্রে রাম
কহিল 'আমার বাক্য করহে পালন,
নহিলে অদ্যই রণে অমাত্যগণের সনে,
বিনাশিব তোরে আমি কহিনু নিশ্চয় ;'
ক্রোধ উপশম তরে কাতর বিনয় স্বরে
করিলাম কত আমি বৃথা অনুনয়।
বারম্বার বাক্য শরে জ্বলিয়া কহিনু পরে
ক্ষত্রবীর আমি, শুন, হে শত্রুতাপন !

শাস্ত্রে কহে—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"
যুঝিব তোমার সাথে এই সে কারণ।

ত্রয়োবিংশ দিন যুঝি মোর সাথে
পরাজিত হইল ভার্গব;
কাশীরাজ-বালা হেরিয়া তখন
রাম সাধ্য নিরর্থক সব,
আরম্ভিল ব্রত, মম ধ্বংশ তরে
তপস্যায় তুষিয়া শঙ্করে
দ্রুপদের ঘরে শিখণ্ডিণী রূপে
জন্মে অম্বা আশুতোষ বরে।

পুত্র নির্ব্বিশেষে বিদ্যা বুদ্ধি দানে
শিবাদেশে পালিল বালায়,
দ্রুপদ-কুমারী ধনুর্ব্বেদ আদি
করে শিক্ষা দ্রোণের কৃপায়

শিখণ্ডীর সনে দশার্ণ ভূপতি
তনয়ার দিল পরিণয়,
দশার্ণ তনয়া কিছুদিন পরে
শিখণ্ডীর পেয়ে পরিচয়,

পাঠাইল দূতী পিতার সকাশে—
বিবরণ কহিয়া তাঁহায় ;
প্রবঞ্চনা হেরি দশার্ণ ভূপের
মহাক্রোধ উপজিল তায়।

প্রেরিল সন্দেশ দ্রুপদের কাছে
আদেশিয়া সাজিতে সমরে ;
হিরণ্য বর্ম্মার ভয়েতে দ্রুপদ
ব্যস্তমতি শিখণ্ডীর তরে।

লজ্জিতা হইয়া দ্রুপদ-তনয়া
প্রাণ নাশে সঙ্কল্প করিয়া,
স্থূণাকর্ণ নামে যক্ষের রক্ষিত
মহাবনে আসিল চলিয়া।

কিছুদিন পরে হেরিয়া বালায়
স্থূণাকর্ণ দয়ার্দ্র হইয়া,
নিজে নারী হ'য়ে দ্রুপদ কন্যারে
তুষিলেন পুরুষত্ব দিয়া।

এই সে শিখণ্ডী দ্রুপদ তনয়
জন্মিয়াছে নাশিতে আমারে,
জনমে রমণী এখন পুরুষ
না ভেটিব সমরে তাহারে।"

পিতামহ বাক্য শুনি রাজা দুর্য্যোধন,
মহা গর্ব্বে কহিলেন— "হে শক্রতাপন !
দ্রুপদবংশের ধ্বংশ করিতে সাধন
জন্মিয়াছে অশ্বত্থামা, তবে কি কারণ
ভয় কর শিখণ্ডীরে ? করি মহা রণ
সোমক পাঞ্চালগণে করগো নিধন।"
কুরুরাজ ভীষ্মপদে করিয়া প্রণাম
আপন শিবিরে গেলা করিতে বিশ্রাম।

ত্রয়োদশ সর্গ।

পূর্ব্বাকাশ যেথা চুমে ধরণী ললাট,
অরুণ বিমান সেথা শোভিল সুন্দর,
কত রঙ্গে বিচিত্রিত কে পারে বর্ণিতে !
বসিল তাহাতে হাসি দেব অংশুমালি ;
অতিজব তুরঙ্গম তপনে লইয়া,
চলিল বিমান পথে অচিরাংশু গতি ;
দেখাতে তাহারে বুঝি আজি মহারণ !
প্রতিজ্ঞা করেছে ভীষ্ম, শিখণ্ডী ব্যতীত
সোমক পাঞ্চালগণে করিবে সংহার !

অগাধ আনন্দে তাই ভাসি দুর্য্যোধন,
যেতেছে চঞ্চল পদে বীরগণ কাছে,
একে একে কহিবারে সাজিতে সমরে,
মাতিতে আহব-মদে নাচিতে উল্লাসে।

শূরকুল ইন্দু ভীষ্ম সাজিল সমরে
কার্ত্তিকেয় যেন রণে, শোভিল সুন্দর
বিশাল অংসল বপু, বিস্তৃত উরস,
অনিন্দ্য অঙ্গিকা তাহে রতনে খচিত ;
কোটিতে ভীষণ অসি, হস্তে ভীম ধনুঃ,
বামপৃষ্ঠে দীর্ঘ তূণ পূর্ণ অয়োমুখে।
চিন্তি ধর্ম্মরাজ মুখ কাঁদিল গাঙ্গেয়,
দুর্য্যোধনে ভাবি পুনঃ লভিল সান্ত্বনা।
ভীষণ অম্বুজ ধ্বনি করিয়া তখন,
সৈন্যে আদেশিল ভীষ্ম চলিতে সমরে।

শ্রেণীবদ্ধ কুরুচমূ দেখিতে সুন্দর
বামে চলে তুরঙ্গম, দক্ষিণে বারণ,
সম্মুখে পদাতি চলে প্রাচীর সদৃশ,
থরে থরে রথমালা চলে মধ্যভাগে।
পত পতে উড়ে ধ্বজ বিমানের চূড়ে,
নীল, লাল, পীত, শুভ্র অদ্ভুত দেখিতে,
বিবিধ ফুলের মালা যেন শূন্য দেশে।

নিষ্কোসিত অসি করে চলে বীরগণ,
সূর্য্যকর ফলি তাহে ঝকিছে অম্বরে,
সৌদামিনী খেলে যেন কাদম্বিনী কোলে।

নিশ্চল, নিস্পন্দ, স্থির পাণ্ডব-বাহিনী,
মহাবাত্যারম্ভ পূর্ব্বে মহার্ণব যথা।
ভীমাকৃতি ভীমসেন, ভীম গদা করে
দাঁড়ায়ে ব্যূহের দ্বারে দণ্ডপাণি যেন;
বীরবর্ম্ম শোভে দেহে, মস্তকে কিরীট,
চমকে চপলা তাহে, স্বর্ণ-পৃষ্ঠ-ধনুঃ
দুলিতেছে বামস্কন্ধে নিষঙ্গ সহিত,
কোষবদ্ধ তীক্ষ্ণ অসি কোটিতে লম্বিত।

কুরুক্ষেত্রে উপনীত কৌরব পাণ্ডব;
অকস্মাৎ তিরোহিত হইল তপন,
অকস্মাৎ মহা শব্দে কাঁপিল মেদিনী,
খেচর নিনাদ করি ভ্রমিতে লাগিল
চতুর্দ্দিকে, স্থলচর গণিল প্রমাদ,
বহিল তুমুল ঝড় দিক্ আলোড়িয়া,
অশিব শিবার রব উঠিল সহসা,
দপ্‌দপে চারিদিকে জ্বলিল পাবক,
রুধির মিশ্রিত অস্থি, পাংশু রাশি রাশি,
মহোল্কা সূর্য্যের সাথে পড়িল ভূতলে;

গোমায়ু, কুক্কুর, কাক ধাইল চৌদিকে
ভীষণ নিনাদ করি, পাণ্ডব কৌরব
উঠিল কাঁপিয়া ভয়ে, বনরাজি যথা
প্রবল পবনাঘাতে, অথবা যেমতি
বাতোদ্ধত মহার্ণব প্রলয়ের কালে।

কতক্ষণে স্তব্ধ ভাব ধরিল ভূধর,
আবার হাসিল ভানু দিক্ আলোকিয়া,
পাণ্ডব কৌরব দলে বাধিল সংগ্রাম।
মহারথ অভিমন্যু চড়ি হেম রথে
বিপক্ষ পক্ষীয় বূ্যহ ভেদিল অচীরে।
অর্জ্জুন তনয় মুক্ত যমদণ্ডোপম
সুতীক্ষ্ণ কলম্বকুল, ধাইয়া অম্বরে,
(প্রজ্জ্বলিত আশীবিষ অন্তরীক্ষে যেন)
বিদীর্ণ করিল রথী, অশ্ব, গজ, নরে।
বিদ্রাবিত হয় রিপু আর্জ্জুনির শরে,
প্রবল বায়ুর বেগে তুলারাশি যথা।
দেবগণ সবিস্ময়ে কহিতে লাগিল—
"সাধু অভিমন্যু, সাধু কিরীটি তনয়!"
শুনিয়া বিমান পথে আর্জ্জুনি বিক্রম
ধৃতরাষ্ট্রে সম্বোধিয়া কহিল গান্ধারী
"মহারাজ, কাজ নাই আর এ সমরে,
নিবারণ কর প্রভো! তোমার তনয়ে,

অভি মন্যু বালকের দেখ পরাক্রম,
স্বর্গ হ'তে দেবগণ দেয় সাধুবাদ,
পার্থ হ'তে অর্দ্ধগুণ রথী এ বালক !
অর্জ্জুন সহিত যবে মিলিবে আর্জ্জুনি
কে তারে আঁটিবে রণে ? বহু তরুরাজি
যুক্ত বটে বনস্থলী, কিন্তু ভেবে দেখ,
পশে যদি দাবানল সে ঘোর বিপিনে,
আর যদি প্রভঞ্জন যোগ দেয় তাহে,
বাঁচে কি বিটপিকুল ? মজিল কৌরব,
কেহ না রহিবে আর বংশে দিতে বাতি।

শুনেছি, লঙ্কেশ দাপে কাঁপিত ভূতল,
দেবগণ ত্রস্তচিত ছিল তার ডরে,
রাবণ ভয়েতে ভীত ষড়ঋতুগণ
সেবিত তাহারে নিত্য ; বীরপূর্ণ ছিল
লঙ্কাপুরি, বাসব বিজয়ী ছিল পুত্র
মেঘনাদ, আর আর পুত্র কত শত
বিক্রমে অতুল ছিল ; কিন্তু যবে হায় !
পাপমতি দশানন হরিল জানকী
টলিল কনক লঙ্কা, গেল পলাইয়া
চিরবদ্ধ রক্ষ লক্ষ্মী, তিমির গহ্বরে
ডুবিল লঙ্কার রবি লঙ্কা আঁধারিয়া ;
সবংশে মজিল পাপী রাঘবের হাতে।

কুরুক্ষেত্রে দশ দিন।

রজঃস্বলা দ্রৌপদীর করিয়া নিগ্রহ
মহা পাপপঙ্কে মগ্ন বাছা দুর্য্যোধন,
অবশ্য মজিবে মূঢ়, মজাবে সবারে।
দাও প্রভো! পঞ্চগ্রাম প্রবল পাণ্ডবে,
দুখিনীর পুত্রগণে রাখ এ বিপদে।”
কহে অন্ধরাজ তবে প্রিয়ারে সম্ভাষি—
“নিজ কর্ম্মদোষে মজে যে অবোধ নর
কে তারে নিবারে বল? স্বেচ্ছায় যে জন
ভাঙ্গয়ে মঙ্গল ঘট চরণ আঘাতে,
দম্ভে অবহেলে যেই গুরুজন বাণি,
শ্বাপদ হইয়া যেবা মাতঙ্গ মস্তকে
করে দর্পে পদাঘাত, কে রক্ষিবে তারে?
শৃগাল যদ্যপি ভেটে শার্দ্দূলে সংগ্রামে,
ফিরে সেকি নিজালয়ে জীবন লইয়া?
বিষধর পুচ্ছ ধরি টানে যেই জন
অবশ্য দংশয়ে তারে সে কাল ভুজগ!
দেবকুলে অবহেলা করে যদি কেহ
লভে কি সৌভাগ্য কভু সেই মন্দ-মতি?
বিধির ক্রোধাগ্নি এবে জ্বলিয়াছে হায়!
মরিবে পুড়িয়া তাহে দুষ্ট দুর্য্যোধন।”

চলিল আর্জ্জুনি রথ বিপক্ষ মর্দ্দিয়া;
দুর্য্যোধন আসি ত্বরা গাঙ্গেয় সমীপে

কহিল সন্তপ্ত চিত্তে— "হের পিতামহ,
অভিমন্যু ধায় বেগে ধরি ভীম শূল,
শিবশূল করে যথা বৃত্র মহাশূর!
পলায় কৌরব যোধ ত্যজিয়া সমর
বৃত্রভয়ে ভীত যেন অমর সেনানী!
নিবারণ কর তাত, দুর্দ্দম বালকে,
ছি! ছি! কি কহিবে শুনি পুরনারী-ব্রজ!
এ বারতা যবে হায়! পশিবে নগরে?
মাতৃ অঙ্কে শিশুগণ হাসিবে ঘৃণায়!"

ধাইল গঙ্গার সুত অভিমন্যু মুখে;
সহসা হেরিল পথে বীর বৃকোদরে
বজ্রসম গদা করে, ঘূর্ণিত নয়ন!
"ছাড় পথ ভীমসেন" কহিল গাঙ্গেয়,
"ভেটিব সমরে আজি অভিমন্যু শূরে।"
হাসিয়া কহিল ভীম— বৃথা আশা তাত,
বৃথা এ সাধনা তব, সম্মুখে তোমার
অজগর বিষধর ঊর্দ্ধগত শির
বিবর দুয়ারে বসি রক্ষিছে শাবকে,
না বিনাশি তারে অগ্রে, বলহে কেমনে
পশিবে বিবর মধ্যে নাশিতে শাবক?
স্তনদানে পালে মাতা আপন তনয়ে
স্বেচ্ছায় জননী কভু দেয় কি তাহারে

কৃতান্তের কাল ক্রোড়ে? রুদ্ধদ্বার গৃহে
আছে রত্ন, পশ গৃহে, (তস্কর যেমতি)
ভাঙ্গিয়া বিক্রমে এই ভীষণ তোরণ;
যুঝ অগ্রে বীরবর, ভীমসেন সাথে,
উপার শাল্মলী তরু নিজ ভুজবলে,
পরে সে ভেটিবে রণে অভিমন্যু শূরে
এস দেখি, বৃদ্ধযুবা, ধর কত বল।"
বাধিল ভীষণ যুদ্ধ ভীষ্ম বৃকোদরে;
উঠিল শিঞ্জিনি ধ্বনি রোধিয়া শ্রবণ,
ছুটিল শায়কগুচ্ছ দিক আঁধারিয়া।

হেনকালে ধনঞ্জয় কপিধ্বজ রথে
উত্তরিল দ্রুতবেগে ভীমের নিকটে;
"শীঘ্রগতি হে অগ্রজ," কহিল অর্জ্জুন,
"যাও অভি পাশে, মহা মহা রথী সহ
যুঝিছে একাকী বীর অতুল বিক্রমে,
আমি নিবারিব আজি বৃদ্ধ পিতামহে।"
ভীমের স্যন্দন বেগে ছুটিল সেথায়
যেথায় যুঝিছে অভি বসি হেম রথে
ভগদত্ত, দুঃশাসন, জয়দ্রথ সাথে।
যুঝিতেছে পার্থ হেথা দেবব্রত সনে
মৃদুগতি, চিত্তভ্রম হ'তেছে সর্ব্বদা;
ভাবিছে অর্জ্জুন মনে— 'এই পিতামহ!

স্নেহের পুত্তলি সম আদরে যে জন
পালিত অঙ্কেতে তুলি মুছাইয়া ধূলি!
আপনার ভোজ্যদ্রব্য বিভক্ত করিয়া
সাদরে বদনে তুলি দিত যেই জন,
পিতা বলি ডাকিলে যে কহিত আদরে
'পিতা নহি আমি তোর ওরে যাদুমণি,
পিতা বলে মোরে তোর জনক জননী।'

অস্ত্রশিক্ষা কালে যেই কহিত আমারে
'অদ্ভুত ল'ভেছ শিক্ষা, তোমার বিক্রমে
শত্রুহীন হবে ধরা, শচীকান্ত যদি
ধনুঃ করে ভেটে রণে তোমারে বাছনি!
পরাজিত হয় ইন্দ্র; ক্ষত্রিয় রতন!
ক্ষত্রিয়ের মান তুই রাখিবি ধরায়।'

হায়! শত্রু আজি সেই পিতামহ মম!
নিঃশত্রু করিব ধরা বধিয়া তাহারে?
ক্ষত্রিয়-ভূষণ আমি এই কার্য্য তরে!
ধিক্ মোরে, ধিক্ শিক্ষা, ধিক্ বাহুবল্!
অতল অম্বুধি জলে ডুবিলে যেমতি
রুদ্ধশ্বাস গতপ্রাণ হয় নরগণ,
সমর-সাগরে ডুবি পার্থও তেমতি।
খসিয়া পড়িছে কভু গাণ্ডীব সহসা,
কভু বা মুছিছে বীর নয়নের নীর।

জর্জ্জরিত ভীষ্মশরে, গোবিন্দ তখন
হেরিয়া অর্জ্জুন-যুদ্ধ, আরক্ত-নয়নে
কহিল ভৎর্সনা করি— "ছি ছি! ধনঞ্জয়!
এই কি বীরের রণ? হে বীরপুঙ্গব!
নাহি কাজ যুদ্ধে আর তোমার অর্জ্জুন,
আমিই নাশিব আজি শূর দেবব্রতে।"

এতেক কহিয়া কৃষ্ণ কশা হস্তে করি,
লম্ফ ছাড়ি দাঁড়াইলেন মেদিনী উরসে;
আতঙ্কে কাঁপিল ধরা কৃষ্ণ পদ চাপে;
কাঁপিল বৈকুণ্ঠ-দ্বার, কাঁপিল বাসুকি;
বসিয়া চরণতলে সেবিছেন রমা—
বিষ্ণুর কোমল পদ, দেব পূজনীয়,
সহসা কাঁপিল তাঁর কমনীয় কায়া;
কহিলা কমলা সতী বিষ্ণুপদ ধরি—
"এ কি নাথ! কেন আজি কাঁপে মম দেহ!
বৈকুণ্ঠ তোরণ দেখ কাঁপিছে এখন (ও)
তোমার শীতল দেহ কেন উষ্ণ আজি?
কেন বা রক্তিম তব কমল-লোচন?
কমল-লোচন! অভাগিনী কাতরা ভয়েতে,
পশিল কি দৈত্য কোন পুনঃ স্বর্গপুরে?"

কহিলা গোলোকপতি মধুমাখা স্বরে—
"ভয় নাই, প্রিয়তমে, নহে অন্য কিছু,

কৃষ্ণরূপে এক অংশে অবতার আমি
মহীতলে, কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব সহায় ;
দেবব্রত সনে পার্থ করিছে সমর
মৃদুভাবে, পার্থে শিক্ষা দিতে আমি
ভাক্ত ক্রোধভরে, এবে কশা হস্তে ধরি
ধাইতেছি ভীষ্মবধে, চাহ মর্ত্তপানে।"

দেখিলা কমলা দেবী কুরুক্ষেত্রে চাহি,
বিশাল নগেন্দ্র সম, ভীষণ মুরতি
দাঁড়াইয়া কশা-করে দেব নারায়ণ ;
বিস্ফারিত আঁখিযুগ উগারে অনল,
সঘনে কম্পিত ওষ্ঠ, নাসারন্ধ্রে শ্বাস
বাহিরিছে ঘনে ঘনে, কুঞ্চিত ভ্রূযুগ,
পদতলে পার্থরথী ধরিয়া চরণ
করিছে শপথ, রণে যুঝিতে বিক্রমে।
হেরিছে কমলাক্ষি রমা অদ্ভুত সে খেলা,
হেনকালে বসুন্ধরা কাঁপিতে কাঁপিতে
কমলার পার্শ্বে আসি, কৃতাঞ্জলি পুটে,
কমলাবিলাসী পদে কহিতে লাগিলা—
"গোলোকবিহারি! তব এই কি বিচার ?
কুরুক্ষেত্রে সমবেত কত মহারথ,
ধ্বজোপরে কপিবর অর্জ্জুনের রথে,
দেব-দত্ত রথ তাহে সারথি স্বয়ং,

কত অশ্ব, গজ কত বীর কত কোটি
ভ্রমিতেছে বীর দাপে আমার উরসে,
একেই কাতর তাহে অভাগিনী প্রাণ,
হের, ক্ষত বক্ষ মম, বিদীর্ণ ললাট,
বহিছে রুধির স্রোত নির্ঝরের ধারে!

কেন প্রভু তবে পুনঃ দুঃখ দিতে মোরে
অবতীর্ণ রণস্থলে বিশ্বম্ভররূপে?
লাগে কি এতই ভাল দলিতে এ হিয়া
বারম্বার? সেই দিন মিটে নাই সাধ—
তৃতীয় দিবসে যবে এইরূপে তুমি
দলিলে এ হিয়া মম? ক্রমশঃ দুর্ব্বলা
হ'তেছে এ দাসী, প্রভো, নিত্য নিত্য হায়!
কেমনে সহিব আমি দুরন্ত যাতনা,
পারিব না আমি আর ধরিতে মেদিনী।"

এত কহি বসুন্ধরা কাঁদিলা মরমে,
হাসিয়া কহিলা বিষ্ণু কমলাবল্লভ—
"দেবি! যাও শীঘ্র, পুনঃ ধরগে মেদিনী,
আর অবতীর্ণ আমি হ'ব না সমরে,
দিব না যাতনা আর, অচীরে মজিবে
দুর্জ্জয় কৌরববৃন্দ, কালি মহারণে
পড়িবে শান্তনু-সুত শরশয্যোপরে
হইবে কৌরব রণ নয় দিন আর

বিধির বিধান ইহা কহিনু তোমারে,
করিতেছি দেখ আমি রথে আরোহণ।”

আইলা ধরিত্রী দেবী পুনঃ মহীতলে,
অর্জ্জুন মিনতি শুনি দেব গদাধর,
আসিয়া বসিলা পুনঃ বিমান পৃষ্ঠেতে।

মোহ ত্যজি ধনঞ্জয় ধরিয়া গাণ্ডীব
আরম্ভিল মহা রণ মহাব্রত সনে।
মহাশব্দে ধায় শর ভীষণ আকার;
অৰ্দ্ধপথে বাণে বাণে হ'য়ে সঙ্ঘর্ষণ
উঠিছে অনল-শিখা অন্তরীক্ষে যেন
চমকে চপলা মালা মেঘের ঘর্ষণে!

সুতীক্ষ্ণ কলম্বকুল উঠিয়া শূন্যেতে
ধরিছে বিবিধরূপ অদ্ভূত আকার,
ছায়াবাজী হয় যেন নীল নভঃস্থলে!
অহিরূপে কোন শর উৰ্দ্ধগত ফণা,
কেহ বা গরুড়রূপে ভক্ষিছে তাহারে;
কোন শর উগারিছে বহ্নি রাশি রাশি,
বারিধারা বর্ষে কেহ নির্ব্বাপিতে তাহা;
পরিঘ, মুদ্গর, শেল, ক্রকচ, মুশল,
মহাশব্দে ধরা-পৃষ্ঠে হ'তেছে পতিত,
চূর্ণ তাহে কত অশ্ব নর গজশিরঃ।
বিকট সমর হেরি দেব দিবাকর

অস্তাচল চূড়ে বসি মুদিলা নয়ন,
পশ্চাতে রজনী করি আইল গোধূলি,
পাণ্ডব কৌরব দল ফিরিল শিবিরে।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

জ্বলিতেছে তারামালা সুদূর গগনে,
তারা মাঝে সুধানিধি বসি ফুল্লাননে,
সেফালিকা দলে যেন কনক কমলা
জ্বলিতেছে দীপমালা প্রতি ঘরে ঘরে
রজনীর সমাগমে, সম্ভাষিয়া তারে।
বিরামদায়িনী নিদ্রা ফিরিছেন একা—
শান্তিবারি বরষিয়া অশান্ত হৃদয়ে—
হরিয়া দুখীর দুঃখ; সাধিছেন বৃথা—
যুবক যুবতীগণে মত্ত প্রেম-মদে :
　　দারুণ সমর-ক্লান্ত রাজা ধর্ম্মরাজ,
প্রশান্ত মুরতি, ধীর, গম্ভীর বদন,
(ধরমের শুভ্র ছায়া ফলিত তাহাতে)
উপবিষ্ট স্থিরভাবে করলগ্ন শিরে;
অলস অবশ কায়া, রক্তিম কপোল,

বহে তাহে স্বেদবারি ভিতিয়া বসন,
কাঁপিছে কুঞ্চিত ভুরু চিন্তার হিল্লোলে,—
দীর্ঘশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে বহিছে বেগেতে।
দ্রৌপদী ব্যজন ধীরে করে সঞ্চালন—
মুছায়ে অঙ্গের ঘর্ম্ম ; হৈমবতী সখি
যতনে ঔষধ লেপ করে ক্ষত মুখে।

কতক্ষণে শান্তিলাভ করি যুধিষ্ঠির
কহিলা হতাশ কণ্ঠে— "বৃথা শ্রম প্রিয়ে,
বৃথা আশা জয় লাভ কুরুক্ষেত্র রণে,—
ধন্য বীর দেবব্রত ! ধন্য শিক্ষা তাঁর !
শিঞ্জিনীর ক্রীড়া তাঁর কতই অদ্ভুত !
অবিরত চক্রাকারে ভ্রমে তাঁর ধনুঃ,
তার মাঝে রোষারক্ত পিতামহ মম,
আদিত্যমণ্ডলে যেন দেব ত্বিষাম্পতি,
বসেন আরক্ত নেত্রে, ত্রাসিয়া পাণ্ডবে।

না পারি হেরিতে তাঁরে, ছিদ্র নাহি পাই
সমরে তাঁহার কভু, না পারি বুঝিতে,
তূণীর হইতে শর লইয়া কখন,
লঘু হস্তে সন্ধানিয়া করেন নিক্ষেপ।

নারিনু পূরাতে, প্রিয়ে, তোমার কামনা,
নারিনু বসাতে তোমা হস্তিনা আসনে,
তোমার নিগ্রহ তরে প্রতিশোধ দানে

অক্ষম তোমার স্বামী, অক্ষম পাণ্ডব,
দুর্য্যোধনে, দুঃশাসনে, না শাস্তি সংগ্রামে,
ফিরিতেছি নিত্য নিত্য তোমার সদনে,
ধিক্ মোরে, ধিক্ পার্থে, ধিক্ বৃকোদরে !
চল, প্রিয়ে, যাই চলি গহন কাননে,
পরিব অজিন বাস, ফলতরু কাছে
মাগিব সুমিষ্ট ফল উদর পূরিতে,
বসিয়া তরুর মূলে অভাগা দুজনে,
(অভাগার সহবাসে তুমি অভাগিনী !)
মনজ্বালা সমীরণে কব উচ্চৈঃস্বরে,
প্রতিধ্বনি ঘুরে ঘুরে পর্ব্বত সমীপে
নিবেদিবে মম দুঃখ, গাইবে বিহঙ্গ—
আমার বিষাদ গান কাঁপায়ে গগণ,—
নির্ঝরিণী কাছে গিয়া বসিয়া বিরলে
বাহিয়া নয়ন নীর, দেখাইব তারে
আমার দুখের বারি বহে তীব্রতর।

হে কৃষ্ণ তুমিও বুঝি—" বলিতে বলিতে
বৃকোদর সহ কৃষ্ণ পার্থ, সহদেব,
নকুল সুধীর আসি, প্রণমিল সবে
ধর্ম্ম পদে, যুধিষ্ঠির আশীষিলা সবে।

পাঞ্চালী সখির সনে গেলা কক্ষান্তরে।
কহিলেন ধর্ম্মরাজ অচ্যুতে সম্বোধি—

"ভীম-পরাক্রম-ভীষ্মে দেখিলে মাধব ?
মর্দ্দিত করিলা ভীষ্ম আমার সেনানী,
দন্তী যথা অবহেলে দলে নল বন ;
হুতাশন রোষে যবে ভ্রমেণ গাঙ্গেয়
চারি ভিতে, হয় দগ্ধ সৈন্যকুল মম
সে অনলে, (তরুকুল যথা দাবানলে !)
ধাবমান, বিষপূর্ণ, ভীষণ তক্ষকে,
হেরিয়া, যেমতি নর, পলায় চৌদিকে,
মহাতঙ্কে প্রাণ লয়ে, না চাহি পশ্চাত,
সমরে গাঙ্গেয়ে হেরি ধাইতে তেমতি
পলায় সেনানী মম ত্যজিয়া আহব।

নিরর্থক কেন কৃষ্ণা পায় এত ক্লেশ !
শূর ভ্রাতৃগণ মম কেন অকারণ
রণশ্রান্ত নিত্য নিত্য বৃথা জয় আশে ?

সম্ভব দেবেন্দ্র ইন্দ্রে পরাজিতে রণে,
অসম্ভব ভীষ্মদেবে ভেটিতে সংগ্রামে !
হে কৃষ্ণ তুমিও বুঝি বাম মোর প্রতি ?
যাব আমি দূর বনে, পর্ব্বত কন্দরে,
না পারি সহিতে আর এ সব যাতনা।"

এত কহি নিরবিলা প্রথম পাণ্ডব।
"হে ধর্ম্মনন্দন" কহিলা মাধব তবে—
"আপনার ভ্রাতৃগণ দুর্জ্জয় সমরে,

সমর্থ শাসিতে তারা দেবাসুরগণে,
মহেন্দ্র বিক্রম তুল্য বিক্রম আমার,
সম্বন্ধে আবদ্ধ আমি অর্জ্জুনের সাথে,
আপনার শত্রু যারা মম অরি তারা ;
প্রতিজ্ঞা করেছে, পার্থ উপপ্লব্য গ্রামে
বধিবে সে দেবব্রতে সম্মুখ সমরে,
বিরত সংগ্রামে আমি এই সে কারণ,
এত দিন ভীষ্ম তাই জীবে ধরাধামে,
মাগি আজ্ঞা, কালি ভীষ্মে বধিব নিশ্চয়।"

কহিলেন ধীর কণ্ঠে রাজা যুধিষ্ঠির—
"মাধব! পুরুষসিংহ তুমি মহাবাহু,
শোভে বটে হেন উক্তি তোমার মুখেতে,
এই চরাচর বিশ্ব একত্র হইলে,
পারে কি সহিতে কভু তব বল বেগ ?
কি ছার গঙ্গার সুত, তোমার ইচ্ছায়
মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হয় স্থাবর জঙ্গম,
কিন্তু কি কাজ সে কাজে ? কহেছিলে তুমি-
না ধরিবে প্রহরণ কুরুক্ষেত্র রণে,
সফল হউক তব সে সত্যপরতা।"
নিরবিলা ধর্ম্মরাজ এতেক কহিয়া।

তারক নিধন লাগি যথা দেবগণ
পদ্মযোনি আলয়েতে বসি স্থিরভাবে

হর্ষহীন, ধ্যানমগ্ন, নিশ্চেষ্ট, নিরব,
তেমতি পাণ্ডবগণ, বসিয়া সকলে
ভীষ্মের বিনাশ তরে বিকল মানসে।
চিত্রিতপুত্তলি যথা অনিমেষ আঁখি
চাহিয়া রয়েছে সবে কৃষ্ণের বয়ানে।

প্রশান্ত, গম্ভীর, ধীর হিমানী যেমন,
উপবিষ্ট স্থিরভাবে দেব নারায়ণ
তর্জ্জনি চিবুকে স্থাপি চিন্তাকুল চিতে;
সমীরণ ভয়ে ভয়ে মৃদু সঞ্চালনে
ধীরে ধীরে হেলাইছে নিবিড় কুন্তল।

কতক্ষণে ধর্ম্মরাজ কহিলা আবার—
"চক্রপাণি, এক কথা হয়েছে স্মরণ,
বলেছেন পিতামহ আমার সকাশে,
সুমন্ত্রণা দান তিনি করিবেন মোরে,
সঙ্কটে পড়িব সবে আমরা যখন;
যাইব কি এবে সবে তাঁহার নিকটে?"
"উপযুক্ত যুক্তি বটে," কহিলা মাধব—
"চলুন সকলে যাই দেবব্রত পাশে,
তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে বুঝিব আমরা।"

বাসুদেবে অগ্রে করি অশ্বে আরোহিয়া
আয়ুধ কবচ ত্যজি, পাণ্ডুপুত্রগণ,
(বাসব প্রমুখ যেন দেবতা নিকর,)

চলিতে লাগিলা সবে ভীষ্মের শিবিরে।
কিছু দূর গিয়া পরে সমর শ্মশান!
জোছনা আলোকে সবে বিস্ময়ে হেরিলা,
(যতদূর চলে দৃষ্টি নিশিথে নরের)
ছিন্ন নরদেহ, মুণ্ড, মাতঙ্গ শরীর,
অশ্বসহ অশ্বারোহী, রথরথিগণ,
শায়ক, কার্ম্মুক, চক্র, অসি, গদা, তূণ,
স্তূপাকারে চারিভিতে রয়েছে পড়িয়া;
শোণিত কর্দ্দমে নামি শৃগাল, কুক্কুর
উল্লাসে ভক্ষিছে মাংস পূরিয়া উদর।

শোভিছে অদূরে কিবা কৌরব কটক
কত চন্দ্রাতপ তাহে উত্তোলিত হ'য়ে
খেলিতেছে চন্দ্রাতপে সমীরণ সনে।
কৌরব শিবির পঞ্চ যোজন বিস্তার,
ভ্রমিছে প্রহরী লক্ষ চারিভিতে তার,
করে ধনুঃ পৃষ্ঠে তূণ, কোটিদেশে অসি।
পূরব দুয়ারে জ্বলে দীপ সারি সারি,
শত দৌবারিক সেথা, ভীমাকৃতি সবে,
উলঙ্গ কৃপাণ করে জাগে সাবধানে।

কতক্ষণে পূর্ব্বদ্বারে আসি উত্তরিলা
কৃষ্ণসহ পাণ্ডুগণ, আসিল ধাইয়া
অসি করে দ্বারী এক গর্জ্জিয়া সরোষে—

"শিবির দুয়ারে কেন এ হেন নিশিথে
ভ্রম সবে? অশ্বারূঢ়, ভীষণ আকৃতি
কে তোমরা? পরিচয় দাও ত্বরা করি,
নহিলে প্রেরিব সবে শমন সদন।"

"পাণ্ডব আমরা সবে" কহিল অর্জ্জুন—
"নহি ছদ্মবেশী মোরা, না চাহি সংগ্রাম,
নাহি অস্ত্র কার কাছে, নাহিক কবচ,
মিত্রভাবে দেবব্রতে ভেটিব শিবিরে,
ছাড় দ্বার দ্বারপাল বিলম্ব না সহে,
বল দেখি, সেনাপতি-শিবির কোথায়?"
হাসিয়া কহিল তবে ধূর্ত্ত দৌবারিক—
"কোটী কোটী কুরুচমূ বিরাজে হেথায়,
নিষ্কোষিত অসি করে ফিরে রক্ষীদল,
কেমনে পশিবে সবে ভীষ্মের শিবিরে?
"কৃপা করি হে প্রহরি" কহিলা কেশব—
"দেখাও কোথায় ভীষ্ম করেন বিশ্রাম।"

চিন্তি ক্ষণকাল পরে কহিল রক্ষক—
"আচ্ছা এস সবে" কহি চলিল প্রহরী
অগ্রে অগ্রে, পাছে কৃষ্ণ পাণ্ডব সংহতি,
তুরঙ্গম ত্যজি সবে চলে পদব্রজে।
চলিতে চলিতে পথে কহে দ্বারপাল—
"ওই দেখ দণ্ডীমালা বাঁধা বারি মাঝে;

অসংখ্য ঘোটক হের শোভিছে অদূরে ;
ওই যে দেখিছ দূরে জ্বলিতেছে দীপ
দীর্ঘ চন্দ্রাতপ তলে, নিদ্রাগত সেথা
পদাতিনিকর, এবে রণ শ্রান্ত সবে ;
শোভিছে দক্ষিণে হের রথ অগণন,
পশ্চাতে তাহার, ওই শোভিছে শিবির
সারি সারি, নিদ্রাগত তাহে রথীগণ ;
মধ্যদেশে হের ওই উচ্চগৃহ-চূড়,
বিজয় পতাকা যার শোভে শিরোদেশে,
বিরাম লভেন সেথা রাজা দুর্য্যোধন
আর আর ভ্রাতা সনে, চল দ্রুতগতি
পশ্চিম বিভাগে, যেথা ভীষ্ম সেনাপতি
অক্ষৌহিনী সেনা সহ লভেন বিরাম।”

চলিল সকলে বেগে পশ্চিম মুখেতে।
বহুদূর গিয়া পরে অতি সাবধানে
গাঙ্গেয় শিবির দ্বারে উত্তরিলা সবে।

অর্দ্ধ নিদ্রাগত ভীষ্ম কোমল শয়নে,
হেনকালে দ্বারপাল প্রবেশি শিবিরে,
দাঁড়াইয়া যুক্ত করে, ভীষ্ম পাদদেশে
প্রণমি কহিলা, ধীরে ভয়াকুলচিত্তে—
“ক্ষম দাসে, সেনাপতি, আমি দ্বারপাল।”
শুনিয়া দ্বারির বাণি নয়নিউ ন্মিলি

কহিলেন দেবব্রত— "কিরে দৌবারিক,
কি বারতা আছে তব? দিলাম অভয়
কহ ত্বরা" ধীরে ধীরে কহিল রক্ষক—
প্রহর অতীত প্রায়, পূরব দুয়ারে
ছয় জন অশ্বারোহী, বীর অবয়ব,
আসিয়া কহিল মোরে,— 'ছাড় দ্বার, দ্বারি,
পাণ্ডব আমরা সবে, আজি এ নিশীথে
মিত্রভাবে দেবব্রতে ভেটিতে শিবিরে
আসিয়াছি; দেখ, দেহে নাহিক কবচ,
না চাহি সমর মোরা, ন'হি ছদ্মবেশী,
বল দেখি সেনাপতি শিবির কোথায়?'
কৌশলে সঙ্গেতে লয়ে বীর ছয় জনে
আনিয়াছি, দ্বারদেশে উপনীত সবে,
যাহা আজ্ঞা হয় 'প্রভো' কহুন কিঙ্করে।"
ব্যস্তমতি কহিলেন কুরু-সেনাপতি—
"যাও ত্বরা, দৌবারিক, মিষ্ট সম্ভাষণে
আন যত্নে বীরগণে আমার সদনে।"

উত্তরি গাঙ্গেয় পাশে বীর ছয় জন,
প্রণমিল ভক্তিভরে দেবব্রত পদে।
আলিঙ্গিয়া একে একে সমাদরে সবে
পিতামহ দেবব্রত কহিতে লাগিলা—
"স্বাগত, হে কৃষ্ণ, এস বাছা ধর্ম্মরাজ,

বৃকোদর, ধনঞ্জয়, আয়রে নকুল,
সহদেব এস ভাই নিকটে আমার ;
আহা মরি ! বাছাগণ, কতই যাতনা
সহিছ তোমরা সবে, নিয়তি বিধানে !
জুড়াইল আঁখি মম, কেশব সংহতি
হেরিয়া তোদেরে সবে ; কি হেতু নিশীথে
বৃদ্ধের শিবির মাঝে আজিকে সকলে ?

কহিলেন ধর্ম্মরাজ করি যুক্তকর—
"পিতামহ, কৃপা করি বলুন আমারে,
কেমনে লভিব জয় এ দুরন্ত রণে ?
ক্ষয়প্রাপ্ত দিনে দিনে সেনা বল মম,
তরঙ্গ আঘাতে যথা অর্ণবের কুল ;
দিবাকর তেজে যবে, হে শক্রতাপন,
পশেন আপনি রণে ধনুর্ব্বাণ করে,
কি সাধ্য দেবেন্দ্র ইন্দ্র সহ দেবগণ
সহিতে সক্ষম তব সেই তেজোরাশি !
পাণ্ডব মশকবৃন্দে কি কাজ নাশিয়া ?
কহুন উপায় তাত, কেমনে সমরে
পরাজিয়া দেবব্রতে লভিব বিজয়।"

শুনিয়া ধর্ম্মের বাণী ভীষ্ম মহারথ
চিন্তিলা নিবিষ্টচিত্তে ক্ষণেকের তরে ;
এই মতে যদি আমি করি মহারণ,

পাণ্ডবের রাজ্য আশা ঘুচিবে নিশ্চয় ;
ধর্ম্ম মতে অর্দ্ধ রাজ্যে ধর্ম্ম অধিকারী,
দুর্য্যোধন সেই রাজ্য আত্মসাৎ তরে
বহু কষ্ট দিয়াছেন পাণ্ডব অন্তরে,
নাশিতে পাণ্ডবগণে যথাসাধ্য তিনি—
করিছেন বহু যত্ন,—বিফল সকল।
উপযুক্ত সুসময় উপস্থিত এবে,
অযোগ্য রাজার নামে পাপী দুর্য্যোধন,
সমরে তাহারে নাশি, পাণ্ডব নিকর
লভুক ধরণী, ধর্ম্ম হ'ক সংস্থাপিত :

অর্থ দাস, অন্ন দাস, এই ঋণ তরে,
ন্যায় মত দশ দিন তাঁহার লাগিয়া,
যুঝিব সমরে আমি করিয়াছি পণ ;
কালি হবে দশ দিন, শেষ দিন মম,
সমরে জীবন ত্যজি—পাণ্ডবের লাগি
ন্যায় মত ধর্ম্ম কার্য্য করিব প্রভাতে।'

এই মতে চিন্তি পরে কহিলা গাঙ্গেয়—
"যা কহিলে সত্য তুমি, বাছা ধর্ম্মরাজ,
যত দিন কুরুপক্ষে করিব সমর,
বৃথা আশা পাণ্ডবের রাজ্যসুখ ভোগে ;
প্রতিজ্ঞা আমার যাহা হ'য়েছে সফল,
দশ দিন হ'বে কালি পূর্ণ দিন মম,

আমার নিধন বিধি কহি শুন তবে—
বিমুক্ত কবচ, ভীত, শস্ত্রত্যাগী নর,
পুত্রহীন, এক পুত্র, স্ত্রীজাতি পতিত,
রমণী নামেতে খ্যাত, পাপী, পলাতক,
না হানিব অস্ত্র কভু তাদেরে বধিতে,
তোমার সৈন্যের মাঝে, শিখণ্ডী যে জন
জন্মে রমণী সেই, এখন পুরুষ,
মহারথ হইলেও, না বধিব তারে,
না ত্যজিব অস্ত্র কভু তাহার উপরে,
শিখণ্ডীরে অগ্রে করি বীর ধনঞ্জয়—
বধিবে আমারে রণে, কহিনু সঙ্কেত।"

বন্দি পিতামহ পদ, পৃথা পুত্রগণ,
কেশব সহিত সবে চলিল শিবিরে।

বহুদূর গিয়া পরে অচ্যুতে সম্বোধি
সলজ্জ, সন্তপ্তহৃদে কহিল অর্জ্জুন—
"সমুচিত নহে মম, এ হেন নিয়মে
যুঝিতে সমর ক্ষেত্রে, পিতামহ সনে,
ধূলি ধূসরিত গাত্রে কৌমারে যখন
ক্রীড়া ত্যজি ভীষ্ম অঙ্কে উঠিতাম আমি,
কতই আদর হায়! করিতেন তিনি;
ডাকিতাম আমি যবে পিতা বলি তাঁরে,

কহিতেন তিনি 'নহি পিতা আমি তোর,
অর্জ্জুন, পিতার পিতা আমিরে তোমার,'
সেই পিতামহে আমি বধিব আহবে?
না, মাধব, ভেটিব না সমরে তাঁহারে।"

বীর চূড়ামণি, ওহে ক্ষত্রিয়তপন,
কহিলা কমলাপতি কমললোচন,—
"ভুলিলে কেমনে বল প্রতিজ্ঞা তোমার?
কুরুকুল রত্ন! তব এই কি উচিত?
ভুলিলে কি পাঞ্চালীর দুঃখের কাহিনী?
জন্ম তব কোন্ কুলে কে তুমি, ভুলিলে?
ভুলিলে কেমনে হায়! ভ্রাতা ধর্ম্মরাজ!
প্রতিজ্ঞা পালিতে আজ বিরত গাণ্ডিবী!
বিভৎসু! জীবন ভয়ে ভীত নাকি তুমি?
পিতামহ সনে যুদ্ধে এ হেন নিয়মে
লজ্জাভাস যদি চিতে, ওহে বীরবর,
তা হ'লে অতল জলে ডুবায়ে সবারে,
যাও চলি যেথা ইচ্ছা; ভবিতব্যলিপি
কেমনে খণ্ডিবে তুমি? হেন মৃত্যুবিধি
লিখিলা ভীষ্মের ভালে, হেতু মাত্র তুমি;
প্রকৃত শিখণ্ডী, ভীষ্ম বধের কারণ
গুরুবধ পাপ নাহি স্পর্শিবে তোমারে।"

অনিচ্ছায় পার্থ রণে দিলেন সম্মতি ;
ছুটিল শিবির মুখে তুরঙ্গম সবে।

ত্রিযামা অতীত প্রায়, বহে স্নিগ্ধ বায়,
নবমী চন্দ্রমা অস্তে গিয়াছেন চলি,
কুমুদিনী হেটমুখ সরোবর কোলে,
সখি কোলে মাথা রাখি বিরহিনী যেন
কাঁদিছে নাথের লাগি তাপি মনস্তাপে।
সরসে সরসীরুহ নাচিছে পুলকে,
প্রাণে আশা ঊষা কোলে হেরিবে তপনে।
শর্ব্বরী ভূষণ তারা, হীনপ্রভ সবে,
ঊষার রূপের তেজে, হীনপ্রভ যথা—
ক্ষণপ্রভা—প্রভা কাছে ক্ষীণ দীপালোক।
এ হেন সময়ে রাজা মানি দুর্য্যোধন
শয্যা ত্যজি বাহিরিলা শিবির হইতে,
কহিতে প্রহরিগণে সৈন্য জাগাইতে।
সহসা বিমানপথে নিরখি নৃপতি—
দেখিলা নক্ষত্ররাজি পড়িছে খসিয়া,
ঝর ঝরে, রক্তস্রোত করিছে বমন
ঝলকে ঝলকে, এক দণ্ডী দীর্ঘকায়,
শুইয়া আকাশ কোলে, নিকটে তাহার,
বসি এক গজরাজ অরুণলোচন,
বাহিরিছে বহ্নিরাশি সে আঁখি হইতে,

পড়িয়া মরিছে তাহে কত লক্ষ প্রাণী।
উঠিল প্রবল ঝড় সেই ঊর্দ্ধদেশে,
কোথায় ভাসিয়া গেল সে চিত্র মাধুরী!
চমকি হেরিলা নৃপ বামা মূর্ত্তি এক,
পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, চারু অবয়ব,
বিভূষা ভূষিতা অঙ্গ, দিব্য ছটা তাহে,
কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ চুমিছে চরণ।

দেখিয়া সে দিব্যমূর্ত্তি, কৃতাঞ্জলিপুটে
কহিলা নৃপতি—"কে তুমি, রমণিরত্ন?
স্বর্গীয় রূপের ছটা খেলিছে শরীরে!

শুভ্র বস্ত্র পরিধানা, স্বর্ণবর্ণ কায়া,
সুদিব্য ভূষণে শোভে চারু অবয়ব,
চরণে নূপুর শোভে, কোটিতে মেখলা,
পারিজাত পুষ্পমালা লম্বিত গলেতে,
মস্তকে মুকুট কিবা খচিত রতনে,
ঢলিয়া পড়েছে কেশ চরণের মূলে,
পদ্মহস্ত, তাহে যেন অলক্ত লেপন,
স্থলপদ্ম সম কিবা চরণ যুগল,
ভাসিয়া যেতেছে শূন্যে অব্যক্তগতিতে!
কে তুমি? বল মা, মোরে, কি জানি কেন যে
তোমারে হেরিয়া আমি কাতর অন্তর।"
পশ্চাৎ ফিরিয়া হাসি, রাজনে সম্ভাষি,

কহিলা চঞ্চলা সতী অম্বুজনয়না—
"কুরুলক্ষ্মী আমি, নৃপ ছাড়িনু তোমারে,
মহা পাপ-পঙ্কে মগ্ন তুমি মন্দমতি,
দেবদ্বেষ, হিংসা গর্ব্বে, পূর্ণ তব দেহ ;
বিরাজে কমলা কভু তোমার আগারে ?
কলির শরীরে ধর্ম্ম বিরাজেন কভু ?
পঙ্কিল সলিলে কভু ফোটে কি কমল ?
কনক আসন ত্যজি দেবেন্দ্রাণী শচী—
ইচ্ছায় পশেন কভু দানব আলয়ে ?
আশ্রয় করিব তারে ধর্ম্মে রত যেই।
চেয়ে দেখ,— ওই হের, ভয়ঙ্কর রাহু
গ্রাসিতে কৌরব রবি আসিছে ছুটিয়া।"
এত কহি লুকাইলা নারায়ণ প্রিয়া।

দেখিলা নৃপতি চাহি আকাশ পটেতে
ভীষণ মূরতি রাহু বদন ব্যাদানি—
ধাইছে গ্রাসিতে এক প্রবীণ তপনে,
রাহু ভয়ে ভীত ভানু আসিয়া আপনি,
প্রবেশিল ধীরে ধীরে সে মুখ গহ্বরে।
লুকাইল শূন্যপটে সে মায়া দর্শন!

ক্ষণতরে স্থিরভাবে দাঁড়ায়ে নৃপতি
দমিয়া ত্রাসের বেগ দম্ভের আশ্রয়ে
কহিলা গম্ভীর স্বরে বাহু আস্ফালিয়া—

'উঠ উঠ রথীকুল, সাজহ সমরে,
মাতাও সৈনিক দিয়া উৎসাহ বচনে;
ত্বরিতে বিমানমালা যোগাও, সারথী,
বাজাও, বাদিত্রদল, পটহ, দামামা
ক্ষত্রিয়কুলেতে জন্ম ব্যবসা সমর,
রণ রঙ্গে সুখী মোরা খ্যাত চরাচরে,
উপাড়িব বাহুবলে অটল ভূধর,
গ্রহগণে বিদ্ধ করি সায়ক ফলকে
পাড়িব ধরণি পৃষ্ঠে দেখিবে দেবতা,
আমি রাজা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম সেনাপতি,
দেবেন্দ্র বাসবে পারি পরাজিতে রণে।"
চাহিয়া আকাশপানে কহিলা আবার—
"দেবকুল, মায়াদৃশ্যে মুগ্ধ নহি আমি,
চন্দ্রবংশ ক্ষত্রকুলে জনম আমার,
ডরিব সমর আমি? রণের পিপাসা,
মিটাব সমরক্ষেত্রে, জীব-রক্তস্রোতে;
অসম্ভব রণরঙ্গে হইবে বিরত—
ক্ষত্রবীর দুর্য্যোধন, যতক্ষণ দেহে
এক বিন্দু রক্ত মাত্র বহিবে ধমনি,
দেখিবে ত্রিদীব-বাসী, দেখিবে ধরণী,
'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'।"

কেশরী নিনাদ শুনি আতঙ্কে যেমতি

নিশীথে জাগ্রত হয় বনচরগণ,
তেমতি সৈনিককুল, দুর্য্যোধন স্বরে
চকিতে জাগ্রত হ'য়ে উঠিল সকলে।
বাজিল দামামা, ভেরী, বৃংহিল বারণ;
নিত্যকর্ম্ম সমাধিয়া, বীরবৃন্দ সবে,
সমর সাজেতে ত্বরা লাগিল সাজিতে।
উঠিল আদিত্য-রথ পূরব গগনে;
চলিল কৌরব যোধ-ক্রীড়াভূমি মুখে।

হেথায়-পাণ্ডবগণ উল্লাসে মাতিয়া
জয় নাদে বায়ু ব্যোম কম্পিত করিয়া
সমর প্রাঙ্গন মুখে ধাইল সকলে।

সর্ব্বশত্রু নিবর্হণ ব্যূহ নিরমিয়া
কহিলেন যুধিষ্ঠির শিখণ্ডীর প্রতি—
"দ্রুপদনন্দন, আজি সেনাপতি পদে
বরিনু তোমারে আমি, তোমার প্রসাদে,
বনবাসী, রাজ্যভ্রষ্ট, দীন ধর্ম্মরাজ,
লভিবে বিজয় আজি, হে বীর পুঙ্গব,
ভীষ্মের নিধন ভার, তোমার উপরে
নির্ভর করিছে স্বধু, বিনাশি তাহারে
রাখহে অতুল যশঃ এ মহা আহবে;
পাণ্ডববাহিনী অগ্রে তুলিয়া নিশান,

শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গের নির্ঘোষে মাতিয়া
চল রণে, বীরবর, তোমার পৃষ্ঠেতে—
বৃকোদর ধনঞ্জয় রহিবে সতত।"

নিষঙ্গ ঝুলায়ে পৃষ্ঠে, কোটীদেশে অসি,
গুণবদ্ধ শরাসন ধরি বাম করে,
ধাইল শিখণ্ডীশূর ভীষ্মের সম্মুখে।

দ্রুপদ-নন্দনে হেরি, শান্তনুনন্দন
ফিরাইল রথবেগ অমঙ্গল ভাবি।
শিখণ্ডী কোদণ্ডমুক্ত, তীক্ষ্ণ শররাশি,
অকুণ্ঠিত চিতে ভীষ্ম লাগিল সহিতে।

"দেহ রণ দেবব্রত" কহিল শিখণ্ডী,
"ক্ষত্রিয়কুলেতে জন্ম মহারথ তুমি,—
উচিত কি তব, হায়! ত্যজিতে সমর?
রণের পিপাসা মম মিটাও ধীমান।"
"ইচ্ছাক্রমে হান অস্ত্র, ওহে বীরবর,"
হাসিয়া কহিলা ভীষ্ম— "তুমি শিখণ্ডিনী,
তোমারে সমরে কভু না ভেটিব আসি,
আমার প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত মহীতলে,
অমঙ্গল ধ্বজ যার হেরিব সমরে
না হানিব প্রহরণ তাহার উপর।"
কহিলেন সব্যসাচী দ্রুপদ-নন্দনে—

"মহাবাহো হে শিখণ্ডী! এই ত সময়
নাশ ভীষ্মে, বীরবর, বিলম্বে কি ফল?
রক্ষিব তোমারে আমি; রোধিব আহবে,
দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা আর রথীগণে,
বেলাভূমি নিবারয়ে মহার্ণবে যথা।"

অর্জ্জুন বচন শুনি, দ্রুপদ-তনয়
অভিদ্রুত হইলেন ভীষ্মের উপরে।
ভীমবল দেবব্রত, নিশিত শায়কে
মর্দ্দিত করিয়া বহু পাণ্ডব-সেনানী,
ভ্রমিতে লাগিলা রণে হুতাশন তেজে।
দুঃশাসন, দুর্য্যোধন জয়দ্রথ আদি
থাকিয়া ভীষ্মের পাছে করিছে সমর,
কম্পিত করিয়া যত পাণ্ডব-সেনানী।
এত দেখি ধনঞ্জয়, মহাধনুর্দ্ধর,
ত্রাসিয়া বিপক্ষগণে লাগিল যুঝিতে;
ঘন সিংহনাদ ছাড়ি, শায়ক বিক্ষেপে
পীড়িত করিল পার্থ কুরুবীরগণে।
দুর্য্যোধন কহিলেন গাঙ্গেয় সকাশে—
"পিতামহ; ওই হের বীর ধনঞ্জয়ে,
উহার তেজেতে দগ্ধ সৈন্যকুল মম,
দগ্ধ যথা মহাবন ঘোর দাবানলে!
মৃগকুল পশুনাথে হেরিলে যেমতি,

মহাতঙ্কে ধায় বেগে ত্যজিয়া কানন,
পার্শ্বে হেরি,— সৈন্য মম পলায় তেমতি,
ত্যজিয়া সমর স্থল, না চাহি পশ্চাত।
ওই হের, বৃকোদর, সাত্যকি, নকুল,
বিদ্রাবিত করে মম বিপুল সেনানী;
অভিমন্যু, সহদেব, ঘটোৎকচ আদি,
ঘুরিতেছে চক্রাকারে মর্দ্দিয়া কৌরবে,
নিবারণ কর প্রভু, ওই বীরগণে।”
কহিলেন গঙ্গাসুত সম্বোধি রাজনে—
“ভয় নাই, নৃপবর, করিনু শপথ
পাণ্ডবেরে বিনাশিয়া আজি মহারণে,
অথবা, শয়ন করি কুরুক্ষেত্র-ভূমে,
ভর্ত্তৃদত্ত অন্ন-ঋণে বিমুক্ত হইব।

প্রখর সূর্য্যের কর, যেমন চৌদিকে
সন্তাপিত করে জীবে প্রলয়ের কালে,
রোষারক্ত ভীষ্মতেজ সমরে তেমতি—
সন্তাপিত করে যত পাণ্ডব নিকরে।
দুই লক্ষ পদাতিক, অযুত আরোহী,
সমরে বীরেন্দ্র ভীষ্ম করিলা নিধন।
মহারথ ধনুর্দ্ধর সৃঞ্জয় পাণ্ডব,
ভীষ্মবধ হেতু সবে আসিল সেথায়।
মেঘকুলে সমাবৃত সুমেরু যেমন

শোভিলেন দেবব্রত যোধগণ মাঝে।
ধাইল কৌরবদল ভীষ্মে রক্ষা হেতু,
বাধিল তুমুল যুদ্ধ ভীষণ দর্শন!
মৃত হস্তী, অশ্ব, নর, রথী কত শত
চুমিল ধরণী-পৃষ্ঠ, রুধিরের ধার
তিতিয়া মেদিনীতল লাগিল বহিতে।
ধনঞ্জয় দুঃশাসনে করি পরাজয়
দেবব্রতে শরজালে আচ্ছাদিল ত্বরা,
ভীষ্মবল ভীষ্মরথী শায়কে শায়কে
নিবারিতে লাগিলেন বিজয়ের শর।
শিখণ্ডী সুতীক্ষ্ণ বাণে, পলকে পলকে,
গাঢ়বিদ্ধ করিলেন বৃদ্ধ দেবব্রতে।
জয়দ্রথ, ভুরিশ্রবা, শল, শল্য, দ্রোণ,
কৃতবর্ম্মা, ভগদত্ত আদি বীরগণ,
ভীষ্মে প্রপীড়িত হেরি— লাগিল সকলে
রোধিতে অর্জ্জুনে রণে; কিরীটি তখন
দিব্য অস্ত্রে সমাচ্ছন্ন করি সবাকারে
তীক্ষ্ণ বাণে ছেদিলেন ভীষ্মের ধনুক।
পলকে ধনুক পুনঃ লইলা গাঙ্গেয়,
ছেদিলা বিজয় তাহা নিমেষ ভিতরে;
অন্য শরাসন পুনঃ ধরিলা বীরেশ,
পলকে গাণ্ডিবী তাহা করিলা ছেদন
ভয়াবহ মহাশক্তি ছাড়িলা গাঙ্গেয়,

কাটিলা সে ভীষ্ম-শেল পার্থ মহারথ।
দেবব্রত চিন্তিলেন বিফল মানসে,—
'ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়, কেশব সারথি,
অবধ্য পাণ্ডব তাহে শিখণ্ডী সম্মুখে!
সমরের সাধ মম ঘুচাই এবার,
ইচ্ছামৃত্যু বর মোরে দিয়াছেন পিতা,—
ত্যজিব জীবন আমি, আজি রণভূমে।'

আনন্দ দুন্দুভিধ্বনি, কিন্নরীনর্ত্তন,
ঘন ঘন জয়রব হইল ত্রিদীবে;
ভীষ্মোপরে পুষ্পবৃষ্টি হইল সহসা।
শুনিলেন দেবব্রত শূন্যে দৈববাণী—
'আহবে নিবৃত্ত হও, ওহে বীরবর,
আকাশস্থ ঋষিকুল দেবগণ সবে
প্রীত আজি, অভিলাষ তোমার ধীমান্,
দেবগণ অভিপ্রেত।' শুনি দৈববাণী—
অসিচর্ম্ম হস্তে ধরি ক্রোধাকুল চিত্তে
উত্তরিতে লাগিলেন ভীষ্ম রথ হ'তে:
হেনকালে শিখণ্ডীরে সম্মুখে করিয়া
কাটি সেই অসিচর্ম্ম পার্থ মহারথ
শান্তনুনন্দনে বাণে লাগিল বিঁধিতে।
দুঃশাসনে সম্বোধিয়া কহিলা গাঙ্গেয়—
"অর্জ্জুনের বাণে বিদ্ধ, কলেবর মম

কাঁপে, হের, থরথর, পার্থ শূরবরে,
বজ্রপাণি আখণ্ডল নারে পরাজিতে ;
এই দেখ, দুঃশাসন, এই তীক্ষ্ণশর,
অশনি সমান যাহা আঘাতিল মোরে
বটে ইহা অর্জ্জুনের, নহে শিখণ্ডীর ;
কবচ ভেদিয়া মম, অন্তস্থলে পশি,
এই যে সুতীক্ষ্ণ শর দহিল আমারে,
গাণ্ডিবীর শর ইহা নহে শিখণ্ডীর ;
লেলিহান বিষধর যথা ভয়ঙ্কর,
ওই যে কলম্বকুল আসিছে ছুটিয়া
কিরীটির বটে উহা নহে শিখণ্ডীর ;
দুঃশাসন, ধর মোরে, সহিতে না পারি।"
অপরাহ্নে ভীষ্মদেহ পূর্ব্ব শির করি
পড়িল ধরণী-পৃষ্ঠে বিমান ত্যজিয়া।
হাহাকার চতুর্দ্দিকে উঠিল সহসা।

ধ্যানস্থ ধূর্জ্জটি ব'স কৈলাস শিখরে
অকস্মাৎ জটাজাল উঠিল কাঁপিয়া,
ঘোর ভূকম্পনে যথা নড়ে বসুন্ধরা,
গরজিল শিরে গঙ্গা নাদে ভয়ঙ্কর।
কহিলেন মহাদেব মধুর বচনে—
"কেনলো জাহ্নবী! এত বিকলা হইলি ?
জটারাশি আজি মোর উপাড়িবে বুঝি ?

কোন্ জন আজি তোমা করিল স্মরণ ?
শান্ত হও, সুবদনি ! ক্লান্ত অতি আমি।"
"ধূর্জ্জটি ! জাননা ?" কহিলা জাহ্নবী রোষে,—
"জান না কিসের লাগি বিচলিতা আমি ?
তৃপ্ত নহ, হে মহেশ, এখন কি তুমি ?
দিয়াছ বহুল ক্লেশ, সয়েছি নিরবে ;
কিন্তু হায় ! আজি এই দারুণ বেদনা
দহিল অন্তর মম চিতানলে যেন !
এই কি উচিত তব, ওহে আশুতোষ ?
পূজিত শঙ্কর তুমি এই সে কারণ !
যা ছিল সম্বল মম ঘুচালে অকালে !
অহো ! কি যাতনা ! হায় কোথায় জুড়াই !
কে ডাকিবে, মা, মা, বলে আর বিশ্বমাঝে !

ভীষ্মমাতা নাম মম ডুবিল এবার ;
তব বরে পুষ্ট দেহ দুষ্টা কাশী সুতা—
শিখণ্ডীরূপেতে পশি, কুরুক্ষেত্র রণে,
রোধিল তনয়ে মোর, পাষণ্ড অর্জ্জুন
নাশিল বাছারে আজি কপট সংগ্রামে।

ছাড় মোরে আশুতোষ, কর দয়া আজি,
দেখিব কেমন সেই পুত্রহন্তা মম
প্রাণ লয়ে ফিরে ঘরে কাহার আশ্রয়ে।"
"কি কর, কি কর, গঙ্গা !" কহিল শঙ্কর,—

"বিধির বিধান বল কে পারে খণ্ডিতে ?
ধৈর্য্য ধর, শৈলসুতা, ধর মোর বাণি ;
অষ্টবসু মধ্যে এক বসু পুত্র তব,
এত দিন ছিল মর্ত্তে শাপভ্রষ্ট হ'য়ে,
উদ্ধার হইল তার, জান ত সকলি,
পশিবে স্বরগে বীর তাজিয়া অবনী ;—
যাহাতে বাঞ্ছিত গতি, লভে দেবব্রত,
তাহার বিধান প্রিয়ে, করহ এখন ;
অন্যায় সমরে পার্থ নাশিল গাঙ্গেয়ে,
অবশ্য অন্তর তার দহিবে অচীরে
পুত্রশোকে ; অশ্বত্থামা বধিবে দ্রুপদে ; *
না দিব যাইতে তোমা কুরুক্ষেত্র-ভূমে ।"
"অবশ্য অন্তর তার দহিবে অচীরে
পুত্রশোকে ;" শিব-বাক্য ছুটিল চৌদিকে।
উত্তরার বামেতর নয়ন নাচিল,
সুভদ্রার করতল স্পর্শিল ললাট,
অর্জ্জুনের হৃদিতল উঠিল কাঁপিয়া।

শিবের বচনে সতী যত্নে ধৈর্য্য ধরি—
পাঠাইলা ঋষিগণে পুত্রের সদনে
হংসরূপে, কহিবারে মরণ বিধান ;
বসুগণ গঙ্গাদেশে গিয়া মর্ত্ত ভূমে
ভীষ্মদেবে কহিলেন—"এ বীর শয়নে

* দ্রুপদ—এখানে দ্রুপদ বংশ।

থাক, হে যশস্বী, তুমি, যত দিন নাহি
দক্ষিণ অয়নে যান দেব অংশুমালি,
মাতৃ আজ্ঞা, বীরবর, পালহ যতনে,
ইচ্ছামৃত্যু, জান তুমি, আয়ত্ত তোমার।"
অন্তর্হিত হইলেন ঋষি কয় জন
পূরিল সে রণক্ষেত্র স্বর্গীয় সৌরভে।
মাতৃ বাক্য শিরে ধরি ভীষ্ম বীরবর
রহিলেন স্থির চিত্তে শরশয্যোপরে।

দূর হ'তে দুর্য্যোধন, পিতামহে হেরি
রথচ্যুত, দ্রুতপদে আসিয়া নিকটে
আক্ষেপিলা দুঃখভরে,— "অন্তিম শয়নে
কেন, হে বীর কেশরি? কেন অকস্মাৎ,
বজ্রাঘাত বিনা মেঘে! মধ্যাহ্নে তপন
গেলা চলি অস্তাচলে? অসম্ভব হায়,
এ শয়ন, বীরবর, তোমার এখন,
রণজয় এখনও নহেক, ধীমান্,
এখনও পাণ্ডবেরা সমরে অটল;
কৌরব কুলের গর্ব্ব, উজ্জ্বল রতন,
তুমি ক্ষত্রকুলে বীর, ক্ষত্র-চূড়ামণি!
মুদিলে নয়ন তুমি মজিবে কৌরব,
কে রাখিবে মান গর্ব্ব এ হেন সঙ্কটে?
কৌরব গৌরব রবি গেলে অস্তাচলে

কলঙ্কী রজনী আসি গ্রাসিবে এখনি,
মরিব সবংশে মোরা, কে রক্ষিবে বল ?
কেমনে ভুলিলে মোরে ? কহ, পিতামহ,
তুমি যে ভরসা মম, ডুবালে কেমনে
আশ্রয় তরণী এই সমর সাগরে ?

দেখ চেয়ে, দুঃশাসনে আর ভ্রাতা পানে,
মলিন সকলে এবে তোমার বিহনে,
মলিন যেমতি নিশি সুধাকর বিনা ;
শ্লথবাহু, বলহীন, বিরস বদন,
আহা মরি ! দেখ চেয়ে, কুরুবীরগণে ;
দাহে না কি হিয়া তব হেরিয়া এ সব ?
উঠ, উঠ, পিতামহ, ধর ধনুর্ব্বাণ,
পাঠাও পাণ্ডবগণে শমন ভবন।
কার সাধ্য রোধে তোমা সমর প্রাঙ্গণে ?
প্রাক্তনের গতি, হায়, কে রোধেছে কবে ?

এ কি, এ কি, নৃপবর ! কেন তব মুখে
হেন ভাব ? কোথা দম্ভ তোমার এখন ?
এ খেদ, হে নরবর ! কোথায় শিখিলে ?
পড়িয়াছে দেবব্রত কি ক্ষতি তোমার ?
আর না সাধিবে কেহ তোমারে, রাজন,
সন্ধি হেতু ; ডাক কর্ণে, চির-সখা তব,
এখনি আসিবে বীর নাচিয়া উল্লাসে ;

প্রবেশিবে মহেশ্বাস কালি রণাঙ্গণে,
বীরদর্পে হুহুঙ্কারি ধরি শরাসন
অব্যর্থ পার্থের শর করি ব্যর্থ রণে
বৃকোদর সহ তারে মুহূর্ত্তে নাশিবে ;
বন্দি করি যুধিষ্ঠিরে, তোমার সদনে
লবে বীর, চিরাকাঙ্ক্ষা মিটিবে তোমার।

কহিলেন দেবব্রত চাহি দুর্য্যোধনে—
"হের, বৎস, লুটে শিরঃ উপাধান বিনা।
সসব্যস্তে কুরুরাজ পিতামহ লাগি
সুকোমল উপাধান সহস্তে আনিলা।
হাসিয়া কহিলা ভীষ্ম—"তুমি নরেশ্বর,
যতনে পালিত দেহ কোমল তোমার,
হেন উপাধান বটে উপযুক্ত তব !
শয্যা মম তীক্ষ্ণ শর, আমি ক্ষত্র বীর,
সুকোমল উপাধানে কিবা প্রয়োজন ?
না বুঝ সময় ? ছিছি ! ধিক্ বুদ্ধি তব !"

পদপ্রান্তে নত শিরে, পাণ্ডবনিকর,
চিত্রিত পুত্তলি যথা দাঁড়ায়ে সকলে,
নিশ্চল নিস্তব্ধ ভাব ; ঝড়িছে নয়ন,
দরবিগলিত অশ্রুসিক্ত বক্ষস্থল ;
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিছে নাশায়,
গভীর বিষাদক্লিষ্ট শুষ্ক ওষ্ঠপুট

কাঁপিছে সঘনে, স্বেদ বহিছে ললাটে;
তীব্র মনস্তাপ তাপে মলিন বয়ান,
ফুলকুল ম্লান যথা নিদাঘ উত্তাপে।
ধনঞ্জয়ে সম্বোধিয়া কহিলা গাঙ্গেয়—
"হের বৎস, লুটে শির উপাধান বিনা।"
পিতামহ আজ্ঞা লভি পার্থ মহাবল,
ধীরে নোয়াইলা ধনুঃ; আরোপি শিঞ্জিনী
টঙ্কারিলা মহেশ্বাস ভীষণ কার্ম্মুক।
সুতীক্ষ্ণ শায়ক তিন লইয়া বীরেশ
নিক্ষেপিলা লক্ষ্য করি ভীষ্মের মস্তকে।
দুই বাণ কর্ণমূলে, তৃতীয় ললাটে,
ভেদিয়া প্রোথিত হ'ল ভূধর অঙ্গেতে।

গঙ্গাসুত পার্থ যত্নে লভি শিরোধান,
হর্ষচিতে দুর্য্যোধনে কহিলা আবার—
"নরেশ, ঘুচাও তৃষা, তৃষাতুর আমি।"
সুবাসিত বারিপূর্ণ সুবর্ণ ভৃঙ্গার,
গাঙ্গের সমীপে ত্বরা আনিলা নৃপতি।
কহিলা গাঙ্গেয় হাসি—"কাঞ্চন আধারে,
সুবাসিত হেন বারি না চাহি এখন।"
নিরখি অর্জ্জুনে পুনঃ কহিলা গাঙ্গেয়—
"অর্জ্জুন, মিটাও তৃষা, তৃষাতুর আমি।"
হেলায়ে গাণ্ডীব পার্থ, যুড়ি তীক্ষ্ণবাণ

বিক্রমে ভূধর অঙ্গে করিলা নিক্ষেপ।
গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত বাণ বিদারি মেদিনী
ভোগবতী গঙ্গাজলে করিল প্রবেশ।
শায়কচিহ্নিত পথে ভোগবতী পয়ঃ
বেগে ঊর্দ্ধগত হয়ে ক্ষিপ্ত শূন্যদেশে ;
পড়িল সে পূতবারি গঙ্গাসুত মুখে।

স্তম্ভিত দর্শকবৃন্দ, স্তম্ভিত নৃপতি,
পার্থের বিক্রমে মুগ্ধ দেব ঋষিগণ,
আনন্দে শান্তনুসুত করি বারি পান
দুর্য্যোধনে সম্ভাষিয়া কহিলা তখন—
"দেখিলে হে কুরুরাজ! বিজয় বিক্রম ?

তোমাতে অর্জ্জুনে হের কত যে প্রভেদ,
তুমি কাচ, পার্থ মণি ; কিম্বা ধনঞ্জয়
স্বরগের পারিজাত, তুমি যে কিংশুক,
আশামরীচিকা ভ্রান্ত তুমি রে অবোধ,
তা না হ'লে কভু, হায়! হেরিয়া এ সব
অজ্ঞান-তিমির তব না পায় বিলয়!
দেখ চেয়ে—ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মের আকর,
বীরশ্রেষ্ঠ বৃকোদর, অজেয় কিরীটী,
সহদেব সনে স্থির নকুল সুমতি ;
হেন ভ্রাতৃগণে কেন কর অবহেলা ?
অথবা, রাখাল করে শালগ্রাম শিলা,

কাঙ্গালের হাতে মণি, সামান্য প্রস্তর !
দুষ্টজনে উপদেশ বৃথা বাক্যব্যয় !
মরুভূমে বীজ নাহি ধরে কলেবর !
তব হৃদে বাক্য মম বিফল নিশ্চয় ;
শত ধিক্ তোমা, নৃপ সাধিতে স্বকাজ
কি না করিয়াছ শেষ ? ভাবি দেখ মনে,—
বৃকোদরে পানতরে তীব্র হলাহল,
ভেবে দেখ জতুগৃহ, ভীষণ চাতুরী !
দেখ ভেবে দ্রৌপদীর বসন হরণ,
পাণ্ডবের বনবাস চিন্ত একবার !

কি না করিয়াছ শেষ ? ক্ষমেছে পাণ্ডব,
সয়েছে দারুণ ব্যথা ধর্ম্ম অনুরোধে ;
চেয়েছে কেবল মাত্র ক্ষুদ্র পঞ্চ গ্রাম,
ক্ষুদ্র ভিক্ষা দাও নৃপ, রাখ কুল মান ;
ভাই ভাই এ বিরোধ উচিত কি কভু ?
আর যদি নাহি শুন বৃদ্ধের বচন,
মজিবে সবংশে, মূঢ়, কহিনু নিশ্চয়।
কে তোরে রক্ষিবে বল, গাণ্ডিবী রুষিলে ?

দেবদত্ত দিব্য রথ, চূড়ে কপিবর,
অক্ষয় তূণীর আর অভেদ্য কার্ম্মুক,
কেশব সারথি রথে, এ হেন সম্পদ
কার আছে ? সমর কৌশল দক্ষ

নিবাত-কবচ-জয়ী-অজেয়-বিজয়ে
পরাজিবে? বৃথা আশা কেন হে রাজন?
যাও বৎস, সন্ধিতরে ধর ধর্ম্ম কর,
দয়ার সাগর তিনি ক্ষমিবেন তোমা।"
ঈদৃশ গাঙ্গেয় বাণি করিয়া শ্রবণ
দুর্য্যোধন ঈর্ষা-বিষে লাগিল জ্বলিতে।
বহু যত্নে ধৈর্য্য ধরি রাজা দুর্য্যোধন
ভীষ্ম লাগি বস্ত্রগৃহ, করিতে নির্ম্মাণ
আদেশিলা ভৃত্যবর্গে; স্থাপিলা নৃপতি—
শত মাত্র দৌবারিক ভীষ্মে রক্ষা হেতু।
শোকাকুল পাণ্ডুগণ সন্তপ্ত হৃদয়ে
শরশয্যাগত ভীষ্মে প্রদক্ষিণ করি,
যথাবিধি ভক্তিভরে চরণ বন্দিয়া,
ধীরে ধীরে নতশিরে চলিলা শিবিরে।
দুর্য্যোধন ভীষ্ম পদে করিয়া প্রণাম
চিন্তাকুল চিত্তে ত্বরা করিল প্রস্থান।
শিবির দুয়ারে আসি হেরিলা নৃপতি,
হাসি মুখে কর্ণবীর রয়েছে দাঁড়ায়ে।
আবার নৃপের হৃদি উৎসাহে নাচিল,
দুর্য্যোধনে আশা পুনঃ কহিল গম্ভীরে—
"বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সূচ্যগ্র মেদিনী।"



সমাপ্ত।

